وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

● ৫ম বর্ষ ● ৪র্থ সংখ্যা ● ফেব্রুয়ারি ২০২১

Web : www.al-itisam.com

আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘দুই শ্রেণির জাহান্নামী রয়েছে, যাদের আমি দেখিনি (অর্থাৎ তারা আমার পরে আসবে)। প্রথম প্রকার, যাদের হাতে গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে, তা দিয়ে তারা মানুষকে (অন্যায়ভাবে) পিটাবে। দ্বিতীয় প্রকার, যারা বস্ত্র পরিহিতা হয়েও বিবস্ত্রা, তারা পরপুরুষকে আকৃষ্ট করে এবং নিজেরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাদের মাথার চুলের অবস্থা উটের কুঁজের ন্যায় উঁচু হয়ে থাকবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ বহু দূর থেকে পাওয়া যায়’ (ছহীহ মুসলিম, হা/৫৭০৪)।

সূচিপত্র

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلي الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة: ٥، جمادى الأخير و رجب ١٤٤٢ ه/ فبراير ٢٠٢١م العدد: ٤، الجزء: ٥٢
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف
التحرير و التنسيق: لجنة البحوث العلمية لمجلة الاعتصام

Monthly AL-ITISAM
Chief Editor : **SHEIKH ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**
Overall Editing : **AL-ITISAM RESEARCH BOARD**
Published By : AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH, NARAYANGONJ AND RAJSHAHI, BANGLADESH.
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi; Tuba Pustakalay, Nawdapara (Amchattar), P.O. Sapura, Rajshahi-6203
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840 E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

প্রচ্ছদ পরিচিতি

গ্রেট মস্ক অব জেনি, মালি। পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির জেনি শহরে অবস্থিত অনিন্দ্য সুন্দর মসজিদটি পোড়া ইট, বালি ও এঁটেল মাটির সংমিশ্রণে তৈরি। ঐতিহাসিক বিবরণ অনুযায়ী, ১২০০ থেকে ১৩৩০ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি কোনো এক সময়ে মসজিদটি নির্মিত হয়। বর্তমানে যে কাঠামো দেখা যায় তা ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের পুনঃনির্মিত। ইউনেস্কো ১৯৮৮ সালে মসজিদসহ পুরো জেনি শহরটিকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ (বিশ্ব ঐতিহ্য) সাইট হিসেবে ঘোষণা করে।

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪২ ॥ খ্রিস্টাব্দ ২০২১ ॥ বঙ্গাব্দ ১৪২৭

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ ফেব্রুয়ারি	১৮ জুমা. আখেরাহ	সোমবার	৫ : ২১	৬ : ৩৮	১২ : ১২	৩ : ২২	৫ : ৪৬	৭ : ০২
০৫ ,,	২২ ,,	শুক্রবার	৫ : ২০	৬ : ৩৭	১২ : ১২	৩ : ২৪	৫ : ৪৮	৭ : ০৫
১০ ,,	২৭ ,,	বুধবার	৫ : ১৮	৬ : ৩৪	১২ : ১৩	৩ : ২৬	৫ : ৫১	৭ : ০৭
১৫ ,,	০২ রজব	সোমবার	৫ : ১৫	৬ : ৩১	১২ : ১২	৩ : ২৮	৫ : ৫৪	৭ : ১০
২০ ,,	০৭ ,,	শনিবার	৫ : ১২	৬ : ২৭	১২ : ১২	৩ : ৩০	৫ : ৫৭	৭ : ১২
২৫ ,,	১২ ,,	বৃহস্পতিবার	৫ : ০৮	৬ : ২৩	১২ : ১১	৩ : ৩১	৬ : ০০	৭ : ১৫

সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	+৩	০	+১
নারায়ণগঞ্জ	+১	+১	-১
নরসিংদী	-১	-১	-১
কিশোরগঞ্জ	-২	-২	০
টাঙ্গাইল	+১	+২	+৩
ফরিদপুর	+৩	+৩	০
রাজবাড়ী	+৫	+৫	+৩
মুন্সিগঞ্জ	+২	+২	০
গোপালগঞ্জ	+৫	+৫	+১
মাদারীপুর	+৪	+৩	০
মানিকগঞ্জ	+৩	+৩	+২
শরিয়তপুর	+১	+১	০

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	-২	-১	+২
শেরপুর	-২	০	+৪
জামালপুর	০	+১	+৫
নেত্রকোনা	-৪	-৩	+১

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-১	-২	-৯
কক্সবাজার	+২	০	-১১
খাগড়াছড়ি	-৩	-৩	-৭
রাঙ্গামাটি	-২	-৩	-৯
বান্দরবন	-১	-৩	-১১
কুমিল্লা	-১	-১	-৫
নোয়াখালী	+২	০	-৪
লক্ষীপুর	+২	+১	-৩
চাঁদপুর	+১	+১	-৩
ফেনী	০	-১	-৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-২	-২	-২

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৮	-৭	-৩
সুনামগঞ্জ	-৬	-৫	-২
মৌলভীবাজার	-৭	-৬	-৪
হবিগঞ্জ	+৫	-৪	-৩

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৩	+৪	+৮
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৮	+১১
নাটোর	+৫	+৫	+৭
পাবনা	+৮	+৪	+৬
সিরাজগঞ্জ	+৩	+৩	+৪
বগুড়া	+২	+৩	+৬
নওগাঁ	+৮	+৩	+৯
জয়পুরহাট	+৭	+২	+১০

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	০	+২	+৯
দিনাজপুর	+২	+৪	+১১
গাইবান্ধা	০	+২	+৭
কুড়িগ্রাম	-২	০	+৭
লালমনিরহাট	-২	+১	+১০
নীলফামারী	০	+২	+১১
পঞ্চগড়	০	+৩	+১৩
ঠাকুরগাঁও	+২	+৫	+১৩

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+১০	+৮	+২
বাগেরহাট	+৮	+৫	০
সাতক্ষীরা	+১১	+৯	+২
যশোর	+৭	+৮	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৮	+৮	+৬
ঝিনাইদহ	+৭	+৭	+৪
কুষ্টিয়া	+৭	+৭	+৬
মেহেরপুর	+৮	+৮	+৭
মাগুরা	+৬	+৬	+৩
নড়াইল	+৭	+৬	+২

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	+৪	+৩	-২
পটুয়াখালী	+৬	+৩	-৩
পিরোজপুর	+৭	+৪	-১
ঝালকাঠি	+৮	+৩	০
ভোলা	+৪	+৩	-৪
বরগুনা	+৮	+৪	-২

৫ম বর্ষ
৩য় সংখ্যা
জানুয়ারি - ২০২১
পৌষ-মাঘ ১৪২৭
জুমা. উলা-জুমা. ছানী
১৪৪২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

প্রধান সম্পাদক

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সার্বিক সম্পাদনায়

আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

সার্বিক যোগাযোগ

মাসিক আল-ইতিছাম

- প্রধান সম্পাদক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী; তুবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
- সম্পাদনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৮
- ব্যবস্থাপনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৯
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪১
- ই-মেইল : monthlyalitisam@gmail.com
- ওয়েবসাইট : www.al-itisam.com
- ফেসবুক পেজ : facebook.com/alitisam2016
- ইউটিউব : youtube.com/c/alitisamtv

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

- জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ : ০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮ , ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
- জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী : ০১৭৮৭-০২৫০৬০ , ০১৭২৪-৩৮৪৮৫৫
- জামি'আহর উভয় শাখার জন্য : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ , ০১৭১৭-৯৪৩১৯৬
- জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে : বিকাশ পারসোনাল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

হাদিয়া

২৫/- (পঁচিশ টাকা) মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	ষাণ্মাসিক	বাৎসরিক
সাধারণ ডাক	১৮০/-	৩৬০/-
কুরিয়ার সার্ভিস	৩০০/-	৬০০/-

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- প্রবন্ধ
  - » হজ্জ ও উমরা (পর্ব-৭) ০৩ *-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ*
  - » আক্বীদার ক্ষেত্রে উপমহাদেশীয় আহলেহাদীছ আলেমগণের খিদমত *-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক* ০৫
  - » 'মৃতি বিড়ম্বনার ইসলামি আঙ্গিক' শীষক প্রবন্ধে পর্যালোচনা (পূর্ব প্রকাশিতের পর) *-আহমাদুল্লাহ* ০৮
  - » ইয়াজূজ-মাজূজ ও নাস্তিকদের মাঝে মিল *-সাঈদুর রহমান* ১৩
  - » পোশাক ও বর্তমান পরিস্থিতি : একটি পর্যালোচনা (পূর্ব প্রকাশিতের পর) *-সাজ্জাদ সালাদীন* ১৬
  - » শিল্পের মানবিকতা *-আতিকুর রহমান* ২০
  - » ভ্যালেন্টাইনস ডে : বিশ্ব ভালোবাসা দিবস নাকি বিশ্ব বেহায়া দিবস *-মাক্বছুদুর রহমান* ২৪
- হারামাইনের মিম্বার থেকে
  - » অপরকে কষ্ট দেওয়ার ভয়াবহতা *-অনুবাদ : মুরসালিন বিন আব্দুর রউফ* ২৯
- সাময়িক প্রসঙ্গ
  - » কমান্ডো সিনেমায় ইসলামকে চরম অবমাননা *-জুয়েল রানা* ৩১
- দিশারী
  - » ধূমপান কি হারাম? (পূর্ব প্রকাশিতের পর) *-জাবির হোসেন* ৩৪
- শিক্ষার্থীদের পাতা
  - » গ্রন্থ পরিচিতি-৯ : ছহীহুল বুখারী *-আল-ইতিছাম ডেস্ক* ৩৮
- জামি'আহ পাতা
  - » আল-কুরআনে সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী ও পাখি *-আব্দুর রাযযাক* ৩৯
- কবিতা ৪১
- বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক ৪২
- সওয়াল-জওয়াব ৪৪

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

মুসলিম নির্যাতনের আরেক হাতিয়ার 'লাভ জিহাদ' আইন :

কেবল ইসলামই জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকটি নাগরিকের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পেরেছে। ইসলাম শুধু অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতাই দেয়নি; বরং তাদের সঙ্গে স্বাভাবিক লেনদেন, সৌজন্যবোধ ও উঠা-বসার সুযোগও রেখেছে। কিন্তু তথাকথিত উন্নত সভ্যতার ধ্বজাধারীরা মুখে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বুলি আওড়ালেও ধর্মের খোলসেই তারা মুসলিমদের উপর নানান নির্যাতন-নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া সবখানেই প্রায় একই ছবি দৃশ্যমান।

আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতও এই তালিকার বাইরে নয়; বরং তালিকার শীর্ষের দেশসমূহের অন্যতম। সেখানে মুসলিমদের প্রতি নির্যাতনের ইতিহাস বহু পুরনো। ভারতে যুগের পর যুগ ধরে মুসলিমদের উপর নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। সংখ্যালঘু মুসলিমরা সেখানে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার। ভারতের মুসলিম নেতা তাজুদ্দীন আহমাদ ২০১৯ সালের ২ জুন দেশ পত্রিকায় 'ঊষা-দিশাহারা নিবিড় তিমির আঁকা' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'গো-রক্ষকদের তাণ্ডবে ভারতে কত সংখ্যালঘু মানুষের প্রাণ গেছে তার ইয়ত্তা নেই। আহার নিদ্রার মতো স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে পাবলিক লিঞ্চিং'। ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজুদ্দৌলার পতন থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত মুসলিমদের জীবনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। ১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্তির কিছু পূর্বে পাঞ্জাব অঞ্চলে যে ধর্মীয় দাঙ্গা বাঁধে, তাতে উভয় ধর্মের ২-৫ লক্ষ মানুষ নিহত হয়। পাক-ভারত আলাদা হলেও হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বন্ধ হয়নি। এখনও মুসলিমরা প্রতিনিয়ত নানান বৈষম্য, শারীরিক ও মানসিক নিগ্রহের শিকার হচ্ছেন। ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত হাজার হাজার ছোট-বড় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে। নিহত হয়েছেন হাজার হাজার মুসলিম। ১৯৯২ সালে চরমপন্থি হিন্দুদের আক্রমণে ভারতের বাবরী মসজিদটি ধ্বংস করা হয়। এর ফলে শুধু মুম্বাই ও দিল্লীতে ২০০০ মানুষের প্রাণ যায়। ভারতে বর্তমান বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুসলিম নির্যাতনের পরিমাণ বহুগুণে বেড়ে গেছে। এ সরকারের 'এক দেশ, এক জাতি, এক ধর্ম' দর্শনই গোটা ভারতকে বেসামাল করে তুলেছে। 'জয় শ্রীরাম' ও 'গো মাতা কি জয়' শ্লোগান দিতে মুসলিমদের বাধ্য করা হচ্ছে। এমনকি এর কারণে নির্যাতন ও হত্যা পর্যন্ত করা হচ্ছে। ক্ষমতাসীন বিজেপির ফাদার সংগঠন আরএসএস-এর দর্শন হলো- 'সবার উপর গরু সত্য, তাহার উপর নেই'। তাদের মুখপত্র 'স্বস্তিকা'য় বলা হয়েছে 'ভারতের মুসলমানরা ধর্মের বিধান মেনে যদি গরু জবাই করেন, তাহলে গরু হত্যাকারীকে হত্যা করার অধিকার অন্যদের রয়েছে'। যাদের কাছে মানুষের জীবনের চেয়ে গরুর মূল্য বেশি, তাদেরকে কি মানুষ বলা চলে? পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক মুহাম্মাদ আফরাজুলকে রাজস্থানে পুড়িয়ে মেরে ফেলা, গো-রক্ষকদের তাণ্ডবে পহেলু খান বা উমের খানদের মৃত্যু, হরিয়ানায় কিশোর জুনাইদ খানকে বন্ধুদের সামনেই ছুরিকাঘাত করে ট্রেন থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা, ২০১৮ সালে ৩০ মার্চ মুহাম্মাদ ফরহাদ মালিকের হত্যা- এ জাতীয় বহু ঘটনার নীরব সাক্ষী এখন ভারত। সাথে সিএএ, এনআরসি, ৩৭০ ধারা বিলোপের মাধ্যমে মুসলিমদের বিতাড়ন ও তাদের প্রতি অবিচারের মতো ইস্যু তো রয়েছেই। অথচ ভারতের মুসলিমরা সব সময়ই দেশপ্রেমিক।

বর্তমান এর সাথে যুক্ত হয়েছে 'লাভ জিহাদ' আইন। ভারতে মুসলিম ছেলের সাথে হিন্দু মেয়ের বিয়ে ও ধর্মান্তর ঠেকাতে নতুন এ আইন এনেছে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো। মুসলিমরা পরিকল্পিতভাবে হিন্দু নারীদের বিয়ে করে ধর্মান্তরিত করছে বলে ভারতের কট্টরপন্থি বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ করে আসছিল। বিয়ের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত করার এ প্রক্রিয়াকে 'লাভ জিহাদ' বলে অ্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে। এ আইনে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। হিন্দু-মুসলিম বিয়ে আদৌ ইসলাম সমর্থিত কিনা- তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। এখানকার প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, আইনের নামে এ নব্য হাতিয়ারের মাধ্যমে মুসলিমদের হয়রানি করা হচ্ছে, অযথা তাদের ধরপাকড় করা হচ্ছে। তাদের উপর অত্যাচার-নিপীড়ন চালানো হচ্ছে। 'লাভ জিহাদ' আইন নামকরণের মাধ্যমে ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া 'জিহাদ'কে অবমাননার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। কয়েকটি রাজ্যের হাইকোর্ট এই আইনের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন, বিভাজনের লক্ষ্যেই এই নতুন আইন প্রণয়ন করেছে ভারত সরকার। ভারতের তদন্ত সংস্থাগুলো এবং আদালত 'লাভ জিহাদ' তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করেছে। লাভ জিহাদকে তারা মোদি সরকারের মুসলিম বিরোধী এজেন্ডা বলে আখ্যা দিয়েছে। নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন বলেন, '...এই আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করার জন্য সুপ্রিম কোর্টে মামলা করা উচিত। এটা খুবই বড় বিষয়। ...ফলে এমন আইন সংবিধানকেই অপমান করে'। কিন্তু এতো কিছুকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে আইনটি বাস্তবায়িত হচ্ছে; মুসলিমদের উপর নেমে আসছে জ্বালা-যন্ত্রণা।

(সম্পাদকীয়-এর বাকী অংশ ১২ নং পৃষ্ঠায়)

হজ্জ ও উমরা

-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

(পর্ব-৭)

হজ্জ ও উমরার শর্তসমূহ :

(১) মুসলিম হওয়া : হজ্জ ও উমরা পালনের প্রথম শর্ত হলো মুসলিম হওয়া। কোনো অমুসলিম ব্যক্তি হজ্জ ও উমরা পালন করতে পারবে না। কোনো অমুসলিম হজ্জ ও উমরা পালন করার পর মুসলিম হলে তাকে পুনরায় হজ্জ করতে হবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, বিদায় হজ্জের পূর্বের বছরে কুরবানীর দিন আবূ বকর ছিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লাহু আনহু আমাকে একটি দলের মাঝে পাঠালেন, ঘটনাটি সেই হজ্জ কাফেলায় ঘটেছিল, যার প্রতিনিধি আবূ বকর ছিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, আবূ বকর ছিদ্দীক্ব! তুমি আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বলে দাও যে, সে যেন মানুষ সমাজে ঘোষণা দেয় যে, এ বছরের পরে আর কোনো অমুসলিম হজ্জ করতে পারবে না এবং নগ্ন অবস্থায় বায়তুল্লায় ত্বাওয়াফ করতে পারবে না।[১]

(২) বোধশক্তিসম্পন্ন হওয়া : আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তিন শ্রেণির মানুষের ভুল-ত্রুটি লিপিবদ্ধ করা হয় না- ১. ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ পর্যন্ত ঘুম থেকে না উঠে। ২. অপ্রাপ্ত বয়স্ক, যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং ৩. পাগল, যতক্ষণ পর্যন্ত না পাগলামি থেকে মুক্ত হয়'।[২] এমন ব্যক্তি সামর্থ্যবান হলে পাগলামি ভালো হওয়া বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তাকে হজ্জ করতে হবে।

(৩) প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া : কোনো অপ্রাপ্ত বয়স্কের উপর হজ্জ ও উমরা ফরয নয়। তবে যে ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বয়স্কদের হজ্জ ও উমরা করাবে, সে উক্ত নেকী পাবে। ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা এক মহিলা তার ছোট বাচ্চাকে তুলে ধরে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ বাচ্চার কি হজ্জ হবে? রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। তবে নেকী তোমার জন্য হবে'।[৩] এই হাদীছ প্রমাণ করে হজ্জের জন্য পূর্ণ বয়স হতে হবে। বাল্য অবস্থায় হজ্জ করলে বড় হওয়ার পর সামর্থ্য থাকলে আবার হজ্জ করতে হবে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তোমরা আমার নিকট হতে শিখে নাও, তবে এ কথা বলো না যে, ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, (বরং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন) কোনো কৃতদাসকে যদি তার মালিক হজ্জ করায়, অতঃপর তাকে আযাদ করে দেওয়া হয়, সে সামর্থ্যবান হলে তাকে পুনরায় হজ্জ করতে হবে। কোনো ছোট বাচ্চাকে যদি তার অভিভাবক হজ্জ করায়, অতঃপর সে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে যায় এবং সামর্থ্য থাকে, তাহলে তাকে পুনরায় ফরয হজ্জ পালন করতে হবে।[৪]

(৪) স্বাধীন হওয়া : কোনো কৃতদাস হজ্জ-উমরা পালন করলে তা নফল হবে। পরে কোনো সময় স্বাধীন হলে এবং সামর্থ্য থাকলে তাকে পুনরায় হজ্জ-উমরা পালন করতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তোমরা আমার কাছ থেকে ভালো করে মুখস্থ করে নাও, আর একথা বলো না যে, একথা ইবনু আব্বাস বলেছেন (অর্থাৎ এটা স্বয়ং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা), 'যে দাসকে তার মালিক হজ্জ করালো, অতঃপর সে আযাদ হয়ে গেল, তার উপর পুনরায় হজ্জ ফরয। অনুরূপভাবে যে শিশুকে পরিবারের লোকেরা হজ্জ করালো, বালেগ হওয়ার পর পুনরায় তার উপর প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের মতো হজ্জ ফরয'।[৫]

(৫) শারীরিক ও আর্থিকভাবে সক্ষম হওয়া : আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যারা বায়তুল্লাহর পথ অবলম্বনে সক্ষম তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হজ্জ করা ফরয'।[৬] অতএব, শারীরিক ও আর্থিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির উপর হজ্জ ও উমরা ফরয নয়।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ ، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا ، لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِىَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِى عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের বছর খাছআম গোত্রের এক মহিলা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয় হজ্জ আল্লাহর বান্দাদের উপর ফরয। তবে আমার পিতা অনেক বয়স্ক হওয়ার ফলে বাহনে বসে স্থির থাকতে পারেন না। অতএব, আমি যদি তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করি, তাহলে কি ক্বাযা আদায় হবে? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ।[৭] অনুরূপ কোনো সামর্থ্যবান ব্যক্তি যদি হজ্জ না করেই মারা যায়, তাহলে তার মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পদ দিয়ে তার পক্ষ হতে হজ্জ পালন করতে হবে।

১. ছহীহ বুখারী, হা/১৬২২; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৪৭; মিশকাত, হা/২৫৭৩।
২. আবূ দাঊদ, হা/৪৪০৩, হাদীছ ছহীহ।
৩. তিরমিযী, হা/৯২৪; ইবনে মাজাহ, হা/২৯১০।
৪. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/১৪৮৭৫; বায়হাক্বী, হা/৯৯৫১।
৫. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/১৫১০৫।
৬. আলে ইমরান, ৩/৯৭।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/১৮৫৪; তিরমিযী, হা/৯৩০।

www.al-itisam.com

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّى عَنْهَا

আব্দুল্লাহ ইবনে বুরায়দা রাযিয়াল্লা-হু আনহু তার পিতা হতে বর্ণনা করে বলেন, জনৈকা মহিলা ছাহাবীর মা মারা গেলে তিনি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমার মা মারা গেছেন, কিন্তু তিনি হজ্জ করেন নি, আমি কি তার পক্ষ হতে হজ্জ করতে পারব? নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। তোমার মায়ের পক্ষ হতে তুমি হজ্জ করো।[৮]

(৬) মহিলা হজ্জ পালনকারীর মাহরাম সঙ্গী হওয়া : কোনো মহিলা মাহরাম ব্যতীত সফর করতে পারবে না।[৯] মাহরাম হলো স্বামী এবং ঐ সকল পুরুষ, যাদের সাথে চিরদিনের জন্য বিবাহ হারাম। যেমন রক্ত সূত্রে পিতা, পুত্র, নিজের ভাই, আপন চাচা ও মামা। এ ছাড়াও বোনের ছেলে, ভাইয়ের ছেলে এবং দুধ পানের সূত্রে দুধ পিতা, দুধ পুত্র, দুধ ভাই, দুধ চাচা ও দুধ মামা। বৈবাহিক সূত্রে শ্বশুর, স্বামীর অন্য স্ত্রীর ছেলে, মায়ের দ্বিতীয় স্বামী এবং মেয়ের স্বামী। এছাড়া আর অন্য পুরুষ মাহরাম নয়। তাদের সাথে সফর করা এবং হজ্জ ও উমরা করা বৈধ হবে না। এ অবস্থায় হজ্জের এজেন্ট এবং মহিলা গোনাহগার হবে।

হজ্জ ও উমরার রুকনসমূহ :

হজ্জ কিংবা উমরায় যে সকল কাজ সম্পাদন করা একান্ত জরুরী এবং তা ছুটে গেলে হজ্জ-উমরা বিশুদ্ধ হয় না, সেগুলো হজ্জ-উমরার রুকন বলে।

উমরার রুকন : উমরার রুকন তিনটি। যথা : ১. ইহরাম বাঁধা, ২. ত্বাওয়াফ করা এবং ৩. সা'ঈ করা।

হজ্জের রুকন : হজ্জের রুকন চারটি। যথা : ১. ইহরাম বাঁধা, ২. আরাফায় অবস্থান করা, ৩. ত্বওয়াফে ইফাযা করা এবং ৪. সা'ঈ করা।

রুকনসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :[১০]

ইহরাম বাঁধা : উমরা বা হজ্জের জন্য অন্তরে নিয়্যত করে মুখে 'লাব্বাইকা উমরাতান' অথবা হজ্জের জন্য হলে 'লাব্বাইকা হাজ্জান' বলাকে ইহরাম বাঁধা বলে। অবশ্য হজ্জ ও উমরার ক্ষেত্রে বাক্যগুলো উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করা সুন্নাত। উমরার জন্য নির্ধারিত মীক্বাত (স্থান) হতে ইহরাম বাঁধতে হবে। 'হজ্জে ক্বিরান' ও 'হজ্জে ইফরাদ' এর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মীক্বাত হতে ইহরাম বাঁধতে হবে। আর 'হজ্জে তামাত্তু' হলে যুলহিজ্জার ৮ তারিখে যেখানে অবস্থান করা হয়, সেখান থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে।

ত্বাওয়াফ করা : কা'বা ঘরের চতুর্দিকে সাত চক্কর ঘুরতে হবে। আল্লাহ তাআলা ত্বওয়াফ করার জন্য আদেশ করে বলেন, وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ 'তারা যেন প্রাচীন ঘর কা'বা ঘরের ত্বওয়াফ করে' *(আল-হজ্জ, ২২/২৯)*। এই আয়াতে বুঝা যায়, ত্বওয়াফ হজ্জ ও উমরার জন্য ফরয কাজ। উমরার প্রথম কাজ কা'বা ঘর ত্বওয়াফ করা। উল্লেখ্য যে, হজ্জের জন্য যুলহিজ্জা মাসের ১০ তারিখে যে ত্বওয়াফ করা হয়, তাকে ত্বওয়াফে ইফাযা বা ত্বওয়াফে যিয়ারা বলা হয়।

সা'ঈ করা : সাফা পর্বত হতে মারওয়া পর্বত পর্যন্ত দৌড়ানোকে এক সা'ঈ বলে। এভাবে মারওয়া হতে সাফা আসলে আরেক সা'ঈ হয়। এভাবে সাতবার সা'ঈ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا 'নিশ্চয়ই সাফা এবং মারওয়া পাহাড় আল্লাহর নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। অতএব যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহয় হজ্জ এবং উমরা করবে, তার এই দুই পাহাড় ত্বাওয়াফ করাতে কোনো গুনাহ নেই' *(আল-বাক্বারা, ২/১৫৮)*। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْعَوْا فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ 'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা সাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করো। কেননা সা'ঈ তোমাদের জন্য আল্লাহ ফরয করে দিয়েছেন।[১১] আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা কোনো মানুষের হজ্জ ও উমরা পূর্ণ করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সাফা-মারওয়া সা'ঈ করবে'।[১২] এই হাদীছ প্রমাণ করে, সাফা-মারওয়ার সা'ঈ করা ফরয কাজ।

উল্লিখিত তিনটি রুকন উমরা এবং হজ্জ উভয়ের জন্যই ফরয। তবে হজ্জের জন্য আরও একটি অপরিহার্য রুকন হচ্ছে, আরাফায় অবস্থান করা।

আরাফায় অবস্থান : যুলহিজ্জা মাসের ৯ তারিখে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর হতে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত আরাফার মাঠে অবস্থান করাই মূলত হজ্জ। এটা হজ্জের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয কাজ।[১৩] যথাসময়ে আরাফার মাঠে উপস্থিত হতে না পারলে ফজরের পূর্বে যে কোনো মুহূর্তে অবস্থান করতে পারলেও ফরয আদায় হয়ে যাবে।[১৪]

(চলবে)

৮. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯৭; তিরমিযী, হা/৯২৯।
৯. ছহীহ বুখারী, হা/১৮৬২; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৪১।
১০. বি.দ্র. বিস্তারিত বিবরণ পররর্তীতে আসবে ইনশাআল্লাহ।
১১. দারাকুৎনী, হা/২৬১৬; আহমাদ, হা/২৭৪০৮; ইরওয়াউল গালীল, হা/১০৮৭।
১২. ছহীহ বুখারী, হা/১৭৯০।
১৩. ছহীহ মুসলিম, হা/১২১৮; মিশকাত, হা/২৫৯৩, ২৫৯৫, ২৫৯৬।
১৪. ইবনে মাজাহ, হা/৩০১৫।

আক্বীদার ক্ষেত্রে উপমহাদেশীয় আহলেহাদীছ আলেমগণের খিদমত

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

উপমহাদেশ এমন এক মাটি, যেখানে ভাষা, জাতি ও ধর্মের বিভিন্নতা প্রচুর। এত ভাষা, জাতি ও ধর্মের বৈচিত্র্য সম্বলিত দেশ পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আমি যখন প্রথম ভারত যাই, তখন আমার চাচা মাওলানা আজাদ সালাফী আমাকে বলেছিলেন, 'বাংলাদেশে আলেম হওয়া সহজ কিন্তু ভারতে আলেম হওয়া কঠিন'। আমি বললাম, কেন? তিনি উত্তরে বললেন, 'এখানে আলেম হতে হলে তোমাকে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, জৈন, শিখ, আরিয়া সমাজ, কাদিয়ানী, ব্রেলভী, দেওবন্দী, শীআ, জামাআতে ইসলামী থেকে শুরু করে এমন কোনো ফেরক্বা নেই, যার সাথে মাঠে-ময়দানে লড়াই করে তোমাকে দাওয়াত দিতে হবে না'। দেশ ভাগের আগে একই অবস্থা ছিল পুরো ভারত উপমহাদেশের। এই রকম বৈচিত্র্যময় দেশে যারা সত্যিকার দ্বীনের দাওয়াত দিবেন, তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা স্বাভাবিকভাবেই অন্য মুসলিম দেশগুলোর আলেমগণের তুলনায় বেশি হবে। আজও শীআ ও ক্বাদিয়ানীদের উপর বেশি গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ পাক-ভারতের আলেমগণের হাতেই লেখা।

এই রকম অবস্থা যে দেশের, সে দেশের আহলেহাদীছ আলেমগণ আক্বীদার উপর বই লিখবেন না, তা হতেই পারে না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা আজ মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ সঊদী আরবের অনেক উন্নতমানের বিশ্ববিদ্যালয়ের নেয়ামত পেয়ে এবং সেগুলো থেকে পড়ে আসা যোগ্য দাঈগণের খিদমত পেয়ে সেই সমস্ত মহান মুজাহিদ ও আলেমগণকে ভুলতে বসেছি। যারা যাবতীয় প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত থেকে, পরাধীন এক দেশে মহান আল্লাহর অশেষ দয়ায় ইলমী, জিহাদী আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। এমন সব ইলমের বাগান ও ইলমের ফুল গড়ে তুলেছিলেন, যার নজির বর্তমান সার্বিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাওয়াও অনেকটা দুষ্কর।

আজ ফেলে আসা সেই মহান মনীষীগণের আক্বীদা জগতের একটি অংশ তাওহীদ ও আসমা ওয়াছ ছিফাতের ক্ষেত্রে কী খিদমত শুধু সেই বিষয়টি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করব ইনশা-আল্লাহ। ওমা তাওফীক্বী ইল্লা বিল্লাহ।

ভারতের বর্তমান মারকাযী দারুল উলূম জামিআহ আস-সালাফিয়্যা, বানারাস-এর সাবেক শিক্ষক, ভারত উপমহাদেশে আহলেহাদীছের ইতিহাসের জীবন্ত কিংবদন্তি মাওলানা মুস্তাক্বীম সালাফী রহিমাহুল্লাহ-এর লিখিত গ্রন্থ 'উলামায়ে আহলেহাদীছ হিন্দ আউর উন কী তাছনিফী খিদমাত' গ্রন্থে প্রায় ২০০টি আক্বীদা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের নাম লিখেছেন, যা শুধু ভারতের আলেমগণ আক্বীদার উপর লিখেছেন।

নিম্নে শুধু তাওহীদ ও মহান আল্লাহর আসমা ওয়াছ ছিফাতের উপর লিখিত মৌলিক কিছু গ্রন্থের নাম পেশ করা হলো :

(১) সাবিকাতুয যাহাব আল-ইবরিয মিন বায়ানি হুকমি আকাসিসিল কিতাব আল-আযীয। লেখক : নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী। বিষয় : কুরআন মাজীদে মহান আল্লাহর কালামে বর্ণিত বিভিন্ন নবীর ঘটনাবলিতে তাদের যে উক্তিগুলো মহান আল্লাহ পেশ করেছেন, তা কি হুবহু সেই নবীগণ আলাইহিমুস সালাম-এর উক্তি না সেটার ভাবার্থ? এই বিষয়ের উত্তর এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে।

(২) আল-ইহতিফাল লি বায়ানি মাসআলাতিছ ছিফাত ওয়া খালক্বিল আফআল। লেখক : নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী। বিষয় : এই গ্রন্থে মানুষের কর্মের সৃষ্টিকর্তা কে, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

(৩) আল-ই'তিক্বাদ আছ-ছহীহ। লেখক : শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী। বিষয় : মহান আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলির বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে তিনি মু'তাযিলা, ক্বাদারিয়া ও জাহমিয়াদের উত্তর দিয়েছেন।

(৪) আল-ইনতিকাদ আর-রাজিহ ফী শারহিল ই'তিক্বাদ আছ-ছহীহ। লেখক : নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী। বিষয় : শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভির লেখা আল-ই'তিক্বাদ আছ-ছহীহ -এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ এটি। মহান আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলির বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

(৫) ক্বাছাছুস সাবীল ইলাল কালামি ওয়াত তা'বীল। লেখক : নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী। বিষয় : মহান আল্লাহর কালাম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; এম. এ. (অধ্যয়নরত), উলূমুল হাদীছ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

(৬) অছিয়ত নামা। লেখক : নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী। আক্বীদা ও তাওহীদের সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

(৭) আল-জাওয়ায়িয ওয়াছ ছালাত মিন জামেইল আসামি ওয়াছ ছিফাত। লেখক : মাওলানা নূরুল হাসান কান্নৌজী। বিষয় : মহান আল্লাহর সত্তাগত ও কর্মগত গুণাবলি নিয়ে এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। মু'তাযিলাসহ বিভিন্ন ফেরক্বার যুক্তিখণ্ডন এখানে স্থান পেয়েছে।

(৮) আল-ইনতিহা ফিল ইসতিওয়া। লেখক : নওয়াব অহিদুযযামান হায়দারাবাদী। বিষয় : ইসতিওয়া ও আরশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। জাহমিয়া, মু'তাযিলা, মুতাকাল্লিমীনের যুক্তিখণ্ডন এখানে স্থান পেয়েছে।

(৯) আসমায়ে হুসনা। লেখক : ক্বাযী সুলায়মান মানছুরপুরী। বিষয় : পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত মহান আল্লাহর নামসমূহের ব্যাখ্যা রয়েছে এই গ্রন্থে।

(১০) বাদশাহে মাজাযী ওয়া হাক্বীক্বী। লেখক : মাওলানা ইবরাহীম আরাবী। বিষয় : দুনিয়ার বাদশাহগণের সাথে মহান আল্লাহর বাদশাহীর মুকারানা এবং মহান আল্লাহকে বুঝা, তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার বিভিন্ন পথ ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা রয়েছে এই গ্রন্থে।

(১১) সায়িকুল ইবাদ ইলা সিহহাতিল ই'তিক্বাদ। লেখক : সাইয়িদ আব্দুল বারী সাহসোয়ানী। বিষয় : গ্রন্থটি নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী রাহিমাহুল্লাহ-এর লিখিত আল-ক্বায়িদ ইলাল আক্বায়িদ গ্রন্থের ব্যাখ্যা। আল-ক্বায়িদ ইলাল আক্বায়িদ গ্রন্থটিতে নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলির উপর আলোচনা করেছেন। তারই ব্যাখ্যা করেছেন সাহসোয়ানী রাহিমাহুল্লাহ।

(১২) ইলমে গায়েব কা ফায়ছালা। লেখক : মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী। এই গ্রন্থে মহান আল্লাহই যে একমাত্র গায়েব বা অদৃশ্যের খবর রাখেন, সে বিষয়ে দলীলসহ আলোচনা করেছেন।

(১৩) আল-খায়রুল জারী ফী বায়ানিল ইলমিল মুখতাছ বিল বারী। লেখক : মাওলানা ইবরাহীম মির সিয়ালকোটি। বিষয় : এই গ্রন্থে মহান আল্লাহর জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

(১৪) বুনিয়াদী আক্বায়িদ। লেখক : মাওলানা মুহাম্মাদ দাঊদ রায। বিষয় : মহান আল্লাহর সত্তা, নাম ও গুণাবলির উপর আলোচনা করা হয়েছে।

(১৫) আক্বীদাতু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ ফী মাসআলাতিল ইসতিওয়া ওয়াল মুবায়ানা। লেখক : মাওলানা আব্দুল জাব্বার গযনভী। বিষয় : মহান আল্লাহর আরশের উপর হওয়া ও বান্দাদের সাথে থাকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সম্পর্কিত গ্রন্থ।

(১৬) তাম্বীহু আহলিল ফারাশ বি ইসতিওয়াইল্লাহ আলাল আরশ। লেখক : মাওলানা আব্দুস সাত্তার সদরী। বিষয় : আরশের উপর মহান আল্লাহর সমুন্নত হওয়াকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

(১৭) দালালায়িল হাসতি বারি তাআলা। লেখক : মাওলানা আব্দুর রঊফ ঝান্ডানগরী। বিষয় : রূহসহ বিভিন্ন কঠিন বিষয়, যা আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে ।

(১৮) তরজমাতুল আসমা ওয়াছ ছিফাত লিল বায়হাক্বী। লেখক : মাওলানা উবাইদুল্লাহ হায়দারাবাদী। বিষয় : ইমাম বায়হাক্বীর মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলি বিষয়ক আরবী বইয়ের উর্দূ অনুবাদ এটি।

(১৯) রিসালা ইসতিওয়া আলাল আরশ। লেখক : মাওলানা বদিউযযামান হায়দারাবাদী।

(২০) ইসলাম কি গিয়ারাহবি কিতাব। লেখক : মাওলানা রহীম বখশ। বিষয় : আক্বীদার সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা রয়েছে।

(২১) শারহুল আক্বীদা আল-ওয়াসিতিয়্যাহ। লেখক : প্রফেসর মুহাম্মাদ রফীক খান। বিষয় : শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়্যার লিখিত আল-আক্বীদা আল-ওয়াসিতিয়্যাহ-এর যে ব্যাখ্যাটি শায়খ মুহাম্মাদ খলীল করেছেন, এটি সেই ব্যাখ্যার অনুবাদ।

(২২) ইসলামী আক্বায়িদ ও আল-ইক্বতিছাদ ফী বায়ানিল ই'তিক্বাদ গ্রন্থ দুটির লেখক মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী। বিষয় : আক্বীদার সার্বিক আলোচনা।

(২৩) তরজমাতুল আক্বীদা আল-ওয়াসিতিয়্যাহ। লেখক : মাওলানা আব্দুল জলীল হাযারবী। বিষয় : ইবনু তায়মিয়্যার আল-আক্বীদা আল-ওয়াসিতিয়্যাহ গ্রন্থটির ব্যাখ্যাসহ উর্দূ অনুবাদ।

(২৪) তরজমাতুল অছিয়্যাহ আল-কুবরা। লেখক : আব্দুল জলীল হাযারবী। বিষয় : ইবনু তায়মিয়্যার অছিয়্যাহ কুবরা বইটির উর্দূ অনুবাদ।

(২৫) আক্বায়িদ মুহাম্মাদী। লেখক : মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী। বিষয় : ইমাম আহমাদের লেখা আক্বীদাতু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ বইয়ের উর্দূ অনুবাদ।

(২৬) তাদবীর। লেখক : মাওলানা আলতাফ হুসাইন। বিষয় : তাক্বদীর ক্বাযা ও কাদার নিয়ে আলোচনা রয়েছে।

www.al-itisam.com

(২৭) তাক্বিয়াতুল ঈমান। লেখক : শাহ ইসমাইল শহীদ। বিষয় : তাওহীদের উপর লেখা বিখ্যাত বই।

(২৮) কাতফুছ ছামার ফী আক্বীদাতি আহলিল আছার। লেখক : নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী। বিষয় : সার্বিক আক্বীদার উপর লেখা মৌলিক বই।

এই গেল সামান্য কিছু নমুনা। যারা প্রায় ২০০টি গ্রন্থ সম্পর্কেই জানতে চান, তারা মুস্তাক্বীম সালাফী রহিমাহুল্লাহ-এর লেখা পড়তে পারেন। যদিও আমার মনে হয়েছে মাওলানা মুস্তাক্বীম সালাফী রহিমাহুল্লাহ সম্ভবত শুধু ভারতের আলেমগণের লিখিত গ্রন্থের হিসাব দিয়েছেন তার গ্রন্থে। কেননা পাকিস্তানের বহু আলেমও আক্বীদার উপর বই লিখেছেন, যেমন-

(১) আসমায়ে হুসনার ব্যাখ্যা করে 'তাশরীহুল আসমা ওয়াল হুসনা' নামে গ্রন্থ লিখেছেন, বদীউদ্দীন শাহ রাশেদী।

(২) আহলেহাদীছগণের সার্বিক আক্বীদা উল্লেখ করে 'আক্বীদায়ে আহলেহাদীছ' নামে গ্রন্থ লিখেছেন মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া গোন্দলবী।

(৩) হানাফী ও আহলেহাদীছগণের মধ্যে আক্বীদাগত মতভেদ নিয়ে 'রিসালায়ে হানাফী ওয়া আহলেহাদীছ' নামে গ্রন্থ লিখেছেন মাওলানা মুহাম্মাদ গোন্দলবী।

(৪) তাওহীদে খালেছ। আক্বীদার উপর লিখিত বিস্তারিত গ্রন্থ। লিখেছেন বদীউদ্দীন শাহ রাশেদী।

(৫) কিতাবুত তাওহীদ। বইটি ইমাম ইবনু খুযায়মার লিখিত তাওহীদ বইয়ের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। উক্ত বইয়ের ব্যাখ্যা ও তাহক্বীক্ব লিখেছেন বদীউদ্দীন শাহ রাশেদী।

এছাড়া ভারত ও পাকিস্তানে এমন কিছু আহলেহাদীছ আলেমের জন্ম হয়েছিল, যারা তাদের নিজেদের পুরো জীবনটাই আক্বীদার সংস্কারে ব্যয় করেছেন। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন-

(১) নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী। যার আরবী, উর্দূ ও ফার্সী ভাষায় প্রায় ২০টির কাছাকাছি গ্রন্থে রয়েছে শুধু আক্বীদা বিষয়ক।

(২) শায়খুল কুল ফিল কুল মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলভী। ভারত উপমহাদেশে আক্বীদার বিপ্লবের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনকারী ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন তিনি। অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে চরম প্রতিকূলতার মধ্যে তিনি সঠিক আক্বীদার দাওয়াত আরব-অনারব লাখো ছাত্রের মাঝে পৌঁছে দিয়েছেন।

(৩) মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী। তাকে যদি ইমামু আক্বীদাতিল ইসলাম বলা হয়, ভুল হবে না। এমন কোনো ভ্রান্ত আক্বীদা ভারতের মাটিতে ছিল না, যার বিরুদ্ধে তিনি মুনাযারা, বাহাছ করেননি। তিনি যেমন বাতিল আক্বীদাধারীদের বিরুদ্ধে ইমামুল মুনাযিরীন ছিলেন, ঠিক তেমনি তার লেখনী ও আখবারে আহলেহাদীছ পত্রিকার মাধ্যমেও তিনি আক্বীদার মহাযুদ্ধে যোগ্য নেতৃত্ব দিয়েছেন।

(৪) হাফেয আব্দুল্লাহ রোপড়ী। তার প্রায় ১০টির কাছাকাছি গ্রন্থ রয়েছে শুধু আক্বীদা সংক্রান্ত।

(৫) খত্বীবুল হিন্দ মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী। তারও প্রায় ১০টির কাছাকাছি গ্রন্থ রয়েছে শুধু আক্বীদা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর।

(৬) আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর। শীআ ও কাদিয়ানীদের ভ্রান্ত আক্বীদার বিরুদ্ধে তার কলম ও মুখ ছিল দুধারী তলোয়ারের মতো। তার ইলমী রাদ্দ যে ঘা তৈরি করেছে, বাতিলপন্থিদের হৃদয়ে তা কোনো দিন শুকানোর নয়।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রমাণ করে সঊদী আরবের বর্তমান ইলমী বিপ্লবের পূর্বেও এ দেশের একদল মানুষ সঠিক আক্বীদা ও ইলম লালন করতেন। তারা কুরআন, হাদীছ ও আক্বীদায় বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত অগণিত ইলমী কারনামা আঞ্জাম দিয়েছেন, যা অস্বীকার করা অবিচার হবে। নিকট অতীতে পাক-ভারত ছিল ইলমের মারকায। আরবের অধিকাংশ হাদীছের সিলসিলায়ে সানাদ এখনো ভারতের ওলামা হয়ে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে। এখনো অনেকে উঁচু হাদীছের সনদ শুধুমাত্র পাক-ভারতেই পাওয়া যায়। এমনকি আরব আলেমগণ বর্তমানে যে তাক্বলীদমুক্ত ফিক্বহী উদারতা দেখিয়েছেন, তা অধিকাংশই তারা পাক-ভারতের আহলেহাদীছ আলেমগণের বই থেকে শিখেছেন। আলবানী রহিমাহুল্লাহ-এরও ফিক্বহী স্বাধীনচেতা মনোভাবের পিছনে পাক-ভারতের আহলেহাদীছ আলেমগণের হাত রয়েছে, যা তার বই পড়লেই বুঝা যায়।

অতএব হক্ব, ইলম ও কিবার উলামা নির্দিষ্ট দেশের আলেমের সাথে নির্দিষ্ট নয়। কুরআন, হাদীছ ও আক্বীদার জ্ঞান সারা পৃথিবীর যে কোনো যোগ্য আলেমের নিকট থেকে গ্রহণ করা দরকার। মৌরতানিয়ার মতো দেশের মরুভূমিগুলো যে এখনো ইলমের মারকায, তা আমি মদীনায় আফ্রিকান বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ না হলে বুঝতাম না। শানকিতী নামে যত বড় আলেম আছেন, তারা এই দেশগুলো থেকেই উঠে আসা। মরুভূমির মুহাযারায় তারা এখনো আদি হিফযভিত্তিক ইলমের বিরল চর্চা ধরে রেখেছেন। সুতরাং শুধুমাত্র একটি দেশ ভ্রমণ করে বা একটি দেশের আলেমগণের সম্পর্কে জেনে সারা দুনিয়ার উপর হুকুম আরোপ করা বে-ইনসাফী বৈ কিছুই নয়। ওয়াল্লাহু আ'লামু বিছ ছাওয়াব।

‘মূর্তি বিড়ম্বনার ইসলামি আঙ্গিক শীর্ষক প্রবন্ধের পর্যালোচনা

-আহমাদুল্লাহ*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হাদীছ-৬ : আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, একদা তাকিয়ে দেখেন যে, তাঁর খাটের নিচে একটি কুকুরের বাচ্চা। তিনি বললেন, হে আয়েশা! এটি কখন এখানে প্রবেশ করল? আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি জানি না। তখন রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেটি বের করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং সেটাকে বের করে দেওয়া হলো। অতঃপর জিবরীল (আলাইহিস সালাম) এলেন। তখন রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন, আপনি আমাকে ওয়াদা দিয়েছিলেন। সে মতে আমি বসেছিলাম। কিন্তু আপনি এলেন না। উত্তরে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) বললেন, আপনার ঘরের কুকুর আমাকে বাধা দিয়েছিল। কারণ আমরা ঐ ঘরে প্রবেশ করি না, যেখানে কুকুর অথবা ছবি থাকে’।[১]

উপরিউক্ত হাদীছগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হলো, ছবি, ভাস্কর্য, মূর্তি সবই হারাম। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর একটি হাদীছ গ্রহণ করে তার বাকি হাদীছগুলো বর্জন করার কারণটি বোধগম্য নয়। এছাড়াও এখানে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দয়ার প্রমাণ মেলে। তিনি চাইলে ধমক মেরে খেলতে নিষেধ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি।

৬. হাসান সাহেব লিখেছেন, সহি বুখারির ব্যাখ্যা শুনুন। হাদিসটার ফুটনোটে ‘ফতহুল বারি’র লেখক ইমাম ইবনে হাজার আসকালানীর উদ্ধৃতি: ‘পুতুল ও একই রকম ইমেজ অবৈধ কিন্তু ইহা বৈধ করা হইয়াছিল তখন আয়েশার (রা.) জন্য। কারণ তিনি ছিলেন ছোট বালিকা, তখনও তিনি বয়স্কা হননি’। (ফতহুল বারি, পৃষ্ঠা ১৪৩, ১৩ খণ্ড)

নবী (সা.) পুতুল বৈধ করেছিলেন এটাই আসল কথা। কী কারণে করেছিলেন সেটা ইমামের জানা সম্ভব নয়। কারণ তিনি রাসুলের (সা.) ৮০০ বছর পরের হাজার মাইল দূরে মিসরের লোক, রাসুলের (সা.) সঙ্গে তাঁর দেখাও হয়নি, কথাও হয়নি। ওটা তাঁর ব্যক্তিগত মত মাত্র।

জবাব : হাসান সাহেবের এমন কথা শুনে যে কেউ বুঝবেন যে, এটা তার জ্ঞানের অভাব।

প্রথমত, ইবনে হাজারের কথাগুলো তার নিজের মত নয়; বরং তিনি সকল হাদীছ পর্যালোচনা করেই বলেছেন। আমরা উপরে আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর ৬টি হাদীছ দেখেছি। যেগুলো প্রমাণ করে, আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর পরবর্তী সময়ে পুতুল তো দূরে থাক; ছবিযুক্ত কাপড়ও রাখার অনুমতি পাননি।

দ্বিতীয়ত, ইবনে হাজার (রহিমাহুল্লাহ) ছহীহ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ ‘ফাতহুল বারী’র গ্রন্থের শুরুতে এর সনদ বা সূত্র উল্লেখ করেছেন।[২] এটা মোট ১৪টি বৃহদায়তন খণ্ডে সমাপ্ত শ্রেষ্ঠতম একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ, যা গোটা বিশ্বে ব্যাপক সমাদৃত *আল-হামদুলিল্লাহ*। আগ্রহী পাঠকগণ সনদটি সেখান হতে দেখে নেওয়ার জন্য অনুরোধ রইল। কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় আমরা এখানে তা উল্লেখ করলাম না।

৭. হাসান সাহেব লিখেছেন, তখন কাবার দেয়ালে ৩৬০টি মূর্তি (বুখারি ৩য় খণ্ড – ৬৫৮) ও অনেক ছবির সঙ্গে ছিল হযরত ঈসা (আ.) ও মাতা মেরির ছবিও। উদ্ধৃতি দিচ্ছি, ‘রাসুল (সা.) হযরত ঈসা (আ.) ও মাতা মেরির ছবি বাদে বাকি সব ছবি মুছিয়া ফেলিতে নির্দেশ দিলেন’। (সিরাত (ইবনে হিশাম/ইবনে ইশাক-এর পৃষ্ঠা ৫৫২)

জবাব : **(১)** ইবনু ইসহাকের লেখক মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (রহিমাহুল্লাহ) ১৫১ হিজরীতে মারা গিয়েছেন। তিনি এ ঘটনাটি কীভাবে পেয়েছেন তার কোনো বিশুদ্ধ সূত্র (সনদ) হাসান সাহেব দেননি। অতএব, এটা অপ্রমাণিত একটি ঘটনা। আমাদের হাতে থাকা এই গ্রন্থদ্বয়ে ঘটনাটির কোনো ছহীহ সনদ নেই।

এখানে হাসান সাহেব ‘ইবনে ইশাক’ লিখেছেন। এটাও তার ভুল বানান। কেননা এ নামে কোনো গ্রন্থ নেই। **(২)** ইবনে হিশামের নামও তিনি কোনোরূপ যাচাই-বাছাই ব্যতীত উল্লেখ করেছেন। ইবনে হিশামের মধ্যেও এই ঘটনাটি নেই। তাছাড়া ইবনে হিশামের লেখক ২১৩ হিজরীতে মারা গিয়েছেন। তিনি কীভাবে এটা পেলেন? আশা করি, হাসান সাহেব এর জবাব প্রদান করবেন। সারাংশ হলো, এটা অপ্রমাণিত; বাতিল কথা।

---

* সৈয়দপুর, নীলফামারী।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/২১০৪।

২. ফাতহুল বারী, ১/৫-৭।

www.al-itisam.com

৮. হাসান সাহেব লিখেছেন, ‘দুনিয়ার প্রায় এক চতুর্থাংশ জয় করেছিলেন মুসলিমরা। সবই অমুসলিমের দেশ এবং সেখানেও নিশ্চয়ই অনেক প্রতিমা-ভাস্কর্য ছিল, সেগুলোর তো সবই ভেঙে দেওয়ার কথা। কিন্তু সেখানেও আমরা তেমন দলিল পাই না। ৭১০ সালে হিন্দু রাজা দাহিরের দেশ সিন্ধু জয় করার পর কয়টা মূর্তি ভেঙেছিলেন মুহম্মদ বিন কাশেম? ভাস্কর্য-মূর্তি তো দূরের কথা কোনো প্রতিমাও ভেঙেছেন বলে জানা যায় না’।

জবাব : মুসলিমরা প্রতিমা ভাঙেননি। কারণ তারা অন্য ধর্মের প্রতি সম্মান রাখেন। যখন কোনো অমুসলিম তার ঘরে বা স্বীয় উপাসনালয়ে প্রতিমা, ভাস্কর্য রাখেন, তখন সেটা ভাঙা হারাম। ইসলাম এর কোনো অনুমতি প্রদান করেনি। কিন্তু মুসলিমরা নিজেদের কাছে কখনোই প্রতিমা, ভাস্কর্য বা মূর্তি রাখতে পারবে না। মুসলিমরা ইসলামের হুকুম মানতে বাধ্য, অমুসলিমরা নয়। তবে অমুসলিমরা চাইলে ইসলামের বিধি-নিষেধ পালন করতে পারবেন। এটা তাদের ইচ্ছাধীন।

৯. হাসান সাহেব লিখেছেন, ‘রাসুলের (সা.) অজস্র ছবি স্বচক্ষে দেখতে চাইলে ইরানে চলে যান। দেখবেন দেয়ালে ঝুলানো সুদৃশ্য কার্পেটে আছে মা আমিনার কোলে শিশু নবী (সা.), সাহাবি পরিবেষ্টিত নবীজি (সা.), আসমানে বোরাখে উপবিষ্ট নবীজি (সা.) ইত্যাদি’।

জবাব : প্রথমত, এগুলো নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছবি নয়। সবই পরবর্তীতে বানানো হয়েছে। কোনো ছাহাবী, তাবেঈ এমন কোনো ছবি অঙ্কন করেননি। **দ্বিতীয়ত,** ইরান কোনো দলীল নয় মুসলিমদের জন্য। **তৃতীয়ত,** হাসান সাহেব কীভাবে বুঝলেন যে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছবি এগুলো। আমরা তাকে অনুরোধ করছি, তিনি যেন এটা প্রমাণ করেন যে, এগুলো নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছবি। যদি তিনি প্রমাণ করতে না পারেন, তাহলে যেন প্রকাশ্যে নিজের ভুল স্বীকার করেন এবং এমন ভুল প্রচার হতে বিরত থাকেন।

১০. হাসান সাহেব এরপর লিখেছেন, ‘গুগল করলেই পেয়ে যাবেন– সবই কাল্পনিক ছবি অবশ্য– হাজার বছর ধরে আছে ওগুলো’।

জবাব : যাক তিনি স্বীকার করেছেন যে, এগুলো কাল্পনিক ছবি। কাল্পনিক ছবি দিয়ে তিনি ইসলামের একটি হারামকে হালাল করতে চাইছেন। কী চমৎকার তার গবেষণা! আর একটি কথা হলো যে, গুগল কোনো দলীল নয়। দলীল হলো কুরআন-হাদীছ। কেউ যদি কুরআন-হাদীছের নামে ভুল তথ্য গুগলে দিয়ে দেয়, তাহলে তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে না।

১১. তিনি লিখেছেন, ‘এবারে সাম্প্রতিক কাল। ছবি তো ছবি, নবীজির (সা.) আট ফুট উঁচু, ১০০০ পাউণ্ড ওজনের মার্বেল পাথরের ভাস্কর্যও ছিল দীর্ঘ ৫৩ বছর। ১৯০২ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ২৫ নং স্ট্রিট ম্যাডিসন এভিনিউতে অবস্থিত ম্যাডিসন পার্কের মুখোমুখি নিউইয়র্ক আপিল বিভাগের কোর্ট দালানের ছাদে। ইতিহাসের আরও নয়জন আইনদাতাদের সঙ্গে নবীজির (সা.) আট ফুট উঁচু মার্বেল পাথরের ভাস্কর্যও রাখা ছিল সসম্মানে’।

জবাব : হাস্যকর যুক্তি দেখিয়ে তিনি নিজের অজ্ঞতাকে যাহির করছেন বারবার। যারা এই ভাস্কর্য বানিয়েছেন, তারা কারা? ইসলামী স্কলারগণ তাদের এই অপকর্মকে সমর্থন করেননি। কেউ পরবর্তীতে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভাস্কর্য বানালেই সেটা হালাল হয়ে যাবে না। যেখানে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জীবদ্দশায় এমন কিছু বানাতে অনুমতি দেননি, সেখানে তাঁর পরে কোনো ব্যক্তি যদি এমনটি করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না; নিশ্চিতরূপে হবে না।

১২. তিনি আরও বলেছেন, গুগলে ‘এ স্ট্যাচু অব মুহাম্মদ’ সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন। মুসলিম সমাজ ও দেশগুলোর অনুরোধের প্রেক্ষিতে ওটা সরানো হয়েছে।

জবাব : গুগলে পাওয়ার দরকার নেই; বরং কুরআন এবং হাদীছই আমাদের জন্য যথেষ্ট। মজার বিষয় হলো, লেখক সাহেব এখানে স্বীকার করেছেন যে, মুসলিম সমাজ এবং দেশগুলোর অনুরোধের প্রেক্ষিতে সেটা সরানো হয়েছে। প্রশ্ন হলো, যদি ইসলামে এটা বৈধ হয়েই থাকে, তবে মুসলিম সমাজ এবং ইসলামী দেশগুলো এটা সরাতে বলবেন কেন?

১৩. হাসান সাহেব স্বীয় অজ্ঞতা যাহির করে বলেছেন, ‘হাঙ্গামা করার আগে বাংলাদেশের ইমামদের ভেবে দেখা দরকার কেন মধ্যপ্রাচ্যের ইমামেরা ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে নন। সৌদি আরবেও বহু ভাস্কর্য আছে। গুগল করুন ‘স্ট্যাচু ইন মুসলিম ওয়ার্ল্ড’ কিংবা ‘স্ট্যাচু ইন সৌদি আরব’– রাস্তার মোড়ে মোড়ে উটের, কবজি থেকে হাতের আঙুলের, মুসলিম বীরদের এবং আরও কত ভাস্কর্য। সেখানকার মওলানারা জানেন কোরান ও রাসুল (সা.) সুস্পষ্টভাবে প্রতিমাকে নিষিদ্ধ করে মূর্তি ও ভাস্কর্যকে বৈধ করেছেন। তাই তাঁরা মুসলিম বিশ্বে অজস্র মূর্তি ও ভাস্কর্যকে অস্বীকৃতি জানাননি’।

জবাব : সঊদী আরবের আলেমগণ এগুলোর চরমবিরোধী। তারা এগুলোর হারাম হওয়া সম্পর্কে ফতওয়াও প্রদান করেছেন একাধিকবার। সঊদীতে থাকলেই সেটি হালাল হয়ে যায় না।

সঊদীতে দাড়ি মুণ্ডনকারী লোকের অভাব নেই। তার মানে এই না যে, সেখানকার আলেমগণ দাড়ি মুণ্ডন করাকে হালাল বলেছেন। বরং বাস্তবতা এই যে, তারা দাড়ি মুণ্ডন করাকে সরাসরি হারাম বলেছেন। এছাড়াও সেখানে এমন অসংখ্য মানুষ আছেন, যারা টাখনুর নিচে স্বীয় প্যান্ট-পায়জামা ঝুলিয়ে রাখেন। তার মানে এই না যে, সেখানকার আলেমগণ এটাকে জায়েয বলেছেন। বরং সেখানকার আলেমগণ এর হারাম হওয়া সম্পর্কে বারবার জনগণকে সর্তক করে আসছেন। আমাদের দলীল হলো কুরআন এবং সুন্নাহ। সঊদী আরব বা কোনো দেশ বা কোনো গোষ্ঠী মুসলিমের জন্য দলীল নয়। তাছাড়া সেখানে আদৌ প্রাণীর ভাস্কর্য আছে কিনা লেখক হলফ করে বলতে পারবেন কি?

সঊদী আরবে আরও অনেক কিছুই রয়েছে। লেখক কি সেগুলো মানবেন? যেমন (১) সেখানে নারীকে সর্বোচ্চ ক্ষমতায় বসানো হয় না। (২) সেখানে গণতন্ত্র নেই। বরং রাজতন্ত্র আছে। এখন সম্মানিত লেখক কি রাজতন্ত্রকে গ্রহণ করবেন? কিংবা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কোনো পুরুষকে নিয়োগ দিতে বলবেন?

১৪. হাসান সাহেব লিখেছেন, এবারে কোরান। কোরানে সুস্পষ্ট বলা আছে: (ক.) মূর্তিপূজা শয়তানের কাজ (মায়েদা ৯০) এবং (খ.) 'এই মূর্তিগুলো কী, যাদের তোমরা পূজারী হয়ে বসে আছ?' (আম্বিয়া ৫২)।

জবাব : কুরআনের ব্যাখ্যা বুঝতে হলে নবীর শরণাপন্ন হতে হয়। কেননা নবী ﷺ প্রতিটি আয়াতের ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন দীর্ঘ ২৩ বছর যাবৎ। তিনি হাতে কলমে প্রতিটি আয়াতে তার ছাহাবীগণকে শিক্ষা দিয়েছেন। এখানে তিনি দুটি আয়াত উপস্থাপন করেছেন। প্রথমটি হলো সূরা আল-মায়েদার ৯০ নং আয়াত। এখানে الْأَنْصَابُ শব্দটি আছে। অর্থ : 'প্রতিমা, মূর্তি' ইত্যাদি।[৩] তাহলে হাসান সাহেবের দেওয়া আয়াতটিতে এর প্রমাণ আছে যে, প্রতিমা, মূর্তি নিষিদ্ধ। আর হাসান সাহেব এখানে ভাস্কর্য এবং মূর্তিকে সমার্থক ধরেছেন। যেমন তিনি লিখেছেন, আরাধনা করলে সেটা হয় প্রতিমা আর না করলে হয় ভাস্কর্য (মূর্তি)। ইসলাম প্রতিমার বিরুদ্ধে, ভাস্কর্য ও মূর্তির বিরুদ্ধে নয়। ইসলাম ভাস্কর্য এবং মূর্তির বিরুদ্ধে নয়- এই কথাটিকে তিনি নিজেই খণ্ডন করেছেন। কেননা তার দেওয়া সূরা মায়েদার ৯০ নং আয়াতটিতে প্রতিমা, মূর্তি সবই শয়তানের কাজ বলে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

হাসান সাহেবের দেওয়া পরের আয়াতটি কিন্তু এটা প্রমাণ করছে না যে, অনর্থক মূর্তি বানানো যাবে। কাজেই এটি কোনো দলীল নয় ভাস্কর্য বানানোর পক্ষে। বরং এখানে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম -এর একটি ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে এটা বলা হয়েছে।

১৫. হাসান সাহেব লিখেছেন, এখানে আমরা অবাক হয়ে দেখব কোরান সুস্পষ্ট ভাষায় ভাস্কর্যের অনুমতি দেয়। উদ্ধৃতি: 'তারা সোলায়মানের (আ.) ইচ্ছানুযায়ী দূর্গ, ভাস্কর্য, হাউযসদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত'। (সুরা সাবা, আয়াত ১৩)

জবাব : প্রথমত, আমরা মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর শরীআত পালন করতে বাধ্য। তার পূর্বের কোনো নবীর আদেশ-নিষেধ আমাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। তাদের শরী'আতের যেসব ব্যাপারে আমাদের শরী'আত অনুমোদন দেবে, সেগুলো আমরা গ্রহণ করব। আর যেগুলো আমাদের শরী'আত সমর্থন করবে না, সেগুলো আমরা প্রত্যাখ্যান করব। তাছাড়া তারা একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য এসেছিলেন। তবে তাদেরকে নবী-রাসূল হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা, যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা আমাদের জন্য ফরয। **দ্বিতীয়ত,** এখানে যে শব্দটির অর্থে 'ভাস্কর্য' করা হয়েছে, সেটির আরবী হল وَتَمَاثِيلَ সঊদী আরব হতে প্রকাশিত এবং পরিবেশিত তাফসীরে বলা হয়েছে, 'এর অর্থ, ছবি, নকশা, আকৃতি। প্রাণী ব্যতীত অন্য বস্তুসমূহের ছবি বানানো হতো। কতিপয় বলেছেন যে, নবীগণ, সৎ ব্যক্তিদের ছবিসমূহ বানিয়ে মসজিদে রাখা হতো। যেন তাদেরকে দেখে লোকেরাও ইবাদাত করেন। এই মর্মটি তখনই বিশুদ্ধ হবে যখন এটা স্বীকার করা হবে যে, সুলায়মান আলাইহিস সালাম -এর শরীআতের মধ্যে প্রাণীর ছবি বানানোর অনুমতি ছিল, যা বিশুদ্ধ (প্রমাণিত) নয়। তদুপরি ইসলামে অত্যন্ত কঠোরতার সাথে এর নিষেধাজ্ঞা তো রয়েছেই'।[৪]

কাজেই এটা দলীল নয় ভাস্কর্য রাখার পক্ষে। ব্যাখ্যা না বুঝেই স্রেফ অনুবাদ দেখেই কুরআনের মর্ম বুঝার চেষ্টা করাও এক প্রকারের গোমরাহী। আমাদেরকে কুরআনে কারীমের প্রতিটি আয়াতের অনুবাদ করার সময়ে ব্যাখ্যার দ্বারস্থ হতে হবে, যেন বিষয়টি বিশুদ্ধভাবে প্রতীয়মান হয়।

৩. আল-মুজামুল ওয়াফী, পৃ. ১০৬৯।

৪. আল-মুজামুল ওয়াফী, পৃ. ১২০২।

১৬. হাসান সাহেব লিখেছেন, ‘তাই হয়তো অতীত বর্তমানের কিছু ইমাম সরাসরি মূর্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, প্রতিমা ও ভাস্কর্যের পার্থক্য উপেক্ষা করছেন’।

জবাব : তিনি এখানে ইমাম বলতে কাদেরকে বুঝিয়েছেন? নাম এবং তাদের অবদানসহ উল্লেখ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হতো। মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তার ছাহাবীগণ হতে বর্ণিত হাদীছ মানতে মুসলিমরা বাধ্য। কোনো ইমামের ব্যক্তিগত মতামত ভুলও হতে পারে। যদি কোনো ইমামের কোনো ফৎওয়া কুরআন এবং হাদীছের সাথে মিলে যায়, তবে মানতে হবে নতুবা বাতিল হবে।

১৭. তিনি শেষের দিকে লিখেছেন, ‘ইমামেরা প্রতিমার বিরুদ্ধে বলুন অসুবিধা নেই, কিন্তু ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে সেটা কোরান-রাসুলের (সা.) বিরুদ্ধে দাঁড়ানো হয় কি না, তাঁরা ভেবে দেখতে পারেন’।

জবাব : আল-হামদুলিল্লাহ, আমরা ভেবে দেখেছি এবং প্রমাণসহ বিষয়টির হারাম হওয়া উল্লেখ করেছি। তাছাড়াও লেখক নিজেই সূরা মায়েদার ৯০ নং আয়াত দিয়ে মূর্তি, প্রতিমাকে শয়তানের কাজ বলে নিজের দাবীকে খণ্ডন করেছেন। এরপরও কেন মানতে অসুবিধা হচ্ছে তা বোধগম্য নয়। সম্মানিত লেখককে আমরা আবারও ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ করছি। মুহতারাম লেখকের বক্তব্যের পর্যালোচনা এখানেই শেষ।

ছবি, মূর্তি, ভাস্কর্য, প্রতিমা নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল :

দলীল-১ : ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে বলেছেন, ‘হে আমার পালনকর্তা, এ শহর (মক্কা)-কে তুমি শান্তিময় করো এবং আমাকে ও আমার সন্তানদের তুমি মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখো! এই মূর্তিগুলো বহু মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব যে আমার অনুসারী হবে, সে আমার দলভুক্ত। আর যে আমার অবাধ্য হবে, নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল, দয়াবান’ *(ইবরাহীম ১৪/৩৫-৩৬)*।

দলীল-২ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ ‘নিশ্চয়ই ছবি প্রস্তুতকারীরা আল্লাহর নিকটে সর্বাধিক শাস্তিপ্রাপ্ত হবে’।[৫] যাবতীয় ছবি, ভাস্কর্য, প্রতিমা, মূর্তি এই হাদীছে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যে কোনো উদ্দ্যেশেই নির্মিত হোক না কেন তা হারাম।

দলীল-৩ : আবূ তালহা আনছারী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘ঐ ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না, যে ঘরে কুকুর বা (প্রাণীর) ছবি থাকে’।[৬] এ বিধানের মধ্যে ঐসব ফেরেশতা অন্তর্ভুক্ত নন, যারা মানুষের দৈনন্দিন আমলের হিসাব লিখেন কিংবা মানুষের হেফাযতে নিয়োজিত থাকেন অথবা বান্দার রূহ ক্বব্য করার জন্য আসেন। অনুরূপভাবে শিকারী কুকুর, ফসল ও বাড়ি পাহারা দেওয়ার কুকুর, যুদ্ধ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত কুকুর উক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৭]

দলীল-৪ : আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ‘এইসব ছবি প্রস্তুতকারীগণ কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি পাবে। আর তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা সৃষ্টি করেছিলে, তাতে জীবন দাও’।[৮]

দলীল-৫ : আবূ জুহায়ফা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ المُصَوِّرَ ‘রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন রক্ত বিক্রয় করে তার মূল্য নিতে, কুকুর বিক্রয়ের মূল্য নিতে, যৌন উপার্জন নিতে এবং তিনি লা‘নত করেছেন সূদ গ্রহীতা, সূদ দাতা, (হাতে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে) উল্কিকারিণী ও উল্কি প্রার্থিনী মহিলা এবং ছবি অঙ্কন বা প্রস্তুতকারী ব্যক্তির উপরে’।[৯]

মাথাবিহীন ছবির হুকুম : প্রাণীর মাথাবিশিষ্ট ছবি সর্বাবস্থায় হারাম। তবে মাথাবিহীন ছবি রাখা হারাম নয়।[১০] উল্লেখ্য, পাসপোর্ট, ভিসা, আইডেন্টিটি কার্ড, লাইসেন্স, প্রবেশপত্র, আসামী ধরা, গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড রাখার জন্য ইত্যাদি বাধ্যগত ও জরুরী কারণে ছবি তোলা যাবে।

ছবি-মূর্তির অপকারিতা : (১) ছবি-মূর্তি শিরকের বাহন। তাই এগুলো থেকে বিরত থাকা ফরয। (২) এগুলো তৈরিতে কোটি কোটি টাকা নষ্ট হয়, যার সবই জনগণের কষ্টার্জিত উপার্জন হতে ব্যয় হয়।

৫. ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৫০।
৬. ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৪৯।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/৫৪৮১, ৩৩২৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৭৪, ১৫৭১; মিশকাত, হা/৪০৯৮, ৪১০১।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/৭৫৫৭।
৯. ছহীহ বুখারী, হা/২২৩৮।
১০. তিরমিযী, হা/২৮০৬।

জহূরীর মন্তব্য : বিখ্যাত লেখক জহূরী রাহিমাহুল্লাহ মূর্তি ও ভাস্কর্য সম্পর্কে অত্যন্ত চমকপ্রদ আলোচনা রেখেছেন। তিনি বলেন, 'মূর্তি বা ভাস্কর্য গড়ার কলাকৌশল একই। মূর্তি নামে যা গড়া হয়, তার মধ্যে মুখ্য থাকে ধর্মীয় মনোযোগ আর বিশ্বাস। আর ভাস্কর্য গড়ার ক্ষেত্রে ধর্মীয় মনোযোগ বা বিশ্বাস মুখ্য থাকে না বটে, কিন্তু একেবারে যে বাদ যায় তাও বলা যায় না। ভাস্কর্যে যখন ভাস্করের বা বিশেষ মহলের অথবা উদ্যোক্তাদের প্রিয় ব্যক্তির প্রতিকৃতি খোদাই হয়ে দর্শকদের সামনে ভাসে আর তাতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়, তখন আর একে ভাস্কর্য বলা যায় না, সেটা মূর্তি হয়ে যায়। এমনকি যে ছবির ফ্রেমের উপর তারকাটা বসিয়ে জন্ম ও মৃত্যু দিবসে ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়, সে ছবিটিও মূর্তির চরিত্র ধারণ করে। আমরা সাধারণত জানি, দেব-দেবীর মূর্তি হয়। কিন্তু শত শত বছর ধরে এ ধারণাও প্রত্যাখ্যাত। কারণ একটাই, আর তা হচ্ছে, দেব-দেবীদের অস্তিত্ব আছে কি-না সে বিতর্কে না গিয়েও বলা যায়, কেউ কি কখনো দেব-দেবীদের দেখেছেন? কেউ দেখেননি। কোনো শিল্পীর নযরে তাদের ছায়াও পড়েনি। এখন প্রশ্ন, তাহলে তাদের চেহারা একমাত্র কল্পনায় রূপ দেওয়া ছাড়া কি সম্ভব? সুতরাং বলা যায়, কাল্পনিক হোক বা বাস্তব হোক, সবই মূর্তি। আর এ মূর্তিগুলোর অধিকাংশেরই নতুন নামকরণ হয়েছে ভাস্কর্য। নর্তকীর নতুন নাম যেমন নৃত্যশিল্পী'।[১১]

উপসংহার :

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, ছবি, প্রতিমা, মূর্তি, ভাস্কর্য ইত্যাদি সবই একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। এখানে ভুল বুঝার কিছু নেই। পাঠকদের অনুরোধ করব নিরপেক্ষ মানসিকতা নিয়ে বিষয়টি অধ্যয়ন ও অনুধাবন করার জন্য।

১১. জহূরী, অপসংস্কৃতির বিভীষিকা, ২/৩৪।

সম্পাদকীয়-এর বাকী অংশ

৮ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মাদ বিন কাসেমের নেতৃত্বে আরব মুসলিমরা বর্তমান পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশ জয় করেন। সিন্ধু উমাইয়া খিলাফতের পূর্বাঞ্চলের প্রদেশে পরিণত হয়। ১০ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে গযনীর সুলতান মাহমূদ পাঞ্জাবকে গযনী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। সুলতান মাহমূদ বর্তমান ভারত ভূখণ্ডের বিভিন্ন স্থানে ১৭ বার অভিযান চালান। তবে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আরও সফলভাবে ভারতে অভিযান চালান মুহাম্মাদ ঘূরী। তার অভিযানের ফলে ১১৯২ সালে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিন্দুরাজা পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করে ভারতে স্থায়ী মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন হয়। এখানে মুসলিম শাসন প্রায় ৭০০ বছর স্থায়ী হয়। মুসলিমরা তাদের সময়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আমেরিকার প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী ও ভাষাতাত্ত্বিক অধ্যাপক শেলডন পোলকের মতে, 'মুসলিম শাসকরা জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করলে বর্তমান ভারতে একজনও হিন্দু থাকত না'। বর্তমান মুসলিমদের বিভিন্ন স্থাপনা, ঐতিহাসিক নিদর্শন, মুসলিম নাম, সংস্কৃতি আজও সেই দীর্ঘদিনের গৌরবোজ্জ্বল শাসন ও ঐতিহ্যের সাক্ষী হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। যদিও সেখানে বিজেপি সরকারের রক্তচক্ষু পড়েছে; কিছু কিছু ঐতিহ্যের নাম-নিশানা মুছে ফেলার অপপ্রয়াস চলছে।

আজ ঘুমন্ত মুসলিমকে ওরাই জাগিয়ে তুলছে। ওরা আবারও মুসলিমদের হাতে ভারতবর্ষের পতাকা পতপত করে উড়ানোর পথ তৈরি করে দিচ্ছে। অত্যাচার যতই বাড়বে, মুহাম্মাদ বিন কাসেমের আগমন ঘণ্টা ততই বেজে উঠবে। মহান আল্লাহ ভারতের মাটিতে পুনরায় ইসলামের পতাকা উড্ডীন করে একটি শান্তি ও নিরাপত্তার ঈমানী সমাজ উপহার দিন। আমীন!

ইয়াজূজ-মাজূজ ও নাস্তিকদের মাঝে মিল

-সাঈদুর রহমান*

মানব জাতি ইসলামের বিধি-বিধান পালন করে চিরসুখের ও আরাম-আয়েশের স্থান জান্নাতের অধিবাসী হোক এটাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ চান। পক্ষান্তরে, শয়তান চায় মানুষ তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভয়াবহ কষ্টদায়ক স্থান জাহান্নামের অধিবাসী হোক। কারণ সে তো মানুষের বিরোধী ও প্রকাশ্য শত্রু। হ্যাঁ, সে বিরোধীই! আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম -কে প্ররোচিত করে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করানোর মধ্য দিয়ে তার বিরোধিতার সূত্রপাত হয়। যুগে যুগে মানুষকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ধোঁকা দিয়ে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে সে। সে কখনো ধরেছে নায়কের রূপ আবার কখনো-বা ধরেছে গায়কের রূপ আবার কখনো ধরেছে পীর, ফকির ও দরবেশের রূপ। কারণ সে তো মানুষের গতিবিধি লক্ষ্য করে তাদের চালচলনে। সে মানুষের শিরা-উপশিরায় বিচরণ করতে পারে। সে এই শক্তি মহাপ্রলয় অবধি আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এসেছে। উদ্দেশ্য শুধু একটিই আর তা হচ্ছে 'মানুষকে বিপথগামী করা'। বর্তমানে শয়তান নব উদ্দীপনা নিয়ে মানুষের পিছনে লেগেছে; নাস্তিকতার চাদরে আবৃত হয়ে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রে আপতিত হয়েছে। আর তার কাজগুলো আঞ্জাম দিচ্ছে ইসলাম বিদ্বেষী মানুষরূপী কিছু শয়তান ও মিডিয়া। যেহেতু ইয়াজূজ-মাজূজ পৃথিবীর বিপর্যয় ঘটাবে আর নাস্তিকরা বর্তমানে মানবতার বিপর্যয় সৃষ্টি করছে, সেহেতু এই দিকে মিল রেখে বিষয়ের নাম চয়ন করা হয়েছে 'ইয়াজূজ-মাজূজ ও নাস্তিকদের মাঝে মিল'।

নাস্তিক পরিচিতি : যারা আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তা বলতে একজন আছেন, তা বিশ্বাস করে না; মনে করে পৃথিবী নিজ থেকে অস্তিত্বে এসেছে আবার নিজ থেকে ধ্বংস হয়ে যাবে। পুনরুত্থান, জান্নাত-জাহান্নাম প্রভৃতি গায়েবী বিষয়গুলো অস্বীকার করে এবং যা চোখে দেখা যায়, তা বিশ্বাস করে আর যা দেখে যায় না, তা বিশ্বাস করে না- এরূপ বিশ্বাস পোষণকারীরাই নাস্তিক। সারা বিশ্বে যারা নিজেদের নাস্তিক বলে বুলি আওড়িয়ে থাকে তারা মূলত নাস্তিক না; বরং তারা ইসলাম বিদ্বেষী। নাস্তিকতার আড়ালে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরোধিতা করাই তাদের মূল লক্ষ্য। কখনো কি তাদের মুখ থেকে বিদ্যমান বিকৃত অন্যান্য ধর্মের সমালোচনা শুনেছেন? তাদের সমালোচনার বিষয় একটাই, তা হলো 'ইসলাম'।

ইয়াজূজ-মাজূজ পরিচিতি : চারজন বাদশাহ ব্যতীত কোনো বাদশাহই সারা পৃথিবী শাসন করেনি। মুসলিমদের থেকে দুইজন: সোলায়মান ও যুলকারনায়ন আলাইহিমাস সালাম আর খ্রিষ্টানদের থেকে দুইজন: নমরূদ ও বুখতে নাসর। যুলকারনাইন একদা কোনো এক এলাকায় যান। ঐ এলাকার অধিবাসীরা তাঁর কাছে অভিযোগ করে যে, আমাদের এলাকায় দুটি দল বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তাই আমাদের জন্য একটা ব্যবস্থা করুন। ঐ দলদ্বয়কে প্রতিরোধকল্পে তখন তিনি গিরিপথের মাঝে সীসাঢালা প্রাচীর নির্মাণ করেন। এই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী দলই হলো ইয়াজূজ-মাজূজ।

উৎপত্তি : আমরা জানি নূহ আলাইহিস সালাম -এর চারজন পুত্র সন্তান ছিলেন। তারা হলেন- কেনান, হাম, সাম ও ইয়াফেস। এর মাঝে কেনান প্লাবনের সময় কাফের অবস্থায় মারা যায়। আর বাকি তিন পুত্র মুসলিম অবস্থায় নূহ আলাইহিস সালাম -এর সাথে ছিল। এদের মাঝে সামের বংশ থেকে এসেছে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আর ইবরাহীম থেকে ইসমাঈল আলাইহিস সালাম এবং ইসমাঈল আলাইহিস সালাম -এর বংশধর হতে এসেছেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ। আর ইয়াফেসের বংশ থেকে এসেছে ইয়াজূজ-মাজূজ ও ইউনান অর্থাৎ গ্রীক দার্শনিকরা, যারা পরবর্তীতে মনে করত যে, আল্লাহ বা স্রষ্টা বলতে কোনো কিছু নেই, পৃথিবী নিজ থেকে অস্তিত্বে এসেছে আবার নিজ থেকে বিলীন হয়ে যাবে।[১] তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে, ইয়াজূজ-মাজূজ ও নাস্তিকদের বংশ একই এবং তারা একই সূত্রে গাঁথা।

ক্রমবিকাশ : ইয়াজূজ ও মাজূজ দুটি সম্প্রদায়। রাসূল ﷺ যখন হাদীছ বর্ণনা করেন, তখন তাদের দুই দলে ৪ লক্ষ করে মোট ৮ লক্ষ লোক ছিল। তাদের মাঝে প্রত্যেক পুরুষ এমন ১ হাজার সন্তান জন্ম দিয়ে মৃত্যুবরণ করে, যারা যুদ্ধের উপযুক্ত। তারা তাদের মৃত লাশগুলোকে ভক্ষণ করে ফেলে এবং তারা তাদের ভাই-বোন, মা ও মেয়ের সাথেও ব্যভিচার ও বলাৎকারে

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারী, 'ইয়াজুজ ও মাজুজ' অধ্যায়, হা/৩৩৪৬

লিপ্ত হয়। অর্থাৎ তাদের মাঝে কোনো বাছ-বিচার নেই। বর্তমানে তাদের সংখ্যা কত হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।[২] বিভিন্ন যুগে নাস্তিক আগমন করেছে; কিন্তু ইয়াজূজ-মাজুজের মতো সংখ্যায় এতো বেশি হতে পারেনি। ঈসা আলাইহিস সালাম-এর পূর্বে নাস্তিক ছিল এরিস্টটল, প্লেটো ও সক্রেটিস। তারপর ডারউইন, কালমার্কস ও সর্বশেষ লেনিন। এই ক্রমধারায় বর্তমানেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অসংখ্য নাস্তিক রয়েছে। বাংলাদেশের উর্ধ্বতন বড় বড় কর্মকর্তাদের মাঝে নাস্তিক রয়েছে, যারা তাদের অসৎ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। উদ্ভট কথা বলে সাধারণ মানুষের মস্তিষ্ক ধোলাই করে, তাদের বিপদগামী করছে। আল্লাহ ও রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ থেকে মানুষকে বিমুখ করছে।

উদ্দেশ্য : আল্লাহ তাআলা বলেন, قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ‘তারা বলল, হে যুলকারনাইন! নিশ্চয় ইয়াজূজ ও মাজূজ পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে’ *(আল-কাহফ, ১৮/৯৪)*।

আমরা জানি, ইয়াজূজ-মাজূজ দাজ্জালের পরে এসে সারা পৃথিবীতে ফেতনা-ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। আর বর্তমানে নাস্তিকদের উদ্দেশ্যও তাই। অর্থাৎ ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা। ইয়াজূজ-মাজূজ যেমন হালাল-হারামের তোয়াক্কা করে না, অনুরূপ নাস্তিকরাও কোনো কিছুর তোয়াক্কা করে না। শূকর, কুকুর থেকে শুরু করে সব হিংস্র জন্তু ভক্ষণ তারা বৈধ মনে করে। সূদ, ঘুষ, পতিতাবৃত্তি তাদের নিকট হালাল উপার্জন। ইয়াজূজ-মাজূজ যেমন মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সবার সাথে ব্যভিচার ও বলাৎকার করতে দ্বিধা করে না, অনুরূপ নাস্তিকরাও দ্বিধা করে না। অনেকেই হয়তো পত্রিকাতে পড়েছেন যে, ভারতে বলাৎকার বৈধতাকরণে হাইকোর্টে আপিল করেছে নাস্তিকরা; শেষ পর্যন্ত হাইকোর্ট এর অনুমোদন দিতে পর্যন্ত বাধ্য হয়েছে।[৩] নারী অধিকার ও স্বাধীনতার নামে তারা নারীদের সুকৌশলে উলঙ্গ-অর্ধোলঙ্গ করছে; নামিয়েছে তাদের রাস্তাঘাটে। যার কারণে অহরহ শোনা যাচ্ছে নারী ধর্ষণের অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা। নাস্তিকরা এই কাজগুলো সুনিপুণভাবে বিভিন্ন মহলে করছে। নিম্নে কয়েকটি স্থান উল্লেখ করা হলো :

(১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আছে অনেক নাস্তিক শিক্ষক। ক্লাসে ঢুকেই এই নাস্তিকরা শুরু করে ইসলাম বিদ্বেষী প্রচারণা। ইসলামের অনেক ইস্যু নিয়ে সমালোচনার ঝড় তুলে। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষার্থী কুরআন ও হাদীছের যথার্থ জ্ঞান রাখে না, সেহেতু এই সরলমনা তরুণদের মাঝে সহজেই এসব সমালোচনা বিষের ন্যায় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আস্তে আস্তে তারা নাস্তিকতার দিকে ধাবিত হয়। এই নাস্তিকরা অন্য কোনো ধর্মের সমালোচনা করে না, শুধু ইসলামকে নিয়েই তাদের যত মাথা ব্যথা। কোনো ছাত্র যদি এসকল সমালোচনার যথোচিত উত্তর দেয়, তাহলেই তার পিছনে লাগে; পরীক্ষায় ভালো করা সত্ত্বেও তাকে কম নম্বর দেওয়া হয়। এই ভয়ে কেউ তাদের সমালোচনার জবাব দেয় না। আর এতে নাস্তিকদের প্রপাগান্ডা বৃদ্ধি পায়।

একটি বিষয় নিয়ে যদি বারবার আলোচনা করা হয়, তখন শিক্ষার্থীদের মাঝে এর একটা প্রভাব পড়ে। ফলে ধীরে ধীরে তারা ইসলাম বিদ্বেষী হয়ে ওঠে। কারণ একজন মানুষকে জাহান্নামী করার জন্য তিনটি জিনিস কাজ করে- শয়তান, কুপ্রবৃত্তি ও মানুষরূপী শয়তান। নাস্তিকরা কখনো প্রকৃত ইসলাম তুলে ধরে না, বরং কারসাজি করে। আংশিক বলে আর আংশিক গোপন রাখে। আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভুল ধরার মতো শিক্ষার্থী একেবারে বিরল; ধর্ম চর্চা সেখানে নেই বললেই চলে।

আমরা আগে বলেছি যে, ইয়াজূজ ও মাজূজ ব্যভিচার করে, আর নাস্তিকরা যেহেতু তাদের বংশধর সেহেতু তাদেরও অভ্যাস ব্যভিচার করা। তারা প্রেমের নামে ব্যভিচারের মতো এই মহামারি সমাজের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এখন আর কেউ প্রেমিক-প্রেমিকার বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ককে খারাপ মনে করে না। সবাই মনে করে প্রেম হলো পবিত্র। শয়তান তাদের উপর এমনভাবে চেপে বসেছে যে, তারা বিন্দুমাত্র টের পায় না। এভাবেই আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু শিক্ষার্থী নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর নাস্তিকরা তাদের চক্রান্তে সফল হচ্ছে। ইয়াজূজ-মাজূজ যেমন পৃথিবীতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করবে, অনুরূপ নাস্তিকরাও বর্তমানে নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ তা অনুধাবন করতে পারছে না।

(২) মিডিয়া : নাস্তিকতার বীজ বপনে মিডিয়ার ভূমিকাও কম নয়। অনেক সাংবাদিক আছে নাস্তিক। তারা তাদের উদ্দেশ্যকে খুব সূক্ষ্মভাবে বাস্তবায়ন করছে। মিডিয়ার মাধ্যমে সমাজে

২. প্রাগুক্ত।

৩. বিবিসি বাংলা (অনলাইন), ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮। লিংক : https://www.bbc.com/bengali/news-45430015.

অশ্লীলতা ছড়িয়ে দিচ্ছে। আপনি দেখবেন, বিভিন্ন সময় টকশোতে মাদরাসা শিক্ষাকে কটাক্ষ করা হয়, দেশের বড় বড় আলেমদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়। এতে করে জনসাধারণের মাঝে বিরূপ প্রভাব পড়ছে।

বর্তমানে কিছু মিডিয়া আলোচিত কিছু স্কলারের বক্তব্য কাটছাঁট করে তাদের সুনাম নষ্ট করার সাথে সাথে পাবলিক প্লেসে ইসলামের দুর্নাম করছে, করছে ইসলামের সমালোচনা। ধর্ষণের কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছে মাহফিলের বক্তব্যকে। বক্তব্য শুনে নাকি ধর্ষকরা ধর্ষণের প্রতি ধাবিত হচ্ছে, বক্তারা নাকি ধর্ষণের উসকানিদাতা। আমরা তাদের তীব্র নিন্দা করে বলছি, বর্তমানের কিছু বক্তা জাতির জন্য রহমতস্বরূপ। তাদের জোরালো বক্তব্যের প্রভাবেই একবিংশ শতাব্দীতে ইসলামের রেনেসাঁ শুরু হয়েছে। দলে দলে মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে, অনেক বিপদগামী সুপথের সন্ধান পাচ্ছে, যারা আগে দ্বীন-ধর্মের কোনো পরওয়াই করত না, তারা এখন দ্বীন ছাড়া কিছু বোঝে না। তারা বুঝতে পেরেছে যে, শান্তি একমাত্র ইসলামেই রয়েছে। যে সমস্ত নারী স্বাধীনতার নামে বেপর্দায় চলত, তারা এখন শালীন পোশাক পরে চলাফেরা করে। ওহে নাস্তিক! আপনার মধুমাখা আলোচনা শুনে কতজন নারী শালীনভাবে পোশাক পরছে?

(৩) সহযোগিতার নেপথ্যে কুমতলব : গ্রামের অধিকাংশ পরিবার দুস্থ-দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের; সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। শহরের লোকদের ন্যায় এত টাকা-পয়সা নেই যে ব্যবসা-বাণিজ্য করে খাবে। এসব সরলমনা লোকদের নিকট নাস্তিকরা গমন করছে, সহযোগিতার নামে তাদের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে নাস্তিকতার বিষবাষ্প। তারা গ্রামে গ্রামে কিছু নারী পাঠাচ্ছে, যারা গ্রামের সাধারণ নারীদের নারী স্বাধীনতার নামে ইসলাম বিদ্বেষী করে তুলছে। গ্রামে এনজিও-র নামে সূদের বিস্তার ঘটাচ্ছে, বাস্তবায়ন করছে অসৎ উদ্দেশ্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রতি : হে আমার মুসলিম ভাই! আপনারা হলেন জাতির কাণ্ডারী, জাতি আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাওহীদের ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে অগ্রসর হোন। আপনাদের দ্বারা অসম্ভব কাজ সম্ভব, কারণ আপনারাই তো জাতির ভবিষ্যৎ দিশারী। আপনারা সুপথে থাকলে জাতি সুপথে থাকবে আর আপনারা উদাসীন হলে জাতি আলোর মুখ কীভাবে দেখবে? আপনারা রাসূল ﷺ-এর আদর্শকে নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করুন। এসব নাস্তিকদের মোকাবেলা করতে হলে আপনাকে ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে জানতে হবে; পড়তে হবে ইসলামের নিয়ম-নীতি, আদর্শ, হালাল-হারাম সংক্রান্ত বই। নচেৎ আপনি তাদের খোঁড়া যুক্তির কাছে হেরে যাবেন। আর আপনারা হারলে চলবে না। আপনাকে যে বিজয়ী হতেই হবে। আপনি হয়ে যান রাসূল ﷺ-এর কলম সৈনিক, নাস্তিকদের আতঙ্ক। সিলেবাসের বই পড়ার সাথে সাথে কিছু সময় আপনাকে ইসলামের বই পড়তে হবে। সময়টা কীভাবে ঠিক করবেন সেটা আপনার ব্যাপার, তবে আপনাকে ইসলাম সম্পর্কে জনতে বই পড়তে হবে। কিছু বইয়ের নাম আমি উল্লেখ করব। যেহেতু নাস্তিকরা রাসূল ﷺ-এর জীবনী নিয়ে সমালোচনা করে, সেহেতু রাসূল ﷺ-এর জীবনী বিষয়ক একটি বই পড়া আবশ্যক। রাসূল ﷺ-এর জীবনী বিষয়ক অন্যতম সেরা গ্রন্থ হলো আল্লামা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী (রহিমাহুল্লাহ) সংকলিত 'আর-রাহীকুল মাখতূম'। নাস্তিকরা কবরের শাস্তি, পরকাল, পুনরুত্থান, পুলসিরাত, জান্নাত ও জাহান্নামকে অস্বীকার করে। তাই ইবনুল ক্বাইয়িমের লেখা 'আত্মার রহস্য' বইটি পড়া জরুরী। আক্বীদা সংক্রান্ত কিছু বই পড়তে হবে। এমনিভাবে হাদীছের কিতাবগুলো পড়াও জরুরী।

ওহে ইবলিসের প্রেতাত্মা! তুমি মুসলিম জাতিকে বিপদগামী করার জন্য প্রতিটি পথে চক্রান্তের জাল বিস্তার করেছো, ওঁৎ পেতে বসে আছো পথের ধারে। মনে রেখো, মৃত্যু থেকে কিন্তু বাঁচতে পারবে না। শিক্ষা গ্রহণ করো আতাতুর্কের পরিণাম থেকে ও ত্বহা খান থেকে, তারাও তোমাদের মতো সমাজে অশ্লীলতা ছড়িয়ে দিয়েছিল; কিন্তু কোনো কাজে আসেনি। তারা নিঃশেষ হয়ে গেছে ঠিকই, ইসলাম কিন্তু নিঃশেষ হয়ে যায়নি। আর কত মানুষকে গোলকধাঁধায় ফেলবে? মেঘের ঘনঘটা দেখে উল্লাস করছ! মনে রেখো, মেঘের আড়ালে কিন্তু সূর্যের কিরণ হাসছে। খড়কুটা, আবর্জনার ন্যায় আর কত দিন বেঁচে থাকবে! মনে রেখো, খড়কুটা, আবর্জনা কিন্তু পানির স্রোতে ভেসে যায় দূর অজানায়। মুসলিম জাতি বর্তমানে ঘুমন্ত বাঘের ন্যায় থাকলেও জেগে উঠতে দেরি হবে না। আর যদি তারা জেগে উঠে, তাহলে তোমাদের মতো বিড়ালকে মুহূর্তের মাঝে কুপোকাত করে ফেলবে। نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ 'আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয় অচিরেই আসবে। সুতরাং মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও' *(আছ-ছফ, ৬১/১৩)*।

পোশাক ও বর্তমান পরিস্থিতি : একটি পর্যালোচনা

*-সাজ্জাদ সালাদীন**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কতিপয় হারাম বা নিষিদ্ধ পোশাকের আলোচনা : নিম্নে কতিপয় হারাম বা নিষিদ্ধ পোশাকের সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

মহিলাদের পোশাক পুরুষরা ও পুরুষদের পোশাক মহিলারা পরিধান করা : মহিলাদের জন্য নির্ধারিত বা তাদের পোশাকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পোশাক পুরুষদের পরিধান করা নিষিদ্ধ। তেমনি পুরুষদের জন্য নির্ধারিত বা তাদের পোশাকের সাদৃশ্যপূর্ণ পোশাকও মহিলাদের জন্য পরিধান করা হারাম। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ 'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম নারীর পোশাক পরিধানকারী পুরুষ এবং পুরুষের পোশাক পরিধানকারী নারীর প্রতি অভিসম্পাৎ করেছেন'।[১]

খ্যাতি বা প্রসিদ্ধি পোশাক : যে পোশাক অন্যান্য মানুষের চেয়ে খ্যাতি বা প্রসিদ্ধি লাভ করার জন্য পরা হয়, তা হারাম।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ.

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দুনিয়ায় খ্যাতির পোশাক পরবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরাবেন'।[২]

ভিন্ন ধর্মীয় বা বিজাতীয় কোনো পোশাক পরিধান করা : ভিন্ন ধর্মীয় পোশাক পরিধান করা যাবে না। অর্থাৎ যে পোশাক অন্য কোনো ধর্মের নিদর্শন প্রকাশ করে বা পরিচয় দান করে।

عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه رَأَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার পরিধানে দুটি রঙ্গিন কাপড় দেখে বললেন, 'এটা কাফেরদের কাপড়। অতএব, তা পরিধান করো না'।[৩] এ ছাড়াও প্রাণীর ছবি অঙ্কিত পোশাকও পরিধান করা হারাম।[৪]

অন্য ধর্মাবলম্বীদের নির্ধারিত ধর্মীয় প্রতীক বহন করে এমন পোশাক পরিধান করাও জায়েয নেই। যেমন- খ্রিষ্টানদের ক্রুশ অঙ্কিত পোশাক, হিন্দুদের মতো উল্কি আঁকা, সিঁদুর পরা ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি অন্য কোনো জাতির অনুসরণ করবে, সে সেই জাতির উম্মত হিসাবে গণ্য হবে'।[৫] এ প্রসঙ্গে একটি হাদীছ উল্লেখ করা যায়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'লা'নত বর্ষিত হোক সেসব নারীর ওপর, যারা উল্কি এঁকে নেয় এবং যারা উল্কি আঁকে, যারা চুল উঠিয়ে ফেলে, ভ্রু প্লাক করে, সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দাঁত কেটে চিকন করে, দাঁতের মধ্যে ফাঁকা সৃষ্টি করে, যা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন এনে দেয়'।[৬] এক কথায় অন্য ধর্মের ধর্মীয় পোশাক পরিধান করা যাবে না।

আঁটসাঁট পোশাক ও পাতলা কাপড় পরিধান করা : যদি পরিধেয় পোশাক এরূপ হয় যে, আবৃত অংশের চামড়া বা হুবহু আকৃতি তার বাইরে থেকে ফুটে ওঠে, তাহলে তাতে পোশাকের উদ্দেশ্য পূরণ হয় না। এরূপ পোশাক পরিধান করা নিষিদ্ধ। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ حُلَّتَانِ مِنْ حُلَلِ الْيَمَنِ فَقَالَ يَا ضَمْرَةُ أَتَرَى ثَوْبَيْكَ هَذَيْنِ مُدْخِلِيكَ الْجَنَّةَ. فَقَالَ لَئِنِ اسْتَغْفَرْتَ لِيْ يَا رَسُولَ اللهِ لاَ أَقْعُدُ حَتَّى أَنْزِعَهُمَا عَنِّي. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِضَمْرَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ. فَانْطَلَقَ سَرِيْعاً حَتَّى نَزَعَهُمَا عَنْهُ.

যামরা ইবনু ছা'লাবা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, তিনি এক জোড়া ইয়ামানী কাপড় পরিধান করে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, হে যামরা! তুমি কি মনে কর যে, তোমার এই কাপড় দুটি তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে?

* এম. এ., ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

১. আবূ দাঊদ, হা/৪০৯৮; মিশকাত, হা/৪৪৬৯।

২. ইবনু মাজাহ, হা/৩৬০৬; মিশকাত, হা/৪৩৪৬।

৩. ছহীহ মুসলিম, হা/২০৭৭; মিশকাত, হা/৪৩২৭।

৪. ছহীহ গায়াতুল মারাম, হা/১৩৪; তিরমিযী, হা/১৭৫০ (আল মাদানী প্রকাশনী), ইমাম আবূ ঈসা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এই হাদীছটি হাসান-ছহীহ।

৫. ফাতহুল বারী, ১৩/৩০০; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৬৯।

৬. ছহীহ বুখারী, হা/৫৫০৭।

www.al-itisam.com

যামরা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তবে আমি বসার আগেই (এখনি) কাপড় দুটি খুলে ফেলব। তখন নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ! আপনি যামরাকে ক্ষমা করে দিন। তখন যামরা রাযিয়াল্লা-হু আনহু দ্রুত গিয়ে তার কাপড় দুটি খুলে ফেলেন।[৭]

ছবি বা ধর্মীয় প্রতীক সম্বলিত পোশাক পরা : ইসলামে কোনো প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা, ব্যবহার করা, টাঙ্গানো বা পোশাকে বহন করা নিষেধ করা হয়েছে। এ সকল কর্মে জড়িতদের জন্য পারলৌকিক জীবনে কঠিনতম শাস্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে বহু হাদীছ রয়েছে, তন্মধ্যে একটি হাদীছ উল্লেখ করা হলো- ইসহাক্ব ইবনু মূসা আনছারী রাহিমাহুল্লাহ... উবায়দুল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু উতবা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে যে,

أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ . قَالَ فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ . قَالَ فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا يَنْزِعُ نَمَطًا تَحْتَهُ فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ لِمَ تَنْزِعُهُ فَقَالَ لأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا قَدْ عَلِمْتَ . قَالَ سَهْلٌ أَوَلَمْ يَقُلْ " إِلاَّ مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ " فَقَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

তিনি একবার অসুস্থ আবূ তালহা রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে দেখতে গেলেন। তিনি সেখানে সাহল ইবনু হুনায়ফ রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে পেলেন। আবূ তালহা রাযিয়াল্লা-হু আনহু একজনকে ডেকে তার নিচে বিছানো চাদরটি সরিয়ে ফেলতে বললেন। তখন সাহল রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, এটিকে সরিয়ে ফেলছেন কেন? তিনি বললেন, এতে তো ছবি রয়েছে। আর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (ছবি সম্পর্কে) কী বলেছেন তা তো তুমি জানো। সাহল রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কি একথা বলেননি যে, কাপড়ে যদি সামান্য নকশাস্বরূপ কিছু থাকে, তবে অসুবিধা নেই? আবূ তালহা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু আমি আমার নিজের জন্য উত্তম পথ গ্রহণ করতে চাই।[৮]

সুতরাং, ছবি বা প্রাণীযুক্ত কাপড় পরিধান করা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি বিছানায় প্রাণীর ছবিযুক্ত চাদর বিছানায় ব্যবহার করার বিধান শরীআতে নেই, যা উক্ত হাদীছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!

অধিকাংশ নারী পোশাক পরেও উলঙ্গ : হে আমার মুসলিম বোন! আপনি কি জানেন শারঈ হিজাব কী? হিজাব কেমন হতে হবে এবং এর শর্তাবলি কী? আর এ ব্যাপারে আপনার অজ্ঞতায় ক্ষতিইবা কী? আপনি কি পর্দা করছেন 'কেন হিজাব পরেছো এবং কীভাবে হিজাব পরেছো' সে প্রশ্নের সদুত্তর দিয়ে পার পেতে নাকি সামাজিক রীতি হিসেবে? ঠিক বা বেঠিক যা-ই হোক পরিপার্শ্বের প্রভাবে? আপনি কি হিজাব নিয়ে ভেবে দেখেছেন, কে একে ফরয করেছেন? কেনইবা ফরয করেছেন? আর তা হওয়া চাই কেমন? হ্যাঁ, অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, আপনি এ ব্যাপারে অজ্ঞ নন। আপনি কেন অজ্ঞ থাকবেন, যেখানে আপনাকে দেখি চাকরির ক্ষেত্রে সফল পরিচালিকা, শিক্ষিকা, অধ্যাপিকা, প্রধান শিক্ষিকা, নিয়ন্ত্রক থেকে নিয়ে ডাক্তার আর নার্স হতে। আপনাকে দেখি মেধাবী অফিসার, জনপ্রিয় লেখিকা, অকুতোভয় সাংবাদিক থেকে নিয়ে দুরন্ত সব পেশার কত কিছুই না হতে। দেখি মা, বোন, কন্যা ও স্ত্রী হিসেবে অসামান্য ভূমিকা রাখতে। পর্দার ক্ষেত্রে আপনার অনমনীয়তা দেখেই কি রিপু ও প্রবৃত্তি পূজারীরা আপনাকে নিয়ে ঠাট্টা করে? প্রতিবেশী ও আশপাশের দোকানে দাঁড়ানো তরুণরা মশকরা করে? এর প্রভাবেই কি আপনি সব অপরিণামদর্শী ফ্যাশনের পেছনে ছুটেন? আরও আশ্চর্য হয়ে আমাদের কোনো কোনো বোনকে দেখি, সন্ধ্যার আগে-পরে খোলা নকশি আঁকা উজ্জ্বল গেঞ্জি, ফতুয়া বা টি-শার্ট পরে পথে বেরিয়েছেন! ভেবে দেখুন, নিজের মধ্যে আপনি কোন গুণগুলো দেখতে চেয়েছেন আর কোনগুলোকে বাস্তবে রূপ দিচ্ছেন? পরিতাপের বিষয়, এমন পরিধেয়ও আমরা অনেকে সুশীল পোশাক বলে আখ্যায়িত করে মর্যাদা বৃদ্ধি করি! না, খোদ এই গেঞ্জি, ফতুয়া আর শার্টই তো আরেক পোশাকের অপেক্ষা রাখে। এর কমনীয়তা আড়াল করতে। এর অনাবৃতকে আবৃত করতে। এর ছিদ্র ও ফাঁক-ফোকর বন্ধ করতে। যার ওপর দিয়ে বক্ষবন্ধনীর রং কিংবা নিচের সেমিসও দেখা যায়। আল্লাহর শপথ! এটি কোনো সুশীল বা মার্জিত পোশাক নয়। শালীন হতে হলে তা হতে হবে স্পর্শকাতর ও মনোরঞ্জক সব নারী অঙ্গের আড়াল করা পোশাক। আবূ উযাইনা ছাদাফী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন,

خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْوَدُودُ الْوَلُودُ الْمُوَاتِيَةُ الْمُوَاسِيَةُ، إِذَا اتَّقَيْنَ اللهَ، وَشَرُّ نِسَائِكُمُ الْمُتَبَرِّجَاتُ الْمُتَخَيِّلَاتُ وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْهُنَّ، إِلَّا مِثْلُ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ

'তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে তারাই সর্বোত্তম, যারা আল্লাহকে ভয় করার পাশাপাশি স্বামীকে ভক্তি করে, অধিক সন্তান জন্ম দেয় এবং (স্বামীর দুঃখে তার প্রতি) সমব্যথী ও সহানুভূতিশীল হয়।

৭. মুসনাদ আহমাদ, হা/১৯৪৯৪, হাদীছ ছহীহ।
৮. ছহীহ গায়াতুল মারাম, হা/১৩৪; তিরমিযী, হা/১৭৫০ (আল মাদানী প্রকাশনী), ইমাম আবূ ঈসা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এই হাদীছটি হাসান-ছহীহ।

পক্ষান্তরে, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ তারাই, যারা বেপর্দা হয়ে দম্ভভরে চলে। এরাই হলো মুনাফিক্ব। এরা জান্নাতে প্রবেশ করবে কেবল লাল ঠোঁট ও পা বিশিষ্ট কাকদের মতো। (অর্থাৎ এমন বৈশিষ্ট্যের কাক যেমন সংখ্যায় অনেক কম তেমনি তারা কম সংখ্যক জান্নাতে প্রবেশ করবে)।[৯]

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

‘জাহান্নামবাসী দুটি দল রয়েছে, যাদের আমি এখনো দেখিনি। একদল এমন লোক, যাদের হাতে গরুর লেজের মতো লাঠি থাকবে, যা দিয়ে তারা লোকদেরকে প্রহার করবে। আর অন্য দল এমন নারী, যারা পোশাক পরেও উলঙ্গ থাকে। তারা অন্যদের তাদের প্রতি আকৃষ্ট করবে, নিজেরাও অন্যদের প্রতি ঝুঁকবে। তাদের মস্তক উটের পিঠের কুঁজের মতো হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ এর ঘ্রাণ এত এত দূর থেকেও পাওয়া যায়’।[১০]

হাদীছে উল্লেখিত ‘পোশাক পরেও উলঙ্গ’-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এমন সংক্ষিপ্ত পোশাক, যা নারীর আবরণীয় অংশ ঢাকতে যথেষ্ট নয়। এমন পাতলা পোশাক, যা ভেদ করে সহজেই নারীর ত্বক দেখা যায়। এমনকি টাইট কাপড়, যা ভেদ করে ত্বক দেখা যায় না বটে, তবে তা নারীর আকর্ষণীয় অবয়বকে পরিস্ফূট করে দেয়। এসব পোশাক নারীরা কেবল তার সামনেই পরতে পারেন, যার সামনে নিজের গোপন সৌন্দর্য তুলে ধরার অনুমতি রয়েছে। বলাবাহুল্য তিনি হলেন একমাত্র স্বামী। কেননা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো পর্দা নেই। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন,

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

‘আর যারা তাদের নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযতকারী। তবে তাদের স্ত্রী ও তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে তারা ছাড়া, নিশ্চয় এতে তারা নিন্দিত হবে না। অতঃপর যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে, তারাই সীমালঙ্ঘনকারী’ *(আল-মুমিনূন, ২৩/৫-৭)*।

উল্লিখিত শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম ইবনু তায়মিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, অর্থাৎ এমন পোশাক পরিধান করে, যা তাকে পুরোপুরি আবৃত করে না। ফলে কাপড় পরলেও মূলত সে উলঙ্গই থেকে যায়। যেমন ওই নারী, যে কি-না এমন পাতলা কাপড় পরে, যা তার কোমল ত্বক দৃশ্যমান করে কিংবা এমন আঁটসাঁট বস্ত্র গায়ে জড়ায়, যা তার শরীরের বাহু, নিতম্ব প্রভৃতির ভাঁজগুলোকে পরিষ্কার ফুটিয়ে তোলে। নারীর পোশাক সেটিই, যা তার আপাদমস্তক ঢেকে ফেলে। দেহের কোনো অংশই প্রকাশ করে না। পুরু ও প্রশস্ত হওয়ায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকারও সুদৃশ্য করে না।[১১]

হিজাব এতদিন শিল্পিত সৌন্দর্য বিকাশ বা তরুণদের রিপু সুড়সুড়ি দেওয়ার উপাদান ছিল না, যেমনটি আজ হয়েছে। যাকে বলা হচ্ছে নামকাওয়াস্তে পর্দা। তখনকার পর্দা ছিল কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। ছিল নারীর সম্মান ও সতীত্বের রক্ষাকবচ।

প্রিয় মুসলিম বোন! আপনি যতদিন নিজেকে আল্লাহর নিকট পর্দাকারী দেখতে পছন্দ করেন, নিজেকে তাদের কাতারে দেখতে চাইবেন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সন্তুষ্টি তালাশ করে, আপনার দায়িত্ব হবে ঠিক সেভাবে বোরকা পরা, যেভাবে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। তেমন নয়, যেমন যুগ চায় কিংবা আমাদের মন টানে। আল্লাহ নারীদের বাঞ্ছিত পদ্ধতিতে কাম্য পর্দা করবার তাওফীক দান করুন- আমীন!

নারী ও পুরুষের পোশাক পর্যালোচনা :

পোশাক প্রথমে লজ্জাস্থান আবরণকারী হতে হবে। এজন্য নারী ও পুরুষের পোশাকে মৌলিকভাবে পার্থক্য হতে বাধ্য এ কারণে যে, পুরুষের লজ্জাস্থান এবং নারী দেহের লজ্জাস্থানের পরিধির দিক দিয়ে পার্থক্য রয়েছে। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, তা অবশ্যই ভূষণ বা শোভাবর্ধক ও সৌন্দর্য প্রকাশক হতে হবে। মহিলাদের পোশাক সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

‘আর মুমিন নারীদের বলো, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখো এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায়, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ

৯. বায়হাক্বী, হা/১৩৪৭৮।
১০. ছহীহ মুসলিম, হা/২১২৮।
১১. মাজমূ‘ ফাতাওয়া, ২২/১৪৬।

www.al-itisam.com

করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে' *(আন-নূর, ২৪/৩১)*।

উক্ত আয়াতের আলোকে বলা যায়, যে পোশাক মানুষের আকার-আকৃতিকে কিম্ভূতকিমাকার বা বীভৎস করে দেয়, চেহারা বিকৃত করে দেয়, সে পোশাক কুরআন সমর্থিত পোশাক নয়; কোনো মুসলমানের পক্ষেই তা ব্যবহারযোগ্য হতে পারে না। আর মহিলাদের জন্য তো অবশ্যই শালীন পোশাক পরিধান করা বাঞ্ছনীয়। উক্ত আয়াতে তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অতএব বলা যায়, মহিলাদের পোশাকে মাথা, বক্ষ এবং গ্রীবা আবৃতকারী কাপড় থাকতে হবে। যেহেতু নারী ও পুরুষের পোশাকে পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে, সেহেতু এ প্রসঙ্গে হাদীছে অত্যন্ত কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীর বেশ ধারণকারী পুরুষের উপর আর পুরুষের বেশ ধারণকারী নারীর উপর লা'নত করেছেন।[১২]

বেশ ধারণ করার অন্যতম মাধ্যম হলো পোশাক। অতএব নারীর জন্য পুরুষের পোশাক পরিধান করা আর পুরুষের জন্য নারীর পোশাক পরিধান করা হারাম ও কবীরা গুনাহ। নারীর পোশাক পরিধানকারী পুরুষকে এবং পুরুষের পোশাক পরিধানকারী নারীকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেন।[১৩]

আজকাল অনেক নারীকে তো প্যান্ট ও টি-শার্টও পরতে দেখা যায়। এসব যে কেবল পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণের কারণেই হারাম তা নয়; নির্লজ্জতা, পর্দাহীনতা আর বিজাতির সামঞ্জস্য গ্রহণ ইত্যাদি বহু কারণেই তা হারাম ও কবীরা গুনাহ। কোনো কোনো সময় পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন মুসলিম দেশের নারীদের ছবি দেখা যায়, যাদের মাথায় ওড়না, কিন্তু শরীরে ইউরোপীয় সাজ। শুধু তাই নয়, পরচুলা পরা, উল্কি অঙ্কন ইত্যাদি সাজে সজ্জিত হয়, যা শরীআতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যেমন হাদীছে এসেছে, 'যে মহিলা পরচুলা লাগিয়ে দেয় এবং যে পরচুলা লাগাতে বলে, আর যে মহিলা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উল্কি উৎকীর্ণ করে ও উল্কি উৎকীর্ণ করতে বলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে অভিশাপ করেছেন'।[১৪]

পোশাক ও বর্তমান পরিস্থিতি এবং আমাদের করণীয় :

ইসলামে পোশাক পরিধানের কিছু আদব ও নিয়মনীতি রয়েছে, প্রত্যেক মুমিনকে তা মেনে চলা উচিত। এতে একদিকে যেমন সুন্নাত পালন হবে, অপরদিকে পোশাক পরিধানের জন্য ছওয়াবের অধিকারী হবে। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন,

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَٰرِى سَوْءَٰتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

'হে বানী আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজসজ্জার বস্ত্র এবং তাক্বওয়ার পোশাক। এটি সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে' *(আল-আ'রাফ, ৭/২৬)*।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, মানুষের বিরুদ্ধে শয়তানের সর্বপ্রথম আক্রমণের (কুমন্ত্রণার) ফলে তার পোশাক খসে পড়েছিল। আজও শয়তান তার শিষ্যবর্গের মাধ্যমে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছায় সভ্যতার নামে সর্বপ্রথম তাকে উলঙ্গ বা অর্ধ-উলঙ্গ করে পথে নামিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় রত। শয়তানের তথাকথিত প্রগতি নারীকে লজ্জা-শরম থেকে বঞ্চিত করে সাধারণ্যে অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় নিয়ে আসা ছাড়া অর্জিতই হয় না।

বর্তমান এক শ্রেণির আলেম ও পীরদের সুন্নাতি লেবাস সম্পর্কে আলোচনা কুরআন ও হাদীছের আলোকে কতটুকু শরীআতসম্মত তার পর্যালোচনায় বলা যায় যে, তারা নিজেদের দরবার, খানকা, তরীক্বা ও ইচ্ছানুযায়ী এক প্রকার পোশাক নির্ধারণ করে বলে থাকেন, এটা সুন্নাতী পোশাক। মূলত সুন্নাতী পোশাক বলতে নির্ধারিত কোনো দরবার বা খানকার পোশাককে বুঝানো হয়নি। বরং সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী বা সুন্নাহ পোশাকের যেই ফর্মূলা দিয়েছেন, সে অনুযায়ী যদি পোশাক তৈরি করা হয়, সেটাই সুন্নাতী পোশাক হিসাবে বিবেচিত হবে। আল্লাহ আমাদের সঠিকটা বুঝার ও অনুসরণ করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

১২. ছহীহ বুখারী, হা/৩৮৮৫।
১৩. আবূ দাঊদ, হা/৪০৯২।
১৪. ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৩৭, ৫৯৪০, ৫৯৪২, ৫৯৪৭।

শিল্পের মানবিকতা

-আতিকুর রহমান*

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান প্রতিপালকের জন্য, যিনি আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত অসংখ্য নেয়ামত দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। আমরা কেবল সেই মহান আল্লাহর ইবাদত করি এবং তাঁরই প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করি। অতঃপর শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

ফ্রান্সের 'চার্লি হেবদো' পত্রিকায় প্রকাশিত আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর কার্টুন প্রকাশ এবং তারই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নানা ঘটনা বিভিন্ন মহলে আলোচনার মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে এবং ফ্রান্সেরই একটি স্কুলের এক শিক্ষক বাকস্বাধীনতার ক্লাসে এই ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশনার বৈধতা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। যার ফলে কোনো এক মুসলিম তাকে হত্যা করে সেই আততায়ীও নিহত হয়। তারপর ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ও প্রশাসনের তরফ থেকে ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি একরকম জব্দ করার যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এইভাবে আন্তর্জাতিক পরিসরে ঘটনাটি প্রকাশ পায়। তবে এতসব গোলযোগ আমরা এই নিবন্ধে আলোচনা করতে চাইব না, আমাদের দেখার মূল বিষয় হলো শিল্পগত ও তাত্ত্বিক কিছু প্রসঙ্গ। আমার এক অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষিকা এ প্রসঙ্গে আমার কাছে কয়েকটি প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁর কাছে আমি আমার মতামত ব্যক্ত করেছিলাম। এই প্রবন্ধে আমি আমার সেই সব মতামত সকলের সামনে উপস্থাপনের চেষ্টা করব ইনশা-আল্লাহ। মহান আল্লাহ আমাকে তাওফীক্ব দান করুন।

শিল্প কী? এর কোনো সর্বজনমান্য সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। তবুও একথা সুবিদিত যে, শিল্প-সাহিত্যের প্রভাবে মানুষের মন বিশেষভাবে স্পন্দিত হয়ে থাকে। এই স্পন্দন ঘটে রসানন্দের দিক থেকে। আবার উপভোক্তার জীবনেও শিল্পচর্চা নানাভাবে প্রভাব রেখে যায়। শিল্প কেবল মানবজীবনকে উপস্থাপিত করে না; মানব জীবনের বহুবিধ বিষয়ের সংস্থাপনও ঘটিয়ে থাকে। এটি কেবল মানুষের জীবনশৈলী থেকে নির্মিত নয়, বরং মানুষের জীবন বিন্যাসের নানা বিষয়ের নির্মাণও ঘটিয়ে থাকে। যেমন কোনো বিপ্লবকে চিত্রিত করে বা তার অনুভূতি থেকে সাহিত্য রচনা হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি সাহিত্যের মাধ্যমে অনাগত বিপ্লবের বীজ উপ্ত হবার সম্ভাবনা শতভাগ থেকে যায়। এজন্য আমরা বলতে পারি, যেহেতু শিল্পকলা মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে থাকে, তাই মানব জীবনের কিছু দায়িত্ব ও রীতিনীতি শিল্পের উপর অবশ্যই বর্তায়। শিল্পসাহিত্য কোনো শূন্যজাত মানব নিরপেক্ষ বিষয় নয়। এমনকি শিল্প রচিতই হয় মানুষের জন্য। মানুষকে বাদ দিয়ে আমরা শিল্পের প্রকাশ কল্পনাও করতে পারি না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের বক্তব্য হলো, শিল্পের মানবিকতা তার অস্তিত্বকে রক্ষা করে। শিল্পের মানবিকতা হলো সেই নান্দনিক শিল্পতত্ত্ব, যাতে নিহিত থাকে মানুষের কল্যাণময় দিগন্তের উদ্ঘাটন এবং অন্ততপক্ষে মানুষের জন্য অকল্যাণকর যাবতীয় ধ্যান-ধারণার বিপরীতে অবস্থান। কল্যাণ ও অকল্যাণের বিষয়ে সমস্ত মানুষের ঐকমত্য পাওয়া অসম্ভব। তাহলে প্রশ্ন উঠবে, আমরা শিল্পের পরিসরে কীভাবে সেই সব বিষয়গুলো নির্ধারণ করব? এর উত্তরে কিছু কথা পরে আলোচনা করা হবে ইনশা-আল্লাহ। তবে আপাতত এখানে এটুকু বলা যায় যে, শিল্পীর মন হলো সংবেদনশীল। এই সংবেদনশীলতা তিনি কোন উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করেছেন, তা বিবেচনার বাইরে রাখা যায় না। তিনি যদি তাঁর শিল্পগত বিশেষ ক্ষমতায় অন্যকে আঘাত করার ইচ্ছা রাখেন, তবে তা একরকম অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে। যদিও অপরাধের ধরনটা বাস্তবের সমরূপ নয়, তথাপি বলা যায়, শিল্পের অস্ত্র দিয়ে অকারণে আক্রমণ করা হলে শিল্পের মানবিকতা বিনষ্ট করা হয়। বাকস্বাধীনতার ছলনায় শিল্পের এই মানবিকতাকে উপেক্ষা করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

পাঠক হয়তো ভাবছেন, এতসব তত্ত্বকথা কীসের জন্য! আসলে এমন অনেক প্রশ্ন আছে, যার উত্তর সহজে সবার কাছে দেওয়া সম্ভব হয় না। উচ্চতর গণিতের কোনো প্রশ্নের উত্তর সহজ হলেও তা সকলের কাছে বোধগম্য হয়ে ওঠে না। ঠিক তেমনি ইসলাম নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে এমনও প্রশ্ন রয়েছে, যার উত্তর উপলব্ধি করা সকলের কাছে সহজ হয় না। উপরন্তু আজকের পৃথিবীতে ইসলামোফোবিয়ার আবহে ইসলাম নিয়ে সন্দেহ, অবজ্ঞা এবং কু-ধারণা এমন জটিলতার সৃষ্টি করেছে, যার ফলে সরল কথাও অনেকের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। অনেকে ভাবছেন, মুহাম্মাদ ﷺ-কে নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ

* বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

করলে তাতে প্রতিক্রিয়া জানানোর কী প্রয়োজন! কেন মুসলিমরা এই বিষয়ে এতটা স্পর্শকাতর! কার্টুন প্রকাশ করেছে তো কী হয়েছে! এই ধরনের উপেক্ষা করার মানসিকতায় মুসলিমরা কেন নিজেদের বিলীন করতে পারে না, তার একটা জবাবদিহি বিশেষভাবে প্রয়োজন।

এখানে আরও একটি কথা আছে। পশ্চিমের দেশগুলোতে নাকি যিশুখ্রিষ্টেরও ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হয় এবং সেগুলো নাকি তারা উপভোগ করে থাকে। তাই মুহাম্মাদ ﷺ-এর কার্টুন প্রকাশিত হলে তার শৈল্পিক উপভোগ্যতা গ্রহণ করার পরামর্শ দিতে পারেন কিছু স্বঘোষিত উদারপন্থি (নাঊযুবিল্লাহ)। পশ্চিমাদের তথাকথিত আধুনিকতায় যদি আত্মমর্যাদাবোধ না থাকে, তাহলে তাকে দৃষ্টান্ত হিসাবে পেশ করে অন্য কোনো মানুষকে আত্মমর্যাদাহীন করার অপচেষ্টা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। পশ্চিমা আধুনিকতা যেসব মানসিকতা ধারণ করে, নির্বিচার সমর্থন থেকে তার প্রতি সকল মানুষকে দীক্ষিত করার যারা চেষ্টা করছেন তারা ভুলেই গেছেন যে, মানুষের ইতিহাসে সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক কর্মগুলো সম্পাদিত হয়েছে এইসব স্বঘোষিত সভ্য দেশগুলোর মধ্য দিয়ে।

মুসলিমরা কেন নবী করীম ﷺ-কে নিয়ে অবমাননা করলে চুপ থাকতে পারে না? এর উত্তর সহজ হলেও আমরা একটু অন্যভাবে বোঝার চেষ্টা করব। এক্ষেত্রে ইসলামের মূল চেতনাটি আমাদের বুঝতে হবে। একজন প্রকৃত মুসলিমের কাছে নিজের থেকেও বেশি ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু হলো মুহাম্মাদ ﷺ। এই ভালোবাসা হলো তার প্রতি বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য বিষয়। এই বিশ্বাসকে ইসলামের পরিভাষায় বলা হয় ঈমান। আর এই ঈমানের অবস্থান হলো তিনটি স্তরে। **প্রথমত,** অন্তরে বিশ্বাস এবং বিশ্বাস অর্জনের জন্য জ্ঞান। **দ্বিতীয়ত,** মৌখিক স্বীকৃতি ও ঘোষণা। **তৃতীয়ত,** সেই বিশ্বাসের অনুসরণে নিজের বাস্তব জীবনের কর্মসম্পাদনা করা। নবী ﷺ-কে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হলে তার প্রতি প্রতিক্রিয়া জানানোর বিষয়টি ঈমানের এই তৃতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত। ঈমানের মধ্যে রয়েছে ভালোবাসা, যার অর্থ হলো নবী করীম ﷺ-এর প্রতি তীব্র সম্মানবোধ, অনুরাগ এবং পূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ। আর এখান থেকেই নিজের ইজ্জত ও মর্যাদার চেয়েও অধিক তীব্রতায় নবী করীম ﷺ-এর ইজ্জত ও মর্যাদা রক্ষা করার আন্তরিকতা বিঘোষিত হয়। এই ভালোবাসার অন্য একটি দিক হলো, তার প্রতি ঘৃণাজ্ঞাপক সমস্ত কর্মকাণ্ডের উপর তীব্র ঘৃণা ব্যক্ত করা। এক্ষেত্রে ভালোবাসার একটি স্বভাবগত দাবিই কার্যকর করা হয়। যিনি ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু তার প্রতি অপমান কোনোভাবেই বরদাস্ত করা যায় না এবং কেউ তাঁর প্রতি অপমান করলে তাতে তীব্র প্রতিবাদ করা আসলে সেই ভালোবাসারই প্রকাশ। আবার এই অপমান যদি অকারণে করা হয়, তখন তার প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি আরও জোরালো হয়ে ওঠে। এখন কেউ যদি ভাবে যে, তিনি বিষয়টি উপেক্ষা করবেন, তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় ভালোবাসার মানুষটির প্রতিই উপেক্ষা প্রদর্শন। এছাড়া ইসলামের দৃষ্টিকোণে সাধ্য থাকা সত্ত্বেও অন্যায় কাজে নিষেধ না করার অর্থ একরকম নীরব সমর্থন। আর এই অন্যায় কাজ যদি ধর্মীয় ভাবাবেগের কোনো গুরুত্বপূর্ণ অংশে আঘাত হানতে চায়, তখন তার প্রতি ক্ষোভ জ্ঞাপন করা আবশ্যক হয়ে যায়। অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি অটুট ভালোবাসা নিয়ে তার প্রতি অবমাননাকর সমস্ত কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করা হলো মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীকারের অংশবিশেষ।

ধর্মীয় স্বাধীনতা হলো দেশীয় এবং বৈশ্বিক স্তরে স্বীকৃত একটি সাংবিধানিক অধিকার। এটি মানবাধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, এই ধর্মীয় স্বাধীনতা মৌখিক ও লিখিতভাবে যতটা সুরক্ষিত, কার্যক্ষেত্রে তার ফল প্রকাশ ততটা স্পষ্ট নয়। এমনকি ধর্মনিরপেক্ষতার স্লোগানেও বিশেষ ধর্ম মানসের প্রতি অবজ্ঞা এবং ঘৃণা দেখে অনেক সময় হতবাক হতে হয়। আমরা এটা দেখেছি এবং অনুভব করেছি যে, ইসলামোফোবিয়ার লালন-পালন এই ধর্মনিরপেক্ষতার অন্তরালেও অত্যন্ত সুচারুভাবে প্রতিপালিত হয়ে থাকে। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ যদি প্রত্যেক মানুষের নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা হয়ে থাকে, তাহলে তার সুফল আমরা অবশ্যই পাব। ইসলাম এই স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দেয় এবং দ্বীন বা ধর্মের ব্যাপারে সমস্ত রকমের বাধ্যবাধকতা বা জোরজবরদস্তিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করা অত্যন্ত অবমাননাকর এবং ঈমানের দাবি থেকে তা তীব্রভাবে ঘৃণিত ও জঘন্য একটি অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হলেও আমরা কোনোভাবেই ফ্রান্সের ওই শিক্ষককে গলা কেটে হত্যা করার বিষয়টি সমর্থন করতে পারি না। এ আমাদের অত্যন্ত স্পষ্ট অভিমত। ইসলামের দিক নির্দেশনা অনুসারে এসব অপরাধের শাস্তি রাষ্ট্রনায়কের আয়ত্তাধীন, আবেগে উন্মাদ হয়ে আইন

নিজের হাতে তুলে নেওয়া কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। এভাবে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার ফলে পরিণতি হিসাবে ইসলামের প্রতি কু-ধারণা চড়াও হয় এবং মুসলিমদের জীবন যাপন আরও কষ্টকর ও সংকীর্ণতায় অসহনীয় হয়ে ওঠে। ফ্রান্সেও আমরা সেটাই দেখেছি। একজন আততায়ীর হত্যার দোষ বিপুল সংখ্যক মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের জীবনের স্বাভাবিক ছন্দকে চুরমার করার রাষ্ট্রীয় আস্ফালন কত নিষ্ঠুর ও অবিবেকী হতে পারে, সেটা অনুমান করাও আমাদের সবার সহজসাধ্য নয়। অথচ সীমালঙ্ঘন করা না হলে প্রতিক্রিয়ার সমস্ত দায় বর্তায় ক্রিয়ার উপর। লজ্জার কথা হলো, যেসব ঘটনা ও কর্মকাণ্ড সন্ত্রাসবাদের প্ররোচনা যুগিয়ে থাকে, সে ব্যাপারে আমরা একেবারেই ভ্রুক্ষেপ করতে চাই না। উপরন্তু সন্ত্রাস দমনের নামে আমরা রচনা করি অন্য আরেক সন্ত্রাস। ফ্রান্সেও আমরা দেখেছি এই ঘটনার প্রেক্ষিতে মসজিদ বন্ধ করার রাষ্ট্রীয় উদগ্রতা। ফ্রান্সসহ বিশ্বের বেশ কিছু স্বঘোষিত সভ্য দেশ মহিলাদের হিজাব পরিধানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এসব দেশে শরীর নগ্ন করার ক্ষেত্রে মানুষের পোশাক পরার স্বাধীনতা স্বীকৃত হলেও এবং সেই যুক্তি দিয়ে নগ্নতার বৈধতা ঘোষিত হলেও, কোনো মুসলিম মহিলার ধর্মীয় স্বাধীনতাকে মেনে তাঁর ধর্মবিধি অনুযায়ী পোশাক পরিধান করার স্বাধীনতা থাকছে না। স্পষ্ট যে, এটা আসলে স্বাধীনতার ছলনায় একটা সাংস্কৃতিক যুদ্ধ। এই যুদ্ধ হলো সন্ত্রাসেরই সহোদর। বিভিন্ন দেশে সংখ্যালঘু মুসলিমদের উপর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা এবং ইসলামোফোবিয়ায় তাদের প্রতি ঘৃণা, অবজ্ঞা, লাঞ্ছনা ও বিদ্রুপ প্রভৃতি অপমানজনক বিষয়গুলো প্রমোট করা সুনিশ্চিতভাবে সন্ত্রাস হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মানুষের তেমন কোনো সচেতনতা পরিলক্ষিত হয় না। এমনকি মুসলিমদের প্রতি এই সাংস্কৃতিক সন্ত্রাস অনেকের কাছে প্রশংসিত হয়ে থাকে। আসলে এই ধোঁকা অধিকাংশ মানুষকে অভিভূত করে রেখেছে। হে আল্লাহ! সভ্যতার অহমিকায় আত্মহারা রাষ্ট্র, সমাজ ও মানুষের প্রবঞ্চনা থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

বাকস্বাধীনতা হলো ব্যক্তিস্বাধীনতার অংশবিশেষ। এই বাক-স্বাধীনতা নিয়ে আমাদের বেশ কিছু বক্তব্য রয়েছে। বিশাল ভূখণ্ডের শাসক উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মসজিদে খুৎবা দিচ্ছেন, তখন এক সাধারণ প্রজা তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন, রাষ্ট্রের সম্পদ থেকে তিনি এত বেশি কাপড় কোথায় পেলেন, যখন বাকিরা অনেক কম কাপড় পেয়েছেন? রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পক্ষ থেকে সেই কৈফিয়ত দেওয়া আবশ্যিক মনে করা হয়েছে। এটাই তো বাকস্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা আসলে শক্তিমানের মুখোমুখিতে শক্তিহীনের সম্বল। এই স্বাধীনতায় নির্ভীত হয় সংখ্যাগুরুর সম্মুখে সংখ্যালঘুর উচ্চারণ। কিন্তু বাস্তবে কি আমরা এই বাকস্বাধীনতা দেখতে পাই? আসলে বাকস্বাধীনতা যেন একটা মুখোশ মাত্র, যার আড়ালে থাকে কুৎসিত, কদর্য ও হিংস্র একটি পাশবিক চেহারা। এখানে বাকস্বাধীনতার আরও একটি দিক আমরা উল্লেখ করতে চাই। বাকস্বাধীনতা কি শুধু নিজের দিক থেকে কার্যকর করা হবে, নাকি এর সমবায়িক সুরাহা থাকা অনিবার্য? আমার মুখ দিয়ে আমি কী বলব এবং কী বলব না, সে ব্যাপারে স্বাধীনতা তো আমার নিশ্চয়ই আছে। তাই বলে কি আমি কাউকে গালাগাল বা কটূক্তি করতে পারি? কখনই নয়। কারণ, আমার যেমন কথা বলার স্বাধীনতা আছে, তেমনি অন্য সকল মানুষের তাদের নিজেদের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করার ব্যক্তিস্বাধীনতাও রয়েছে। আমি নিজের ব্যক্তিস্বাধীনতাকে দিয়ে অন্যের ব্যক্তিস্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করতে পারি না। এমনটা করা হলে তা অবশ্যই অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে এবং সেটা কোনোভাবেই ব্যক্তিস্বাধীনতার সুবাস মাখিয়ে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। যে বাকস্বাধীনতা অন্যকে অপমান করতে শেখায়, সেটা তর্কের ছলে স্বাধীনতা বলা হলেও তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আসলে ব্যক্তিস্বাধীনতা হলো মানুষের পারস্পরিক ও আন্তরিক সেই সব সম্পর্কের সমীকরণ, যার মধ্য দিয়ে নিজের এবং অন্য সকল মানুষের অধিকারসমূহের প্রতি সুষম সংবেদনশীলতায় সামঞ্জস্য রাখার চেষ্টা করা হয়। শিল্পের বিষয়টিও এর বাইরে নয়। আর এজন্যই আমি শিল্পের স্বাধীনতা থেকে শিল্পের মানবিকতাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাধান্যযোগ্য বলে মনে করি। আমাদের উচিত হবে অন্যের অনুভূতি, আবেগ, বিশ্বাস এবং সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন থাকা। আমি হয়তো সবার বিশ্বাস গ্রহণ করব না, কিন্তু প্রকাশ্যে তাদের সেই বিশ্বাসকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে নিজের বিশ্বাসের প্রতি তাদেরকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করার জন্য উস্কে দিতে পারি না। এটা লক্ষণীয় যে, মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র করা হলেও মুসলিমরা মূসা (আলাইহিস সালাম) (মোজেস) কিংবা ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে (যীশু) নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র তৈরি করে না। ইসলামে মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মতোই সকল নবী

নিয়ে কার্টুন প্রকাশ করা চরম ঘৃণিত এবং জঘন্য অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হয়। এমনকি পৌত্তলিকদের দেবমূর্তির প্রতি গালাগাল বা কটূক্তি করা ইসলাম নিষিদ্ধ করে। এইভাবে অন্যের স্বাধীনতা সুরক্ষিত হলে সামগ্রিকভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতার বিষয়টি সাফল্য লাভ করতে পারবে।

মনে করুন, আপনি একজন শিক্ষক এবং কথাশিল্পী। ভাষার অলঙ্করণে আপনি সাধারণ কথাকে অসাধারণ মার্গে উন্নীত করতে পারেন। এখন আপনার এই বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে ক্লাসের মধ্যে এমন একটি দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ পেশ করছেন, যাতে সেই ক্লাসে আপনারই কোনো ছাত্র মানসিকভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাবে। আপনি কি বাকচাতুর্য প্রকাশ করার স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দিয়ে আপনার ছাত্রকে আঘাত করতে পারবেন? নিশ্চয়ই নয়। অন্যের অনুভূতিকে অনুভব করতে পারাই হলো আমাদের মানুষ হয়ে ওঠার অন্যতম সম্বল। এই সম্বলকে হারিয়ে ফেলে শুধু বাকস্বাধীনতার খোলস লাগিয়ে নিরেট সু-সভ্যতার সম্ভাবনা শূন্য হয়ে যায়। আর আমাদের শিল্পবোধ যদি এই দিকটি খেয়ালে না রাখে, তাহলে তার পরিণতি মোটেই সুখকর হবে না। শিল্পের মধ্যে একটা কথার বিলাসিতা থাকে এবং সেটা আমাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজন থেকে কল্পনার বিস্তৃত জগতে অবারিত করে দেয়। এখন আমরা যদি শিল্পের মধ্যে হিংসা, ঘৃণা, অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ প্রভৃতি অমানবিক বিষয়গুলো প্রমোট করতে থাকি, তাহলে তার প্রভাবে শিল্পের উপভোক্তার মন যে কল্পনা লাভ করবে, তা দূষিত, কলুষিত, অসহনশীল ও নির্বুদ্ধিতায় ব্যপীত হয়ে যাবে। শিল্পের মধ্যে যদি ইসলামোফোবিয়া পালিত হয়ে থাকে, তাহলে তার মধ্যে আসলে মানুষের ক্ষতি বৈ কোনো লাভ হবে না। বাকস্বাধীনতার ছাড়পত্র দেখিয়ে যদি কোনো শিল্প মানুষের অকল্যাণকে উদযাপিত করে, তর্কের খাতিরে তাকে শিল্প বলে মেনে নিলেও তার অপরাধকে ক্ষমা করা যায় না। আর তাই শিল্পের মানবিকতাকে লঙ্ঘন করার কারণে শিল্পীর অপরাধকে বিচারালয়ের উর্ধ্বে ভাবা সমীচীন নয়।

এখানে আরও একটা কথা আমি বলতে চাই। মনে করুন, আমি আপনাকে ব্যঙ্গ করে (মাফ করবেন; আমি ব্যঙ্গ করছি না, এটা নিছক বোঝানোর জন্য) কোনো শিল্প রচনা করেছি। এখন আপনি যদি সেই শিল্পকে সমাদর করেন, কিংবা আমার শিল্পের স্বাধীনতা ভেবে উপেক্ষা করেন, তাহলে আমার সেই শিল্পের প্রকাশে কোনো বাধা থাকে না। কিন্তু এতে যদি আপনি মনঃক্ষুণ্ণ হন এবং আমাকে এই বিষয়ে নিষেধ করেন, তখন শিল্পের মানবিকতায় আমার উচিত হবে, আপনাকে ব্যঙ্গ করে কোনো শিল্প রচনা না করা। যিনি আমাকে শিল্পী পরিচয় দেবেন, অর্থাৎ যাকে নিয়ে আমি শিল্প রচনা করব, তার প্রতি যদি আমার কোনো শ্রদ্ধা না থাকে, যার মাধ্যমে আমার শিল্পী পরিচয় তৈরি হবে এবং আমি যদি ভালোবাসতে না পারি আমার শিল্পের অবলম্বনকে, তাহলে আমার শিল্প একরকম যুলুমের উপায় হয়ে উঠবে। এটা এক ধরনের আত্মপ্রবঞ্চনাও বলা চলে। আর যদি শিল্পীর উদ্দেশ্য হয় অন্যকে অকারণে আক্রমণ করা, শিল্পের অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে কারও আবেগ নিয়ে খেলা করা, শিল্পের স্বাধীনতাকে অপব্যবহার করে অন্যের স্বাধীনতা ও ইজ্জতকে নষ্ট করা, তাহলে তা অবশ্যই শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করা উচিত। এটাও এক ধরনের সন্ত্রাস। শিল্পকে বাস্তব জীবনের উর্ধ্বে কোনো অলৌকিক অস্তিত্ব মনে করে এই সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। প্রসঙ্গত, মুসলিমদের এই গর্জে উঠার মাধ্যমে ব্যঙ্গচিত্রটির শিল্পগত বৈধতা খারিজ হয়ে যায়। আমি আবারও দৃঢ়তার সাথে বলছি যে, শিল্পের মানবিকতা লঙ্ঘন করে শিল্পের স্বাধীনতা কখনোই বেশি প্রাধান্য পেতে পারে না, এমনটা করা হলে শিল্পের শিল্পত্ব বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

পরিশেষে আমি মুসলিমদের প্রতি আহ্বান জানাই রব্বুল আলামীনের প্রতি আত্মসমর্পণের দিকে। আমাদের প্রতিটি কর্মই যিনি বিচার দিবসে উপস্থাপিত করবেন। আমরা যেন শান্তি ও নিরাপত্তার পথে অবিচল থাকতে পারি এবং সমস্ত রকম অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন থেকে আত্মরক্ষা করতে পারি। মনে রাখবেন, কেউ মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি কটূক্তি করে তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তবে আমরা আমাদের ঈমানের তাগিদে বিষয়টির প্রতি তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এক্ষেত্রে বয়কট অত্যন্ত কার্যকর একটি প্রতিক্রিয়া। আর এটাও জানি যে, আমরা যতখানি মুহাম্মাদ ﷺ-কে ভালোবাসি, তার চেয়ে অনেক বেশি ভালোবাসেন আমাদের সবার সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক মহান আল্লাহ। আমরা তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তিনিই তো ইজ্জত ও সম্মানের মালিক। এ ব্যাপারে আমরা মহান আল্লাহর কাছে আমাদের দুর্বলতার ক্ষমা চাই এবং তাঁর বাণীকে স্মরণ করি। আর মহান আল্লাহ তো বলেছেন, ‘বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আমিই তোমার জন্য যথেষ্ট’ *(হিজর, ১৫/৯৫)*।

ভ্যালেন্টাইনস ডে : বিশ্ব ভালোবাসা দিবস নাকি বিশ্ব বেহায়া দিবস

-মাক্বছুদুর রহমান*

ভূমিকা :

ইংরেজি 'Love', বাংলা 'ভালোবাসা' ও আরবী (مَحَبَّةٌ) 'মাহাব্বাত' একটি হৃদয় ঘটিত কর্ম। পানাহার, দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি কর্মের মতো ভালোবাসা ইসলামের দৃষ্টিতে কখনো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত আবার কখনো কঠিন নিষিদ্ধ হারাম কর্ম। এ নিষিদ্ধ কর্মের একটি হচ্ছে নারী ও পুরুষের জৈবিক ভালোবাসা তথা অবৈধ প্রণয়। সারা বিশ্বে অবৈধ প্রণয় বা ভালোবাসাকে পবিত্র (কথিত) করার জন্য, অবৈধ প্রেমে যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণী ও কিশোর-কিশোরীকে অনুপ্রাণিত করার জন্য পৃথিবীর নৈতিক চরিত্রের শত্রু, ব্যভিচারের ঠিকাদারেরা এবং আন্তর্জাতিক বেনিয়া সাম্রাজ্যবাদীরা যেমন প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য নানা প্রচার মাধ্যম, রংমহল, পার্ক, সমুদ্র সৈকত, ঝিল ও উপবন প্রভৃতি রচনা করে রেখেছে, ঠিক তেমনি রচনা করেছে অবৈধ প্রেম বৈধ করার বিভিন্ন আইন-কানুন, তৈরি করেছে প্রেম প্রকাশ করার ও ঝালিয়ে নেওয়ার মতো স্মারক দিবস। 'ভালোবাসা দিবস' এমনি একটি দিবস। একে ওদের ভাষায় 'ভ্যালেন্টাইন ডে' বলে। মূলত খ্রিষ্ট ধর্মের লোকেরা এ অনুষ্ঠান চালু ও পালন করে থাকে। কেননা এ ধর্মের মূলনীতি হলো ঈশ্বরের মর্যাদা রক্ষার জন্য যত খুশি মিথ্যা বলা। প্রয়োজন মতো যত ইচ্ছা পরিবর্তন, পরিবর্ধন করে এবং মিথ্যা বলে মানুষকে খ্রিষ্টান বানানো। পল নিজেই বলেছেন, For if the truth of God hat more abounded through my lie unto his glory; why yet am i also judged as a sinner? অর্থাৎ 'আমার মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তাহার গৌরবার্থে উপচিয়া পড়ে, তবে আমিইবা এখন পাপি বলিয়া আর বিচারিত হইতেছি কেন?'[১]

তবে বর্তমানে খ্রিষ্টানদের পাশাপাশি ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে মুসলিম জাতিসহ গোটা বিশ্ব আজ এ দিবসের পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত। নিজেদের স্বকীয়তা-স্বাতন্ত্র্যকে ভুলে গিয়ে ধর্মীয় অনুশাসনকে উপেক্ষা করে যে সমস্ত মুসলিম ভাই-বোন আজকে প্রগতিশীল হওয়ার চেষ্টা করছে, তাদেরকে এ বিজাতীয় সংস্কৃতির পাপরুদ্ধ লাঞ্ছনাময় জীবন থেকে ফিরে আসার আহ্বান নিয়ে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

বিশ্ব ভালোবাসা দিবসের বর্তমান চিত্র :

অপরের প্রতি দয়া ও সহযোগিতার হাত সেই বাড়িয়ে দিতে পারে, যার অন্তর সর্বদা ভালোবাসায় টইটুম্বুর থাকে। অতএব ভালোবাসা কোনো পঙ্কিল শব্দ নয়, নয় কোনো নর্দমা থেকে উঠে আসা বা বস্তাপচা বর্ণগুচ্ছ। ভালোবাসা এক পূণ্যময় ইবাদতের নাম। ভালোবাসতে হবে প্রত্যেক সৃষ্টজীবকে, প্রতিটি মুহূর্তে। এর জন্য কোনো দিন নির্ধারণ করা, বিশেষ উপায় উদ্ভাবন করা মানব জাতির চিরশত্রু ইবলীসের দোসর ছাড়া অন্য কারও কাজ হতে পারে না।

কয়েক বছর পূর্বে এ দেশে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস-এর আমদানি করে একটি প্রগতিশীল (?) সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন। প্রতিযোগিতার বাজারে কেউ পিছিয়ে থাকতে চায় না বলে পরের বছর থেকেই অন্যান্য পত্রিকাও এ দিবসের প্রচারণায় নামে। এ দিবসটি ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষালয়গুলোতে।

পত্রিকান্তরে প্রকাশ, ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবসে রাজধানী ঢাকায় একটি গোলাপ বিক্রি হয়েছে ২০ হাজার টাকায়! কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ও পার্কে তরুণ-তরুণীরা উল্লাস পালন করে এ দিবসে। মূলত কার্ড ও বিভিন্ন উপহারসামগ্রী বিক্রেতারাই নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থে এ দিবসের প্রচারণায় ইন্ধন যোগায়। এ দিন যুবক-যুবতীরা যা করে তা শুধু ইসলামের দৃষ্টিতেই নয়; তথাকথিত আবহমান কালের বাঙ্গালি সংস্কৃতির আলোকেও সমর্থনযোগ্য নয়।

ভালোবাসার জন্য কোনো বিশেষ দিবসের প্রয়োজন হয় না, বিশেষ পাত্র বা পাত্রীরও প্রয়োজন পড়ে না, যা আমাদের উপরিউক্ত আলোচনাতেই স্পষ্ট। কিন্তু বেলেল্লাপনা, বেহায়াপনা করার জন্য বিশেষ সময়, দিবস লাগে, বিশেষ পাত্র বা পাত্রীর দরকার পড়ে। তাই ভালোবাসার কোনো দিবস পালন করা একটি ভাওতাবাজি ছাড়া কিছুই নয়। হ্যাঁ, বেহায়াপনার জন্য

* শিক্ষক, মাদ্রাসা ইশাআতুল ইসলাম আস-সালাফিয়্যাহ্, রাণীবাজার, রাজশাহী।

১. বাইবেল, রোমান, ৩/৭।

www.al-itisam.com

দিবস হতে পারে। কারণ অশ্লীলতা চর্চাকারীরা তাদের নির্লজ্জ আচরণ সবসময় করতে পারে না, সবার সাথে করতে পারে না; এর জন্য উপলক্ষ্য দরকার, যে দিবসের আড়ালে বেলেল্লাপনা চর্চার সুযোগ সৃষ্টি হবে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালোবাসা দিবস পালনের ধরন ও প্রকৃতিই আমাদের বক্তব্যের বস্তুনিষ্ঠতা প্রমাণে যথেষ্ট বলে মনে করি।

তাই আমরা এ দিবসের নাম রাখতে চাই 'বিশ্ব বেহায়া দিবস'। এখন থেকে কুইজ প্রতিযোগিতার প্রশ্ন হবে বিশ্ব বেহায়া দিবস কবে? সঠিক উত্তর হবে- ১৪ ফেব্রুয়ারি।

এভাবে এ দিবসের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে ভ্যালেন্টাইনস ডে বা ভালোবাসা দিবসের যে ইতিহাস, তা জানলে কোনো মুসলিম সন্তান এ দিবস পালনে উৎসাহী হতে পারে না। তাই আসুন, আমরা সংক্ষিপ্তভাবে এ দিবসের ইতিহাস ও তাৎপর্য জেনে নিই। এ দিবস সম্পর্কে বেশ কিছু ঘটনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তন্মধ্যে কয়েকটি ঘটনা আপনাদের খিদমতে নিম্নে পেশ করছি।

ভ্যালেন্টাইন দিবসের ইতিহাস :

ঘটনা-১ : ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর জন্মের আগে চতুর্থ শতকে পৌত্তলিক, মূর্তিপূজারীদের সমাজে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেবতার অর্চনা করত। পশু পাখির জন্য একজন দেবতার কল্পনা করত। জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য একজন দেবতার বিশ্বাস করত, যে দেবতার নাম ছিল লুপারকালিয়া। এ দেবতার সন্তুষ্টির জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি ছিল যুবতীদের নামে লটারি ইস্যু করা। যে যুবতীর নাম যে যুবকের ভাগে পড়ত, সে তার সাথে আগামী বছরের এ দিন পর্যন্ত বসবাস করত। এ দিন এলে দেবতার উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা হতো। জবাইকৃত পশুর চামড়া যুবতীর গায়ে পরিয়ে পশুটির রক্ত ও কুকুরের রক্তে রঞ্জিত চাবুক দিয়ে ছেলে-মেয়েকে আঘাত করত। তারা ভাবত এর দ্বারা নারী সন্তান জন্ম দেওয়ার উপযুক্ত শাস্তি হয়। এ অনুষ্ঠানটি পালন করা হতো ১৪ ফেব্রুয়ারি।

খ্রিষ্ট ধর্মের আবির্ভাব হলে তারা এটাকে পৌত্তলিক কুসংস্কার বলে ঘোষণা দেয়। কিন্তু এতে দিবসটি পালন বন্ধ হয় না। পাদ্রীরা অপারগ হয়ে এ দিবসকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেন। তারা বলেন, আগে এ অনুষ্ঠান হতো দেবতার নামে, এখন থেকে হবে পাদ্রীর নামে। যুবকরা ১ বছর পাদ্রীর সোহবতে থেকে আত্মশুদ্ধি করবে। এ দিনে সেই সোহবত শুরু ও শেষ হবে। ৪৭৬ সনে পোপ জোলিয়াস এ দিবসের নাম পরিবর্তন করে যাজক ভ্যালেন্টাইনের নামানুসারে 'ভ্যালেন্টাইনস ডে' রাখা হয়।

ঘটনা-২ : ভ্যালেন্টাইন, রোমের সম্রাট দ্বিতীয় ক্লডিয়াস এর আমলের লোক। সে ছিল কৃশ্চিয়ান ধর্ম প্রচারক, সম্রাট ছিলেন রোমান দেব-দেবীর পূজায় বিশ্বাসী। ১৪ ফেব্রুয়ারি ২৭০ খ্রিষ্টাব্দে রাষ্ট্রীয় বিধান লঙ্ঘনের অভিযোগে সম্রাট তার মৃত্যুর আদেশ প্রদান করে। অপর বর্ণনায়, সম্রাট লক্ষ্য করেছেন অবিবাহিত যুবকরা বিবাহিত যুবকদের তুলনায় যুদ্ধের কঠিনতম মুহূর্তে ধৈর্যের পরিচয় বেশি দেয়। অনেক সময় বিবাহিতরা স্ত্রী-পুত্রের টানে যুদ্ধে যেতেও অস্বীকৃতি জানায়। তাই যুগল বন্দী তথা যে কোনো পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। সেন্ট ভ্যালেন্টাইন এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। গোপনে তার গির্জায় পরিণয় প্রথা চালু রাখে। এ খবর জানাজানি হলে সম্রাট তাকে জেলবন্দি করার নির্দেশ প্রদান করে। জেলের ভিতরই পরিচয় ঘটে জেলার-এর এক অন্ধ মেয়ের সাথে। সে ছিল চিকিৎসক। বন্দি অবস্থাতেই চিকিৎসা করে অন্ধ মেয়ের দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দেয়- বলে ইতিহাসের বর্ণনায় পাওয়া যায়। এরপর সে প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা মেয়েটির সঙ্গে গল্প করত। এভাবে ভ্যালেন্টাইন তার প্রেমে পড়ে যায়। মৃত্যুর আগে মেয়েটিকে লেখা এক চিঠিতে সে জানায়- 'ইতি তোমার ভ্যালেন্টাইন'। এর আগে মেয়েটি ৪৬ জন সদস্যসহ তার কৃশ্চিয়ান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। এরপর থেকে তার মৃত্যুর তারিখ তথা ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইনস ডে নামে পালিত হতে শুরু করে।

ঘটনা-৩ : ভ্যালেন্টাইনকে 'আতারিত' যা রোমানদের বিশ্বাসে ব্যবসা, সাহিত্য, পরিকল্পনা ও দস্যুদের প্রভু এবং 'জুয়াইবেতার' যা রোমানদের সবচেয়ে বড় প্রভু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। সে উত্তরে বলে, এগুলো সব মানব রচিত প্রভু, প্রকৃত প্রভু হচ্ছে, 'ঈসা মসীহ'। ১৪ ফেব্রুয়ারি এ অপরাধে সম্রাট তার মৃত্যুর আদেশ প্রদান করে।

ঘটনা-৪ : তখন রোমের সম্রাট ক্লডিয়াসের সময় ভ্যালেন্টাইন নামে একজন সাধু, তরুণ প্রেমিকদের গোপন পরিণয়-মন্ত্রে দীক্ষা দিত। এ অপরাধে সম্রাট ক্লডিয়াস ২৬৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি সাধু ভ্যালেন্টাইনের শিরশ্ছেদ করেন। তার এ ভ্যালেন্টাইন নাম থেকেই এ দিনটির নামকরণ করা হয় ভ্যালেন্টাইন ডে, যা আজকের বিশ্ব ভালোবাসা দিবস।

ঘটনা-৫ : ১৪ ফেব্রুয়ারি রোমকদের লেসিয়াস দেবীর পবিত্র দিন। এ দিন তিনি দু'টি শিশুকে দুধ পান করিয়েছিলেন। যারা পরবর্তীতে রোম নগরীর প্রতিষ্ঠাতা হয়েছিল।

ঘটনা-৬ : ১৪ ফেব্রুয়ারি রোমানদের বিবাহ দেবী মহিমময়ী 'ইউনু'-এর বিবাহের পবিত্র দিন।

ঘটনা পর্যালোচনা :

এখানে সময়ের ব্যাপারে কিছুটা তারতম্য থাকলেও দ্বিমতের ভিত্তিতে এটা বলা যেতে পারে যে, হতে পারে ২৬৯-৭০ এ দিবসের জন্ম হলেও ৪৭৬ সালের দিকে এর বুদ্ধিবৃত্তি জাগ্রত হয়। আর এটা বাস্তব যে, এখন এটা পুরো যৌবনে উপনীত হয়েছে।

আমাদের যুবসমাজকে এসব ইতিহাস জানতে হবে। খুৎবা, বক্তৃতা ও সকল গণমাধ্যমে এ দিবসের জন্মপ্রথা ও তাৎপর্য তুলে ধরতে হবে। বুঝাতে হবে পৌত্তলিকদের উদ্ভাবিত, খ্রিষ্টানদের সংস্কারকৃত কোনো অনুষ্ঠান মুসলিমরা উদযাপন করতে পারে না। নিজেদের স্বকীয়তা-স্বাতন্ত্র্যকে ভুলে গিয়ে, ধর্মীয় অনুশাসনকে উপেক্ষা করে তারা আজকে প্রগতিশীল হওয়ার চেষ্টা করছে। ফলে তাদের কর্মকাণ্ডে মুসলিম জাতির উঁচু শির নত হচ্ছে। অথচ এটা বহুপূর্বে রাসূল ﷺ নিষেধ করে গেছেন। ছাহাবী আবূ ওয়াকেদ আল-লায়ছী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ﷺ খায়বার যাত্রায় মূর্তিপূজকদের একটি গাছ অতিক্রম করলেন। তাদের নিকট যে গাছটির নাম ছিল 'যাতু আনওয়াত'। এর উপর তীর টানিয়ে রাখা হতো। এ দেখে কতক ছাহাবী রাসূল ﷺ-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্যও এমন একটি 'যাতু আনওয়াত' নির্ধারণ করে দিন। রাসূল ﷺ ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! এ তো মূসা আলাইহিস সালাম-এর জাতির মতো কথা। আমাদের জন্য একজন প্রভু তৈরি করে দিন, তাদের প্রভুর ন্যায়। আমি নিশ্চিত, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমরা পূর্ববর্তীদের আচার-অনুষ্ঠানের অন্ধানুকরণ করবে'।[২] অন্য হাদীছে ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ বলেছেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করবে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই একজন বলে গণ্য হবে'।[৩] আমর ইবনু শুআইব তাঁর পিতা তাঁর পিতামহ থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ বলেছেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلاَ بِالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الإِشَارَةُ بِالأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الإِشَارَةُ بِالأَكُفِّ.

'যে ব্যক্তি আমাদের ছাড়া বিজাতীয়দের অনুসরণ করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তোমরা ইয়াহূদী ও নাছারাদের অনুকরণ করবে না। কারণ ইয়াহূদীদের সালাম হলো আঙ্গুলির ইশারা করা আর নাছারাদের সালাম হলো হাতের তালু দ্বারা ইশারা করা'।[৪]

সুতরাং আজ আমরা বিশেষ করে যুবসমাজ ইসলামী সংস্কৃতি, তাহযীব-তামাদ্দুন ছেড়ে দিয়ে বিজাতীয় কুসংস্কারে গড্ডালিকার ন্যায় যুক্ত হয়ে পড়েছি। অথচ যুবসমাজ হলো জাতির প্রাণ; দেশের ভবিষ্যৎ। যুবসমাজের নৈতিকতার পতন হওয়া মানে ঐ জাতির ভবিষ্যৎ ধ্বংস হওয়া। অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা উস্কে দিয়ে শত্রুরা আমাদের ভবিষ্যতকে গলা টিপে হত্যা করতে চায়। যুবকদের নৈতিকতার বলকে বিচূর্ণ করে আমাদের দুর্বল করে দিতে চায়। যারা প্রকৃত দেশপ্রেমিক, তারা এ দিবসকে সমর্থন করে দেশ ও জাতির সর্বনাশ করতে পারেন না। যারা প্রগতিশীল, সুশীল ইত্যাদি বিশেষণে নিজেদের বিশেষিত করেন, তাদের প্রতি অনুরোধ- দেশের ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় তরুণ-তরুণীদের, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অশ্লীলতার পথ থেকে ফেরান। তাদের নৈতিক পতন রোধ করুন। বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও উৎসবের নামে নীতি-নৈতিকতা ধ্বংসের প্রতিযোগিতা থেকে তাদের রক্ষা করুন।

'ইসলামের তুমি দিয়ে কবর
মুসলিম বলে কর ফখর
মুনাফিক তুমি সেরা বেদ্বীন,
ইসলামে যারা করে যবেহ্
তুমি তাদের হও তাবে,
তুমি জুতা-বহা তারও অধীন।'

বাংলাদেশে প্রচলন :

বাংলাদেশে এ দিবসটি পালন করা শুরু হয় ১৯৯৩ সালে। কিছু ব্যবসায়ীর মদদে এটি প্রথম চালু হয়। অপরিণামদর্শী মিডিয়া কর্মীরা এর ব্যাপক কভারেজ দেয়। আর যায় কোথায়! লুফে

২. জামে' আত-তিরমিযী, হা/২১৮০; মুসনাদে আহমাদ, হা/২১৮৯৭, মিশকাত, হা/৫৪০৮।
৩. আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১।
৪. জামে' আত-তিরমিযী, হা/২৬৯৫, হাসান ছহীহ।

www.al-itisam.com

নেয় বাংলার তরুণ-তরুণীরা। এরপর থেকে ঈমানের ঘরে ভালোবাসার পরিবর্তে ভুলের বাসা বেঁধে দেওয়া কাজটা যথারীতি চলছে। আর এর ঠিক পিছনেই মানব জাতির আজন্ম শত্রু শয়তান এইডস নামক মরণ-পেয়ালা হাতে নিয়ে দাঁত বের করে হাসছে। মানুষ যখন বিশ্ব ভালোবাসা দিবস সম্পর্কে জানত না, তখন পৃথিবীতে ভালোবাসার অভাব ছিল না। আজ পৃথিবীতে ভালোবাসার বড় অভাব। তাই দিবস পালন করে ভালোবাসার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হয়! আর হবেই না কেন! অপবিত্রতা নোংরামি আর প্রতারণার মাঝে তো আর ভালোবাসা নামক ভালো বস্তু থাকতে পারে না। তাই আল্লাহ তাআলা মানুষের হৃদয় থেকে ভালোবাসা উঠিয়ে নিয়েছেন। বিশ্ব ভালোবাসা দিবসকে চেনার আরও কিছু নমুনা পেশ করা আবশ্যক। দিনটি যখন আসে, তখন শিক্ষাঙ্গনের শিক্ষার্থীরা বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তো একেবারে বেসামাল হয়ে উঠে। নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য উজাড় করে প্রদর্শনের জন্য রাস্তায় নেমে আসে। শুধুই কি তাই! অঙ্কন পটীয়সীরা উল্কি আঁকার জন্য পসরা সাজিয়ে বসে থাকে রাস্তার ধারে ধারে। তাদের সামনে তরুণীরা পিঠ, বাহু আর হস্তদ্বয় মেলে ধরে পছন্দের উল্কিটি এঁকে দেওয়ার জন্য। শরীরে উল্কি আঁকাতে যেয়ে নিজের ইযযত-আব্রু পরপুরুষকে দেখানো হয়, যা প্রকাশ্য কাবীরা গুনাহ। যে ব্যক্তি উল্কি আঁকে এবং যার গায়ে তা আঁকা হয়, উভয়ের উপরই আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হয়। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ 'আল্লাহ ঐ নারীর উপর লা'নত করেন, যে পরচুলা লাগায় আর অপরকে পরচুলা লাগিয়ে দেয়। আর যে নারী উল্কি অঙ্কণ করে এবং যে তা করায়'।[৫]

মূলত যার লজ্জা নেই, তার পক্ষে এহেন কাজ নেই যা করা সম্ভব নয়। আবূ মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ 'পূর্ববর্তী নবীদের নছীহত থেকে মানুষ যা লাভ করেছে, তার একটা হলো, যদি তুমি লজ্জাই না করো, তবে যা ইচ্ছে তাই করো'।[৬]

ভালোবাসা দিবসে পশ্চিমা দেশ :

'ভালোবাসা দিবস'-কে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবী উন্মাতাল হয়ে উঠে। বাজার ছেয়ে যায় নানাবিধ উপহারে। পার্ক ও হোটেল-রেস্তোরাঁগুলো সাজানো হয় নতুন সাজে। পৃথিবীর প্রায় সব বড় শহরেই 'ভ্যালেন্টাইনস ডে'-কে ঘিরে পড়ে যায় সাজ সাজ রব। হৈ চৈ, উন্মাদনা, ঝলমলে উপহারসামগ্রী, প্রেমিক যুগলের চোখে-মুখে থাকে বিরাট উত্তেজনা। হিংসা-হানাহানির যুগে ভালোবাসার এই দিনকে (!) প্রেমিক যুগল তাই উপেক্ষা করে সব চোখ রাঙানি। বছরের এ দিনটিকে তারা বেছে নিয়েছে হৃদয়ের গোপন কথার কলি ফোটাতে। এ দিনে পশ্চিমা দেশগুলোতে প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন এমনকি পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও উপহার বিনিময় হয়। উপহারসামগ্রীর মধ্যে থাকে খাদ্য-দ্রব্য, ফুল, বই ছবি, 'Be my valentine' (আমার ভ্যালেন্টাইন হও), প্রেমের কবিতা, গান, শোক লেখা কার্ড প্রভৃতি। গ্রীটিং কার্ডে, উৎসব স্থলে অথবা অন্য স্থানে প্রেমদেব (cupid)-এর ছবি বা মূর্তি স্থাপিত হয়। সেটা হলো একটি ডানাওয়ালা শিশু, তার হাতে ধনুক এবং সে প্রেমিকার হৃদয়ের প্রতি তীর নিশান লাগিয়ে আছে। এ দিন স্কুল, কলেজ আর ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের ক্লাসরুম সাজায় ও অনুষ্ঠান করে। ১৮শ শতাব্দী থেকেই শুরু হয়েছে ছাপানো কার্ড প্রেরণ। এসব কার্ডে ভালো-মন্দ কথা, ভয়-ভীতি আর হতাশার কথাও থাকত। ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যেসব কার্ড ভ্যালেন্টাইন ডে-তে বিনিময় হতো, তাতে অপমানজনক কবিতাও থাকত।

ভালোবাসা দিবসে বাংলাদেশ :

পশ্চিমা দেশগুলোর পাশাপাশি প্রাচ্যের দেশগুলোতেও এখন ঐ অপসংস্কৃতির মাতাল ঢেউ লেগেছে। ভালোবাসায় মাতোয়ারা থাকে ভালোবাসা দিবসে রাজধানীসহ দেশের বড় বড় শহরগুলো। পার্ক, রেস্তোরাঁ, ভার্সিটির করিডোর, টিএসসি, ওয়াটার ফ্রন্ট, ঢাবির চারুকলার বকুলতলা, আশুলিয়া- সর্বত্র থাকে প্রেমিক-প্রেমিকাদের তুমুল ভিড়। 'সেন্ট ভ্যালেন্টাইন ডে' উপলক্ষ্যে অনেক তরুণ দম্পতিও হাযির হয় প্রেমকুঞ্জগুলোতে। 'ভ্যালেন্টাইনস ডে' উদযাপন উপলক্ষ্যে দেশের নামী-দামী হোটেলের হলরুমে বসে তারুণ্যের মিলন মেলা। 'ভালোবাসা দিবস'-কে স্বাগত জানাতে হোটেল কর্তৃপক্ষ হলরুমকে সাজান বর্ণাঢ্য সাজে। নানা রঙের বেলুন আর অসংখ্য ফুলে স্বপ্নিল করা

৫. ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৩৬, ৫৯৪০, ৫৯৪২, ৫৯৪৭; ছহীহ মুসলিম, ৩৭/৩৩, হা/২১২৪।
৬. ছহীহ বুখারী, হা/৬১২০, ৩৪৮৩; মিশকাত, হা/৫০৭২।

হয় হলরুমের অভ্যন্তর। জম্পেশ অনুষ্ঠানের সূচিতে থাকে লাইভ ব্যান্ড কনসার্ট, ডেলিশাস ডিনার এবং উদ্দাম নাচ। আগতদের সিংহভাগই অংশ নেয় সে নাচে। ঘড়ির কাঁটা যখন গিয়ে ঠেকে রাত দুটার ঘরে, তখন শেষ হয় প্যান প্যাসেফিক সোনারগাঁও হোটেলের 'ভালোবাসা দিবস' বরণের অনুষ্ঠান। ঢাবির টিএসসি এলাকায় প্রতি বছর এ দিবসে বিকেল বেলা অনুষ্ঠিত হয় ভালোবাসা র‍্যালি। এতে বেশ কিছু খ্যাতিমান দম্পতির সাথে প্রচুর সংখ্যক তরুণ-তরুণী, প্রেমিক-প্রেমিকা, কিশোর-কিশোরী যোগ দেয়। প্রেমের কবিতা আবৃত্তি, প্রেম সংগীত, দাম্পত্য এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদির স্মৃতি চারণে অংশ নেয় তারা। এক শ্রেণির তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী এমনকি বুড়ো-বুড়িরা পর্যন্ত নাচতে শুরু করে! তারা পাঁচতারা হোটেলে, পার্কে, উদ্যানে, লেক পাড়ে, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আসে ভালোবাসা বিলাতে ও কথিত রোমান্স নামক অশ্লীলতার প্রদর্শন করতে। অশ্লীলতা, নোংরামি ও বেহায়াপনা এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে যে, গত কয়েক বছর থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু নিচু মন মানসিকতার শিক্ষার্থী 'প্রেম বঞ্চিত সংঘের' ব্যানারে মিছিল করে, যার স্লোগান ছিল 'কেউ পাবে, কেউ পাবে না, তা হবে না, তা হবে না' প্রেমের ক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীর সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।[৭]

পশ্চিমা দেশগুলোর প্রকৃত অবস্থা :

পাশ্চাত্য সভ্যতার অনেক ভালো দিক রয়েছে। তারা জাগতিকভাবে অনেক উন্নতি লাভ করেছে। তবে অশ্লীলতার প্রসারে যে অবক্ষয় তাদের স্পর্শ করেছে, তা তার সকল অর্জনকে কলঙ্কিত করেছে এবং সার্বিক ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করেছে। 'ভালোবাসা' উন্মুক্ত করে পথে-ঘাটে 'সহজলভ্য' করে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমাদের নিজেদের ঘর-সংসারে ভালোবাসা নেই! তাদের ভালোবাসা জীবনজ্বালা আর জীবন জটিলতার নাম; মা-বাবা, ভাই-বোন হারাবার নাম; নৈতিকতার বন্ধন মুক্ত হওয়ার নাম। তাদের ভালোবাসার পরিণতি 'ধরো ছাড়ো' আর 'ছাড়ো ধরো' নতুন নতুন সঙ্গী।

তাদের এ ধরা-ছাড়ার বেলেল্লাপনা চলতে থাকে জীবনব্যাপী। ফলে কেউই আর পরিবার গঠনের মতো কঠিন ঝামেলায় (!) যেতে চাচ্ছে না। পরিবার গঠন করলেও পরিবার টিকছে না। বিবাহ বিচ্ছেদের হার খুবই ভয়ংকর। ১৯৭০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৮০% মানুষ পারিবারিক জীবনযাপন করতেন। অথচ ২০০০ সালে সে দেশের প্রায় ৫০% মানুষ কোনো রকম পারিবারিক বন্ধন ছাড়াই একবারে পৃথক ও একক জীবনযাপন করেন। বাকী ৫০% যারা পরিবার গঠন করেছেন, তাদেরও প্রায় তিন ভাগের এক ভাগের কোনো সন্তানসন্ততি নেই। এর ফলে তাদের মাঝে সহিংসতা, স্বার্থপরতা ও হিংস্রতা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ দিবসের সর্বনিকৃষ্ট কাজ :

এ দিবসের দিন ও রাতের বিভিন্ন সময়ে যুবক-যুবতীরা একত্রিত হয়। মিলনাকাঙ্ক্ষী অসংখ্য যুগলের সবচেয়ে বেশি সময় চুম্বনাবদ্ধ হয়ে থাকার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। আবার কোথাও কোথাও চুম্বনাবদ্ধ হয়ে ৫ মিনিট অতিবাহিত করে ঐ দিনের অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকে। নেশায় বুদ হওয়াও নতুন কোনো সংবাদ নয়। তারা এত কাছাকাছি আসে যে, একে অপরের মধ্যে হারিয়ে যায়। শয়তান তাদের অন্য জগতে নিয়ে যায়। নেশার মধ্যেও এ ঘটনা ঘটে আর নেশা ছাড়াও ঘটে থাকে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বান্দার কল্যাণের জন্য বলেন, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا 'আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ' *(বনী ইসরাঈল, ১৭/৩২)*। অথচ আমরা একবারও খেয়াল করছি না, ভালোবাসার নামে আমরা এসব কী করছি? কোথায় নিয়ে যাচ্ছি প্রিয়জনদের? এ ভালোবাসার কী পরিণাম অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য?

পরিশেষে বলব, যখন এ পৃথিবীর বিপুল সংখ্যক মানুষ না খেয়ে থাকে, যখন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কান্ডারি শিশুরা ক্ষুধায়, অপুষ্টিতে ভুগে মারা যায়, তখন আমরা অবৈধ বিনোদনের নামে এ সমস্ত নোংরা অনুষ্ঠান উদযাপন করে অজস্র অর্থ নষ্ট করি কোন মানবিকতায়? অতএব, যে কোনো মূল্যে এ সমস্ত অপসংস্কৃতির বেড়াজাল থেকে মুক্ত হওয়া আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের এ সমস্ত নছীহতগুলো মেনে চলার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

৭. দৈনিক যুগান্তর, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০।

অপরকে কষ্ট দেওয়ার ভয়াবহতা

*[২৬ রবীউছ ছানী, ১৪৪২ হি. মোতাবেক ১১ ডিসেম্বর, ২০২০। পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারার (মসজিদে নববী) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন **শায়খ ড. হুসাইন আলে শায়খ (হাফি.)**। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহীর সম্মানিত সিনিয়র শিক্ষক ও 'আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ'-এর গবেষণা সহকারী **শায়খ মুরসালিন বিন আব্দুর রউফ**। খুৎবাটি **'মাসিক আল-ইতিছাম'**-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

প্রথম খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সৎলোকদের অভিভাবক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর একজন বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ﷺ, তার পরিবারবর্গ ও সকল মুত্তাক্বীদের উপর শান্তি অবতীর্ণ করো।

অতঃপর, হে মুসলিমগণ! আমি নিজেকে ও আপনাদেরকে আল্লাহভীতির অছিয়ত করছি। কেননা তাঁকে ভয় করা ও তাঁর আনুগত্য করার মাঝেই রয়েছে বড় সফলতা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ও সঠিক কথা বলো। তাহলে তিনি তোমাদের আমলসমূহকে পরিশুদ্ধ করে দিবেন ও সমস্ত গুনাহ মোচন করে দিবেন। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে আল্লাহ তাকে মহাসফলতা প্রদান করবেন' *(আল-আহযাব, ৩৩/৭০-৭১)*।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! মানুষের সবচেয়ে ঘৃণিত স্বভাব হলো অন্যায়ভাবে কাউকে কষ্ট কিংবা অন্যায়ভাবে গালি-গালাজ করা। যার মাধ্যমে মানুষ দয়া, সহানুভূতি, মূল্যবোধ ও করুণার মতো মহৎ গুণ হতে দূরে সরে যায়। আর যে ব্যক্তি অন্যকে কষ্ট দেয় তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার মাঝে বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক গুণাবলি একত্রিত হয়ে যায়। আর এটা মূলত দুর্বল মুমিনদের পরিচয়। আর তা নাফসে আম্মারা তথা মন্দ আত্মা হতে সংঘটিত হয়। অতএব, আপনার জন্য করণীয় হলো নিজের আত্মাকে মন্দ কাজ করা হতে বিরত রাখা।

হে মুসলিম! তুমি তোমার প্রবৃত্তিকে মন্দ কাজ করা হতে বিরত রাখো এবং দুনিয়া ও আখেরাতকে গনীমত হিসাবে গণ্য করো। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যারা মুমিন নর-নারীকে কষ্ট দেয় তেমন কোনো দোষ ছাড়াই, তাহলে তারা মূলত অপবাদ ও সুস্পষ্ট গুনাহের বোঝাই বহন করে চলে' *(আল-আহযাব, ৩৩/৫৮)*। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও হাদীছে আল্লাহর উক্ত বাণীকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন এবং অন্যকে কষ্ট দেয় তার ব্যাপারে তিনি কঠোরভাবে হুঁশিয়ারি বাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেন, 'এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। অতএব সে তাকে কোনো ধরনের অত্যাচার, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অপমানিত করতে পারে না'।[১] এছাড়াও অন্য হাদীছে তিনি রাস্তায় বসা ও অন্যকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য বলেছেন'।[২]

হে মুসলিম! তুমি উত্তম বৈশিষ্ট্যগুলোর মাধ্যমে তোমার দ্বীনকে রক্ষা করো এবং অপরকে কষ্ট দেওয়া হতে বিরত থাকো। আর তুমি সেই ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যাও, যার ব্যাপারে ফুযায়ল ইবনে ইয়ায বলেছেন, হে মুসলিম! রাস্তার কুকুর কিংবা শূকরকেও কষ্ট দেওয়া তোমার জন্য শোভনীয় নয়। তাহলে সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে তুমি কীভাবে কষ্ট দিতে পার?

হে ঈমানদারগণ! রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে কঠোরভাবে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ওহে! যারা কেবল মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছে, অন্তরে এখনও ঈমানে পরিপূর্ণ হয়নি! তোমরা কোনো মুসলিমকে কষ্ট দিয়ো না, দোষারোপ করো না এবং তাদের গোপন ত্রুটি অন্বেষণ করো না। কেননা যে তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করবে, আল্লাহও তার গোপন দোষ অন্বেষণ করবেন। আর আল্লাহ যার গোপন দোষ অন্বেষণ করবেন তাকে তিনি অপমানিত করে ছাড়বেন, যদিও সে তার ঘরের মধ্যে অবস্থান করে।[৩]

ক্বাতাদা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তোমরা মুমিনদের কষ্ট দেওয়া হতে বিরত থাকো। কেননা এতে আল্লাহ তাআলা খুবই রাগান্বিত হন। অতএব, একজন মুসলিম হিসাবে তোমার উপর কর্তব্য হলো, মানুষকে কষ্ট দেওয়া ও মনের প্রবৃত্তি অনুসরণ করা হতে বিরত থাকা। রাসূল ﷺ তোমাকে লক্ষ্য করে বলেন, 'প্রকৃত মুসলিম সেই যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট হতে অপর মুসলিম নিরাপদে থাকে'।[৪] এ ছাড়াও অন্য হাদীছে বলেছেন, যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।[৫] ছহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে,

১. ছহীহ বুখারী, হা/৬৯৫১; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৬৪; মিশকাত,/৪৯৫৮।
২. ছহীহ মুসলিম, হা/২১২১; মিশকাত, হা/৪৬৪০।
৩. তিরমিযী, হা/২০৩২; ইবনে হিব্বান, হা/৫৭৬৩; মিশকাত, হা/৫০৪৪, সনদ ছহীহ।
৪. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৮৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৬; মিশকাত, হা/৬।
৫. ছহীহ বুখারী, হা/৫১৮৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৫; মিশকাত, হা/৪২৪৩।

'যার অনিষ্ট হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না, সে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।[৬]

হে ইসলামের ভ্রাতৃমণ্ডলী! বর্তমান বিশ্বে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে একজন অপরজনকে অশ্লীল কথাবার্তা ও উসকানীমূলক কিছু বলার মাধ্যমে কষ্ট দিচ্ছে। অথচ একজন মুসলিম হিসাবে এগুলো থেকে তার বিরত থাকা প্রয়োজন। কেননা সকলকে আল্লাহর কাছে উপস্থিত করা হবে এবং তাদের ভালো-মন্দ কর্মসমূহ ওযন করা হবে। অতএব, সকলের উচিত হবে একে অপরকে কষ্ট দেওয়া হতে বিরত থাকা।

হে আল্লাহর বান্দা! মুসলিমদের কষ্ট দেওয়া শুধু এককভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে হারাম নয় বরং এটা সকল মুসলিমদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যার মাঝে রয়েছে সকলের উপকারী। আর এ জন্যই ইসলামের মূলনীতি হলো, নিজের ক্ষতি করা যাবে না এবং অপরেরও ক্ষতি সাধন করা যাবে না।[৭] রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে বলেন, 'তোমরা দুই প্রকার অভিশপ্ত জিনিস হতে বিরত থাকো। আর তা হলো, মানুষের চলাচলের স্থানে কিংবা ছায়াযুক্ত স্থানে প্রস্রাব-পায়খানা করা'।[৮] অন্য বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে মুসলিমদের রাস্তায় এমন কিছু করে যার মাধ্যমে তারা কষ্ট পেয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য তাদের পক্ষ হতে অভিশাপ আবশ্যক হয়ে যায়।[৯] অতএব, হে মুমিন! তুমি তোমার কথা, কাজকর্ম ও যবানের মাধ্যমে অন্যকে কষ্ট দেওয়া হতে বিরত থাকো। আর এরূপ করলে তুমি ইহকালে ও পরকালে উভয় স্থানে সফলকাম হবে।

দ্বিতীয় খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি ছাড়া কোনো মাবূদ নেই। তিনি একক ও তাঁর কোনো সমতুল্য নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! তুমি তার প্রতি, তার পরিবারের প্রতি এবং সকল অনুসারীদের প্রতি রহমত বর্ষণ করো।

আম্মা বা'দ : হে আমার মুসলিম ভাই! সৃষ্টিকুলকে কষ্ট দেওয়া হতে মুক্ত থাকুন, প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে। আর শিরক-বিদআত, হিংসা-বিদ্বেষ ও অন্যকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হতে স্বীয় অন্তরকে বিরত রাখুন। কারণ এগুলো থেকে অন্তরকে পরিচ্ছন্ন রাখার মাধ্যমেই জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাতে লাভ করাটা অধিক সহজ হয়ে যায়। যেমনটি আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন, যখন তিনি তার রবের নিকট এই বলে আবেদন করেছিলেন যে, '(হে আমার প্রতিপালক!) তুমি আমাকে কিয়ামতের ময়দানে অপমানিত করো না। যে দিন সন্তান-সম্পত্তি কোনো উপকারে আসবে না, তবে আল্লাহ যাকে খাঁটি অন্তর প্রদান করেছেন সে ব্যতীত' *(আশ-শুআরা, ২৬/৮৭-৮৯)*।

সর্বদা জান্নাতীদের বৈশিষ্টগুলো অর্জনের জন্য চেষ্টা করুন। তন্মধ্যে অন্যতম একটি বৈশিষ্ট হলো হিংসা-বিদ্বেষ থেকে দূরে থাকা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি তাদের অন্তর হতে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দিব এবং তারা সেখানে পরস্পরে মুখোমুখি হয়ে অবস্থান করবে *(আল-হিজর, ১৫/৪৭)*।

আর যারা স্বীয় অন্তরকে হিংসা ও শত্রুতা হতে মুক্ত রাখতে পারে তাদের মর্যাদা সম্পর্কে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো একজন আনছারী ছাহাবী। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ব্যাপারে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেন। এ শুনে তার আমল সম্পর্কে জানার জন্য আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আছ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে খুঁজে বের করেন এবং তার নিকট তিন দিন তিন রাত অবস্থান করেন। কিন্তু তিনি তার সৎ আমলসমূহের মধ্য হতে যা পেলেন তা হলো, তিনি কখনো রাত্রে ঘুম হতে উঠতেন না তবে যখন ঘুম ভেঙে যেত তখন তিনি বিছানা থেকে উঠতেন এবং আল্লাহর যিকির ও তাকবীর বলতে থাকতেন। এরপর ফজরের সময় হয়ে গেলে ছালাতের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। আর তিনি তাকে কখনো ভালো কথা ছাড়া মন্দ কথা বলতে শুনেননি। এরপর আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে রাসূল ﷺ কর্তৃক প্রদত্ত সংবাদটি জানালেন। তখন সে ব্যক্তি তার আমলের বর্ণনা দিয়ে বললেন, তুমি যা আমাকে করতে দেখেছ তাই করে থাকি। তবে আমার আরও একটি আমল রয়েছে, আমি কখনো কোনো মুসলিমের ব্যাপারে হিংসা পোষণ করি না, যদিও আল্লাহ তাকে অনেক কল্যাণ প্রদান করে থাকেন। এ কথা শুনে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আছ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এটাই হলো সেই আমল যার মাধ্যমে তুমি জান্নাত অর্জন করে নিয়েছ, যা আমরা করতে সক্ষম হচ্ছি না।[১০]

হে মুসলিম! তুমি তোমার অন্তরকে হিংসা-বিদ্বেষ ও অপরকে কষ্ট দেওয়া হতে মুক্ত রাখো। তাহলে তুমি ইহকালে ও পরকালে উভয় জগতে নিরাপদ থাকবে। আর নিরাপদ থাকার অন্যতম মাধ্যম হলো, হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বিরত থাকা।

তাই আসুন! আমরা হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা ও একে অপরকে কষ্ট দেওয়া হতে বিরত থাকি এবং রাসূলের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করি। তাহলেই আমাদের মাঝে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসবে বলে আশা করা যায়।

---

৬. ছহীহ মুসলিম, হা/৪৬; মিশকাত, হা/৪৯৬৩।

৭. ইবনু মাজাহ, হা/২৩৪০।

৮. ছহীহ মুসলিম, হা/৬৪১; আবূ দাঊদ, হা/২৫; মিশকাত, হা/৩৩৯।

৯. ইমাম ত্বাবারানী ছহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

১০. মুসনাদে আহমাদ, হা/১২৭২০; সিলসিলা যঈফা, হা/৬৫০০।

www.al-itisam.com

কমান্ডো সিনেমায় ইসলামকে চরম অবমাননা

-জুয়েল রানা*

কৈফিয়ত : দুনিয়াব্যাপী ইসলাম নিয়ে যে বহু পর্যায়ের ষড়যন্ত্র চলছে, কমান্ডো সিনেমা তারই একটি অংশ। ইসলাম আর মুসলিমদের নানা কৌশলে এতদিন দাড়ি, টুপি, জুব্বা, রুমাল, সুরমাকে রাজাকার, জঙ্গি, বদমায়েশ, চরিত্রহীনদের পোশাক বানিয়ে অপমান করেছে ভারত ও এ দেশের মুভি মেকাররা। এবার যৌথ উদ্যোগ নিয়েছে! নতুন সংযুক্তি, চরিত্র নয় সাবজেক্টই হবে সেটি! কৌশলে বিষয়টিই বাংলা সিনেমার সাবজেক্ট হলো।

এক নজরে 'কমান্ডো' সিনেমার কাহিনী : সম্প্রতি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় (?) অভিনেতা দেব অভিনীত চলচ্চিত্র 'কমান্ডো'র টিজার প্রকাশ পেয়েছে ইউটিউবে। ভারতীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, দেলোয়ার হোসেন দিলের চিত্রনাট্যে কমান্ডো চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করেছেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় (?) পরিচালক শামীম আহমেদ রনি। আর এ চলচ্চিত্রটির প্রযোজক বাংলাদেশের খ্যাতনামা প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান শাপলা মিডিয়া ও শাপলা মিডিয়া ইন্টারন্যাশনালের কর্ণধার মো. সেলিম খান। মূলত অপরাধ জগৎ এবং র‍্যাবের একটি মিশন ছবিটির পটভূমিকায়। শাপলা মিডিয়া'র প্রযোজনায় ছবিতে দেবের সঙ্গে রয়েছেন সুদীপ মুখোপাধ্যায়, শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, বরুণ চন্দকে।

সংবাদে আরও বলা হয়েছে, এর কাহিনীতে বাংলাদেশে জঙ্গি সংগঠন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে এমন ঘটনা দেখানো হয়েছে। ঢাকা, কুমিল্লাসহ বিভিন্ন জায়গায় হামলার ছক করছে জঙ্গিরা। তাদের সেই মিশন বানচাল করার দায়ভার নিয়েছেন ওপার বাংলার অভিনেতা 'কমান্ডো' দেব বা উবা। এটিই দেবের প্রথম বাংলাদেশি ছবি। বড়দিনে মুক্তি পেয়েছে 'কমান্ডো'র টিজার। টিজারের প্রথম দিকে দেবের মারপিট দেখা গেছে।

দেব নিজের ফেসবুক পেজে শেয়ার করেছেন সেটি। সেখানে লিখেছেন, 'অবশেষে অপেক্ষার অবসান, আপনাদের জন্য রইল আমার বাংলাদেশের প্রথম সিনেমা কমান্ডোর টিজার। পাশে থাকার জন্য বাংলাদেশের সকল দর্শকদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা রাখি সিনেমাটি আপনাদের সকলের খুব ভালো লাগবে'।

সিরিজ বোমা হামলার ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে 'কমান্ডো' সিনেমার গল্প তৈরি হয়েছে বলে জানা গেছে। শুরুতে এ সিনেমার নাম ছিল 'মিশন সিক্সটিন'। পরে নাম পরিবর্তন করে 'কমান্ডো' রাখা হয়েছে। এরই মধ্যে সিনেমার বেশ কিছু অংশের চিত্রায়ণ কলকাতায় শেষ হয়েছে। বাকি রয়েছে ঢাকা এবং চাঁদপুর অংশের কাজ। ভিসা পেলেই দেবের ঢাকায় আসার কথা রয়েছে। তারপর অংশ নিবেন বাকি অংশের চিত্রায়ণে।[১]

মুসলিমদের পোশাক নিয়ে অবমাননা : কমান্ডো সিনেমায় জঙ্গি বানানো হয়েছে শুধু মুসলিমদেরকে। ওখানে কোনো হিন্দু, খ্রিষ্টান বা বৌদ্ধ ধর্মের কোনো চরিত্র রাখা হয়নি। টিজারের প্রথম দিকে দেখা গেছে- যাকে জঙ্গিদের লিডার বানানো হয়েছে, তার মাথায় আছে পাগড়ী, মুখে দাড়ি, গায়ে জুব্বা। কিন্তু হিন্দুদের কোনো পোশাক যেমন ধুতি, পুতির মালা ইত্যাদি পরিহিত অবস্থায় কোনো চরিত্র রাখা হয়নি। বেশ কয়েক বছর থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, দেশের নাটক বা সিনেমায় যে ব্যক্তিকে দিয়ে খুন, ধর্ষক, ভূমিদস্যু ও অত্যাচারীর চরিত্রে অভিনয় করানো হয়, তার মাথায় টুপি, দাড়ি, কপালে সেজদার দাগ, পাঞ্জাবি-পায়জামা পরা অবস্থায় দর্শকদের সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে। দৃশ্যত মনে হয়, দাড়ি-টুপিওয়ালারাই যেন 'সব অপরাধের হোতা'। তার মানে, সমাজে শার্ট-প্যান্ট-স্যুট, টাই পরা লোকেরা কি অপরাধ করে না?

টিজারটির ১২ সেকেন্ডে গিয়ে দেখা গেছে- মাথায় টুপি, গলায় হাজি তোয়ালে, মুখে দাড়ি এবং জুব্বা পরিহিত অবস্থায় এক লোক খুব ভয়ংকরভাবে তাকাচ্ছে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট করে মুসলিমদের বিশেষ পোশাক নিয়ে হেয় প্রতিপন্ন ও চরমভাবে অবমাননা করা হয়েছে।

মুসলিমদেরকে সন্ত্রাসী হিসাবে উপস্থাপন : সিনেমাটির প্রকাশিত পুরো টিজারটিতে নির্দিষ্ট করে শুধু মুসলিমদেরকে টার্গেট করেই জঙ্গি, সন্ত্রাসী বানানো হয়েছে, যা অবশ্যই নিন্দনীয় ও গর্হিত অপরাধ। অর্থাৎ মুসলিম মানেই সন্ত্রাসী, জঙ্গি- এটা প্রোমোট করার জন্যই এই সিনেমা তৈরি করা হয়েছে। **উক্ত সিনেমায় মূলত জিহাদের অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। মূল কথা হলো- জঙ্গিবাদ, উগ্রবাদ, সন্ত্রাসবাদ জিহাদ নয়; বরং**

* খত্বীব, গছাহার বেগ পাড়া জামে মসজিদ (১২ নং আলোকডিহি ইউনিয়ন), গছাহার, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর; সহকারি শিক্ষক, চম্পাতলী জান্দি পাড়া ইসলামিক একাডেমি, চম্পাতলী বাজার, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

১. https://m.somoynews.tv/pages/details/256430.

জঙ্গিবাদ, উগ্রবাদ, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই হলো জিহাদ। বাংলাদেশে একটি কথা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তা হলো- মাদরাসার ছাত্ররাই জঙ্গি এবং মাদরাসায় জঙ্গিবাদ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় হামলা হয়েছে ২০১৬ সালে গুলশানের হলি আর্টিজানে। তখন প্রমাণ মিলেছে, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, আধুনিক পরিবারের সদস্যরাই জঙ্গিবাদে জড়িত রয়েছে।

'না'রায়ে তাকবীর' নিয়ে ভণ্ডামি : 'না'রায়ে তাকবীর' নিয়ে মূল ভণ্ডামিটা হলো- প্রকাশিত টিজারটির ০৯ সেকেন্ডে গিয়ে দেখা গেছে- 'না'রায়ে তাকবীর' বলে জঙ্গিরা তাদের মিশন বাস্তবায়নের জন্য বের হচ্ছে। উল্লেখ্য, 'না'রায়ে তাকবীর' এর মধ্যে ১ম শব্দটি উর্দূ (نعرہ) অর্থ: ধ্বনী বা উচ্চ আওয়াজ। তাকবীর শব্দটি আরবী। অর্থ: আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব। সুতরাং না'রায়ে তাকবীর অর্থ হলো, তাকবীর ধ্বনী। অর্থাৎ তোমরা উচ্চ উওয়াজে আল্লাহর বড়ত্বের ঘোষণা দাও। যদিও 'লিল্লাহি তাকবীর' বলাই ভালো।

'ঈদ' উৎসব নিয়ে অবমাননা : টিজারে দেখা গেল, 'EID 2021' লেখা অর্থাৎ আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে উক্ত সিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। তার মানে- যেই সিনেমায় মুসলিমদেরকেই সন্ত্রাসী, জঙ্গি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, আবার সেই সিনেমাকেই মুসলিমদেরই একটি প্রধান ধর্মীয় উৎসবে মুক্তি দিতে চাচ্ছে। এটা কত বড় ভণ্ডামি!

কালেমা খচিত পতাকার অবমাননা : ইউটিউবে মুক্তি পাওয়া টিজারটিতে দেখা গেছে, কালেমা খচিত পতাকা এবং পতাকার নিচের অংশে AK-47-এর সিম্বল। পতাকার পেছন থেকে অস্ত্র হাতে বেরিয়ে আসছে কথিত সন্ত্রাসীরা। চারদিকে আরবী লেখা। টিজারের এই অংশে দেখানো হচ্ছে কথিত সন্ত্রাসীরা সুন্নাতী পোশাক পরে 'না'রায়ে তাকবীর', 'আল্লাহু আকবার' স্লোগান দিচ্ছে। আর কালেমাধারীদের পরাজিত করার জন্য 'নায়ক দেব' যুদ্ধ করে যাচ্ছে এই সিনেমাতে। এই মুভিতে দেখানো হয়েছে, ইসলামী জঙ্গিবাদ দমনে নায়ক দেব এসে হাযির হয়েছে। যেহেতু জঙ্গিদের সিম্বল হিসাবে কালিমা খচিত পতাকা ব্যবহার করা হয়েছে, সেহেতু ওখানে সুস্পষ্টভাবে ইসলামকে পাশবিকতার ছদ্মাবরণ দেওয়া হয়েছে। আর ভিলেন বানিয়েছে ইসলামকে, যা ইচ্ছাকৃত ইসলাম বিদ্বেষ। ইসলাম কখনো জঙ্গি ধর্ম নয়, একই সঙ্গে ধর্মের নামে শুধু ইসলামেই উগ্রতা আর জঙ্গিবাদ আছে এমন নয়, সব ধর্মেই আছে, তাহলে মুভিতে কেন ইসলাম আর কালেমার পতাকারই শুধু ব্যবহার করা হলো? পরিচালক এই স্পর্ধা কোথায় পেল? নাটক-সিনেমায় আগে থেকেই খারাপ চরিত্র, ধর্ষক, বদমাশ দেখাতে দাড়ি-টুপি চোখে সুরমা লাগানো ইত্যাদি কার্যক্রম চলে আসছে। আমাদের নীরবতায় এখন ভিলেন চরিত্রে সরাসরি কালিমা ব্যবহার করার সাহস দেখাচ্ছে। হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

'পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত: আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল- এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা, ছালাত ক্বায়েম করা, যাকাত দেওয়া, বায়তুল্লাহর হজ্জ করা ও রামাযানের ছিয়াম পালন করা'।[২]

জাতীয় পতাকা নিয়ে ঝুলাঝুলি : কমান্ডো টিজারের ৪৪-৪৭ সেকেন্ডে গিয়ে দেখা গেছে- বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ধরে বেশ কয়েকবার ঝুলাঝুলি করছে নায়ক দেব। এটা কি জাতীয় পতাকার অসম্মান নয়? অথচ জাতীয় পতাকার প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করা বা জাতীয় পতাকার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন না করলে ওই ব্যক্তিকে বাংলাদেশের ২০১০ সালের ২০ জুলাই প্রণীত আইন অনুযায়ী ৫ হাজার টাকা জরিমানা বা এক বছরের কারাদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার বিধান রয়েছে।[৩] গরুর গোশত খাওয়ার অপরাধে যখন ভারতে মুসলিমদের পিটিয়ে হত্যা করা হয়, তখন বাংলাদেশের বক ধার্মিক বুদ্ধিজীবীদের মুখে কোনো কথা ওঠে না, বরং বলেন যে, ভারতের এসব অভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্ন ঘটনা। অন্যদিকে মুখে দাড়ি, মাথায় টুপি, টাখনুর ওপর কাপড় পরিধান বা মুসলিম মেয়েরা মাথায় হিজাব ব্যবহার ইত্যাদিকে 'কলকাতামনস্ক' বুদ্ধিজীবীরা তাদের 'মৌলবাদের পোশাক' বলে চিহ্নিত করে থাকেন। ২০০২ সালে গুজরাট ও কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং পুলিশের প্রত্যক্ষ সহায়তায় জঙ্গি হিন্দুরা প্রায় দুই হাজার মুসলিম নারী, পুরুষ ও শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করে, হাজার হাজার মুসলিম নারীকে ধর্ষণ করে ও হাজার হাজার মুসলিমদের বাড়ি-ঘর ও সম্পদ লুট করে।[৪] সেদিন কোথায়

২. ছহীহ বুখারী, হা/৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬।
৩. https://www.jagonews24.com/m/feature/article/629237.

ছিল এসব মানবতার ধ্বজাধারীরা? এতদিন হয়ে গেল গুজরাট দাঙ্গা নিয়ে কোনো সিনেমা তৈরি হলো না কেন?

কমান্ডো সিনেমা নিয়ে বিতর্কের ঝড় : দুই বাংলার সুপারস্টার (?) দেবের জন্মদিনকে ঘিরে রিলিজ দেওয়া হয়েছে শাপলা মিডিয়া ইন্টারন্যাশনালের অ্যাকশন মুভি 'কমান্ডো'র টিজার। ২৫ ডিসেম্বর, ২০২০ সন্ধ্যা থেকে নায়ক দেবের ইউটিউব চ্যানেল 'দেব এন্টারটেনমেন্ট ভেনচার্স'-এ দর্শকরা এই চলচ্চিত্রটির টিজার দেখতে পাচ্ছেন। মাত্র এক মিনিট এক সেকেন্ডের উক্ত টিজারটি প্রকাশের পর এ পর্যন্ত কয়েক লক্ষ বার ভিউ হয়েছে। ছবির টিজারই ছিল জন্মদিনে দেবের তরফে ভক্তদের রিটার্ন গিফট। কিন্তু কমান্ডোর টিজারের জেরেই বিতর্কে জড়ালো দেব। কেননা, কমান্ডোর টিজারে ইসলাম ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগ উঠার পর থেকেই হৈচৈ শুরু হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। পুরো সিনেমাটি এখনো মুক্তি পায়নি। চলতি ২০২১ সালের পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে কমান্ডো সিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে এবং সেই মোতাবেক প্রস্তুতি চলছে, কিন্তু টিজারেই বিতর্ক সৃষ্টির পর বাধ্য হয়েই কমান্ডো সিনেমার প্রযোজক ও পরিচালক আত্মপক্ষ সমর্থন করে ইউটিউব, ফেসবুকসহ অনান্য সোশ্যাল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্ম থেকে কমান্ডোর এই টিজারটি মুছে দিয়েছে।[৫]

শেষ কথা : ইসলামের সঙ্গে জঙ্গিবাদের কোনো সম্পর্ক নেই। প্রকৃত মুসলিম জঙ্গি তো দূরের কথা, ত্রাসের পক্ষেও থাকতে পারে না। কিন্তু জঙ্গির ট্যাগ লাগিয়ে কালেমার পতাকাকে কারো হাতে ঈমানদাররা তুলেও দিতে পারে না। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া নিউজিল্যান্ডের সন্ত্রাসী হামলা নিয়ে ক্রুশবিদ্ধকরণ মুভি বানিয়ে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়কে দায়ী করে দেব ও শোয়ার্জনেগারকে নায়ক বানানো হয়েছে কি? লাখ লাখ মুসলিমকে রাখাইন ও পার্শ্ববর্তী দেশের উগ্রবাদীদের দ্বারা হত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া নিয়ে বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে দায়ী করে কোনো সিনেমা বানানো হয়েছে কি? সেগুলো এত নিকটে ঘটলেও চোখে পড়ল না কেন? ভণ্ডামি সব ইসলাম আর সুন্নাতী পোশাক নিয়ে তাই না! মাত্র এক মিনিট এক সেকেন্ডের টিজারেই ইসলামের বিরুদ্ধে এত কিছু ষড়যন্ত্র করা হয়েছে! না জানি, পুরো সিনেমায় আরও কত কিছু ষড়যন্ত্র ও অবমাননা করা হয়েছে। আমরা উক্ত সিনেমা বন্ধের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছি।

৪. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.), ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ (আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদহ-বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ-ফেব্রুয়ারি ২০০৯ ঈসায়ী), পৃ. ১৩।

৫. https://www.bbc.com/bengali/news-55465020

দারুস্ সুন্নাহ্ ক্যাডেট মহিলা মাদ্‌রাসা
উত্তর কেল্লাবন্দ (বানিয়াপাড়া), সিও বাজার, সদর, রংপুর।

জরুরি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ক্র. নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১	সহকারী শিক্ষিকা (আরবী)	১	ফাযিল/কামিল/দাওরায় হাদীস। আরবী ব্যাকরণ ও সাহিত্য বুঝানোর ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ হতে হবে।
২	হাফেজা	২	রানিং কুরআনের হাফেজা ও ইয়াদ ভালো থাকতে হবে।
৩	সহকারী শিক্ষিকা (জেনারেল)	২	স্নাতক /ফাযিল/কামিল পাশ।
৪	সহকারী শিক্ষিকা নূরানী/ক্বারী	১	নূরানী ট্রেনিং/ক্বারীআনাসহ কমপক্ষে দাখিল পাশ হতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীদের অতিসত্বর আবেদনপত্রসহ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। আবাসিক শিক্ষিকাদের জন্য থাকা-খাওয়ার সম্পূর্ণ ফ্রি সুব্যবস্থা রয়েছে।

যোগাযোগ
মশিউর বিন মাহাতাব
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক
০১৭১২-৫৯৩৬৮৩
E-mail: moshiur308057@gmail.com

ধূমপান কি হারাম?

-জাবির হোসেন*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রথমত: ‘তিনি তাদের জন্য হালাল করেন যাবতীয় পবিত্র বস্তু এবং হারাম করেন অপবিত্র বস্তু’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/১৫৭)*। আর ধূমপান হলো একটি ক্ষতিকর, অপবিত্র ও দুর্গন্ধময় বস্তু।

দ্বিতীয়ত: ‘নিজের হাতে নিজেদের তোমরা ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৯৫)*।

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ধূমপানের ফলে স্বাস্থ্যের যে ক্ষতিগুলো হয়, তা হলো :

১. ‘ফুসফুসের ক্যান্সার, হাঁপানি বা অ্যাজমার প্রকোপ বাড়ে, শিশুদের হাঁপানি হতে পারে, এমফাইসেমা, ফুসফুসের যেসব সংক্রামক রোগ হয় যেমন : টিবি, নিউমোনিয়া সেসবের ঝুঁকি বাড়ে, স্মোকার্সকফ, ফুসফুস স্থিতিস্থাপকতা হারায়, এমফাইসেমা হয়।

২. হার্টের করোনারি অসুখ, অ্যানজাইমা বা বুকে ব্যথা, উচ্চ রক্তচাপ, হার্ট অ্যাটাক, বারবার হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ে, নাড়ীর ছন্দ নষ্ট করতে পারে। ধমনীতে রক্ত জমাট বেঁধে প্রদাহ হতে পারে (একে বলে বার্জারস ডিজিজ)।

৩. কম বয়সেই চামড়া কুঁচকে যায়, আঙ্গুলের নখের স্বাভাবিক রঙ নষ্ট হয়।

৪. ধূমপানের ফলে মুখ, ফুসফুস, অন্ননালী, শ্বাসনালী, মূত্রাশয়, কিডনী, পাকস্থলী, প্যানক্রিয়াস, কোলন, মলভান্ড, মেয়েদের জরায়ুমুখ (সারভিকস) ও যোনিদ্বার প্রভৃতির ক্যান্সার হতে পারে।

৫. আর্থাইটিস বা অস্তিসন্ধির প্রদাহ, হাড় ভাঙলে জোড়া লাগতে দেরি, মাংসপেশি ও হাড়ে আঘাতের ঝুঁকি বাড়ে, হাড় ভাঙার ঝুঁকি বাড়ে।

৬. বন্ধ্যাত্ব, যৌন উদ্দীপনা কমে যায় বা হারিয়ে যায়, বীর্য শুক্রাণুর নড়াচড়া বা ঘনত্ব কমে, গর্ভপাত, সময়ের আগে রজোনিবৃত্তি ঘটে। এছাড়াও স্ট্রোক, বিস্মরণ, প্রভৃতি সমস্যা সৃষ্টি হয়। ছানি, নাকডাকা, দাঁতের অসুখ, পাকস্থলী ও ডিওডেনামের আলসার বা ক্ষত, শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে’।[১]

আহমাদ থামল। আমি আহমাদকে বললাম, ‘কোনো রোগ দেখছি বাদ থাকছে না ধূমপানের ফলে’।

আহমাদ জোরে নিঃশ্বাস টেনে বলল, ‘মেডিকেল সায়েন্স তো তাই বলছে’।

আহমদ পুনরায় বলতে লাগলো, **তৃতীয়ত:** ‘তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না’ *(আন-নিসা, ৪/২৯)*।

ধূমপান হলো নীরব ঘাতক। এক ধরনের ধীর গতির বিষক্রিয়া। যার ফলে মানুষ নিজে নিজেকেই ধীরে ধীরে হত্যা করে। প্রতিটি কোম্পানির বিড়ি-সিগারেটের প্যাকেটে লেখা থাকে, ‘Cigarette smoking injurious to health. অথবা Smoking kills’.

‘এক মিনিট’! এই বলে আহমাদ বাপীদার কাছে একটি সিগারেটের প্যাকেট চাইল। তারপর প্যাকেটটি হাতে নিয়ে আমাদেরকে দেখাল। যেখানে লেখা আছে, ‘Warning’ বলে ‘Smoking kills’.

এবার আহমাদ হাতে থাকা মোবাইল থেকে ইংরেজি কুরআন ওপেন করে সূরা নিসার ২৯ নম্বর আয়াতটি দেখালো। যেখানে লেখা আছে, ‘And do not kill yourselves [or one another]’.

‘দেখ, ভালো করে দেখ। কুরআনে ও সিগারেটের প্যাকেটে একই শব্দ ব্যবহার হয়েছে ‘Kill’; মহান আল্লাহ নিজে ওয়ার্নিং দিচ্ছেন আমাদেরকে যে, তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। আর সিগারেটের প্যাকেট জানান দিচ্ছে যে, সিগারেট হত্যা করে। এখন কেউ যদি জেনে বুঝে তা পান করে, তা হবে আত্মহত্যা করার শামিল।

পরিসংখ্যান বলছে, তামাক সেবনের ফলে বিশ্বে ৮ মিলিয়ন মানুষ মারা যায়।[২] শুধুমাত্র আমেরিকায় সিগারেট বা ধূমপানের ফলে মারা যায় প্রতিবছর ৪৮ হাজার মানুষ।[৩] বিশ্বে প্রতি ১০ জন প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয় ধূমপানের কারণে।[৪] পরিসংখ্যান আরও বলছে, একটি সিগারেট ১১ মিনিট করে জীবন কমিয়ে দেয়। আমাদের দেশে প্রতি ঘণ্টায় তামাক সেবনের জেরে মৃত্যু হয় ১৩৭ জনের। আর বিশ্বে প্রতি ৬

---

* এম. এ. (অধ্যয়নরত), বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

১. ডা. অমিয় কুমার হাটি, ধূমপান, পৃ. ৪৬।

২.https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco.

৩.https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/health_effects/effects_cig_smoking/index.htm

৪.https://eisamay.indiatimes.com/lifestyle/health-fitness/tobacco-killing-137-people-per-day-in-india/articleshow/58913652.cms.

www.al-itisam.com

সেকেন্ডে একজনের।[৫] আমরা মনোযোগ দিয়ে আহমাদের কথা শুনছি। আমি আহমাদকে থামিয়ে আবার চায়ের অর্ডার দিলাম। তারপর আহমাদ বলতে শুরু করল, **চতুর্থত:** মদ্যপানের ক্ষতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, এ দুইয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। তবে মানুষের জন্য উপকারও আছে। কিন্তু এগুলোর পাপ উপকারের চেয়ে অনেক বড়' *(আল-বাক্বারা, ২/২১৯)*।

আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেছেন যে, মদে কিছু উপকার রয়েছে। তবে ক্ষতির ভাগ বেশি। অথচ ধূমপান পুরোটাই ক্ষতিকর। ধূমপানের কোম্পানিগুলো প্যাকেটে ধূমপানের উপকারিতা বিষয়ে কিছুই লিখে রাখেনি। উল্টো তারাও উল্লেখ করেছে যে, ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

পঞ্চমত: 'আর কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয় যারা অপব্যয় করে, তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ' *(বানী ইসরাঈল, ১৭/২৬-২৭)*। এ আয়াত প্রমাণ করছে যে, কোনো সম্পদ অকারণে বিনষ্ট করা বা অপচয় ও অপব্যয় করা যাবে না।

আমি বললাম, 'কোনটা অপব্যয় বুঝব কীভাবে?'

'গুড কোশ্চেইন' আহমদ বলল।

অপব্যয় বা অপচয় হলো, যেখানে খরচ করার মধ্যে দ্বীনের কল্যাণ নেই এবং মানুষের কল্যাণ নেই, সেখানে খরচ করা হলো অপচয়। আর কুরআনের ভাষায় অপচয়কারী হলো শয়তানের ভাই।[৬]

আর যখন জানা গেল যে, ধূমপানে কোনো উপকার নেই; বরং তাতে ক্ষতি রয়েছে, তখন এটা আসলে অপচয় ছাড়া কিছু নয়। ব্যাপারটা অনেকটা এইরকম যে, একজন একশ টাকার একটি নোট নিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। যখন কোনো ধূমপায়ী সিগারেটে আগুন ধরায়, সে আসলে নিজের টাকাকে পুড়িয়ে ফেলে। এটা অপচয়, যা ইসলামে হারাম। পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৮ সালে 'বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবস'-এর আগে মুম্বাই, আহমেদাবাদ, লখনৌ, হায়দারাবাদ ও কলকাতায় সমীক্ষা করে জানা গেছে যে, প্রতি সপ্তাহে ধূমপায়ীদের গড় খরচ ৩৪৮ টাকা।[৭]

ষষ্ঠত: 'তোমরা নিজেদের এবং অপরের ক্ষতি সাধন করো না'।[৮]

আর ধূমপান শুধু ধূমপায়ীদের ক্ষতি করে না; বরং যারা ধূমপান করে না অর্থাৎ অধূমপায়ী, তাদেরও ক্ষতি করে। কারণ, ধূমপায়ীরা যে ধোঁয়া বাতাসে ছেড়ে দেয়, সেই ধোঁয়া কাছের লোকেরা প্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে। ফলে অধূমপায়ী ব্যক্তির শরীরেও ওই ধোঁয়া প্রবেশ করে। একে বলে পরোক্ষ ধূমপান (Passive Smoking)। পরোক্ষ ধূমপায়ীদের দেহের ক্ষতি সক্রিয় ধূমপায়ীদের চেয়ে বেশি হয়। কারণ এই ধোঁয়া অপরিশোধিত। তাই, নিকোটিনের মাত্রা বেশি থাকে।[৯]

পরিসংখ্যান বলছে, প্রতি বছর প্রায় ৬ লক্ষ মানুষ মারা যায় পরোক্ষ ধূমপানের কারণে।[১০]

আর ধূমপানে কষ্ট দেওয়া হয় পরিবারের সকলকে, প্রতিবেশীদের, সঙ্গী-সাথীদের, ইভেন মসজিদের মুছল্লীদেরকেও।

সেকেন্ড হ্যান্ড স্মোকিংয়ের ফলে বাচ্চার অত্যন্ত সংবেদনশীল শ্বাসনালী আর ফুসফুস 'ইরিটেটেড' হয়ে পড়ে। শুরু হয় সর্দি-কাশি। এ রকম চলতে থাকলে বারবার শ্বাসনালী ও ফুসফুসের প্রদাহ হয়ে ক্রনিক সর্দি- কাশি, বঙ্কাইটিস, হাঁপানি ও নিউমোনিয়ার ঝুঁকি বাড়ে। যেসব শিশুর অ্যাজমা আছে, তামাকের ধোঁয়া তাদের বারবার অ্যাটাক করে। অনেক সময় ইনহেলার বা ওষুধে কোনো কাজ হয় না। নিউমোনিয়ায় কাহিল হয়ে পড়ার ঝুঁকি বাড়ে। বাচ্চার ভোগান্তির শেষ থাকে না। হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা করে রিলিফ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। বরাবরের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শ্বাসযন্ত্র।[১১]

ততক্ষণে চা চলে এসেছে। আহমাদ চায়ে চুমুক দিয়ে পুনরায় বলতে শুরু করল, **সপ্তমত:** নবী করীম ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের জন্য সম্পদ বিনষ্ট করা হারাম করেছেন'।[১২]

আর ধূমপান সম্পদ ধ্বংসকারী, যা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না। ধূমপানের ফলে যেমন নিজের সম্পদ নষ্ট হয়, তেমনি সিগারেটের ছুড়ে ফেলে দেওয়া জ্বলন্ত টুকরো অথবা দিয়াশলাই কাঠি থেকে অনেক ক্ষতি হতে পারে। এরকমই একটি পরিসংখ্যান হলো :

যুক্তরাষ্ট্রে হিসাব করে দেখা গেছে, প্রতিবছর প্রায় ১০০০ লোক পুড়ে মারা যায় আগুনে, যে আগুন ছড়ায় ধূমপায়ীদের হাত থেকে। বিশ্বাস করারও সঙ্গত কারণ আছে যে, সিগারেটের

৫.https://eisamay.indiatimes.com/lifestyle/health-fitness/tobacco-killing-137-people-per-day-in-india/articleshow/58913652.cms.

৬. ইসলামকে জানতে হলে, পৃ. ৩০৭

৭.https://www.anandabazar.com/lifestyle/kolkatan-are-far-ahead-of-smoking-cigarettes-survey-dgtl-1.808517.

৮. মুসনাদে আহমদ, হা/২৮৬৭।

৯. চক্রবর্তী-ভট্টাচার্য-ঘোষ, উচ্চমাধ্যমিক জীববিদ্যা (একাদশ শ্রেণি), (প্রকাশনী : রুবি পাবলিশার্স, কলকাতা, এপ্রিল-২০০৭), পৃ. ২০০।

১০.https://www.who.int/gho/phe/secondhand_smoke/en/.

১১.https://www.anandabazar.com/lifestyle/do-not-go-to-the-baby-within-four-hours-of-smoking-dgtl-1.807008.

১২. বুখারী, ৯/৪৩; মুসলিম, হা/৫৯৩।

আগুন লেগে পুড়ে মৃত্যুর হার সব দেশে একই রকম। হয়তো বা কোথাও একটু বেশি বা কম হবে।

যত অগ্নিকাণ্ড হয়, তার ২৫ শতাংশের মূলেই ধূমপায়ীরা। এ পরিসংখ্যানও যুক্তরাষ্ট্রের। এভাবে ওই দেশে ১৯৭০ সালে ১০,৭২০টি বাড়িতে আগুন লেগেছিল। যার ফলে নষ্ট হয়েছিল সাড়ে ৯ কোটিরও বেশি ডলারের সম্পত্তি। ধূমপানের খেসারত হিসাবে তার আগের বছর দাবানলে নষ্ট হয়েছিল ১০ কোটি ডলার। এ ক্ষতি ফি বছর হচ্ছে।[১৩]

আহমাদ থামল। আমি বললাম, 'যাক! বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা ক্লিয়ার হলো। এতো সুন্দরভাবে বলবি জানলে আগে রেকর্ডার অন করে রাখতাম। আমাকে বইটি দিস দলীলগুলো মুখস্থ করব'।

আহমাদ বলল, 'ঠিক আছে। ঘরে চল, আমি তোর হোয়াটসঅ্যাপে পিডিএফ ফাইল সেইন্ড করে দিচ্ছি'।

সুরজ একটু এগিয়ে এসে বলল, 'আচ্ছা ভাই! ধূমপান হারাম বুঝতে পারলাম। ঠিকই আছে। আমার বিবেকও বলছে। তবে অনেক মৌলবীরা কেন ধূমপান করছে?'

আহমাদ বলল, 'দেখ, এখানে একটি জিনিস বুঝতে হবে যে, মৌলবীরা কিন্তু ফেরেশতা নয়। তারাও মানুষ। আমাদের মতো রক্ত-মাংসের মানুষ। তাদেরও ভুল হতে পারে। তবে তারা ধূমপানে আসক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে তেমন গুরুত্ব দিতে চায় না। যেমন : অনেক মেডিক্যাল ডাক্তার আছে, যারা ধূমপানের বিরোধিতা করে; এমনকি পেশেন্টদের ধূমপান করতে বারণ করে, অথচ তারা নিজেরা ধূমপান করে। কারণ, তারা ধূমপানে অভ্যস্ত হয়ে গেছে এবং এই অভ্যাস তারা ত্যাগ করতে পারছে না বা ত্যাগ করার কোনো চেষ্টা করেন না'।

আমাদের আলোচনা চলছে...

পাশ থেকে সাহিল বলে উঠল, 'তোদের হারাম-হালাল ছাড়া আর কোনো কাজ নেই? এটা হারাম, সেটা হারাম, ওই করেই তোরা শেষ হলি!

এই স্টুডেন্ট লাইফে, ইয়ং ব্লাডে একটু-আধটু এন্টারটেইনমেন্ট না করলে আর কখন করব?'

আমরা সবাই সাহিলের দিকে তাকালাম। এতক্ষণ তো ব্যাটা পেপারে মুখ গুঁজে ছিল, এর আবার হঠাৎ কী হলো? তবে, সাহিল খুব জোসের সাথে কথা বলছে।

আহমাদ বলল, 'বাপু, একটু-আধটু কেন, পুরোপুরি স্ফুর্তি করো, কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু তোমার জন্য কেন অন্য কেউ ভুক্তভোগী হবে? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সেকেন্ড হ্যান্ড স্মোকিং-এর রিপোর্টগুলো একবার দেখ। আর নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়ে, ধীরে ধীরে আত্মহত্যা করাকে আর যাই হোক এন্টারটেইনমেন্ট বলা অন্তত যুক্তিসঙ্গত নয়। এতো লেখাপড়া শিখে এইটুকু উপলব্ধি করার মতো বুদ্ধি হলো না বাপু'।

'আচ্ছা তোরা কেন ধূমপান করিস?' আহমদ বলল।

'আমাদেরকে স্মার্ট লাগে। আমাদের টেনশন দূরীভূত হয়। আমাদের একঘেয়েমি কাটাতে সাহায্য করে'।

'নেশা করে আবার স্মার্টনেসের পরিচয়, হাউ ফানি!' আহমাদ বলল।

সাহিল বলল, 'ধূমপান করলে আবার নেশা হয় নাকি? কই ধূমপান করে তো কেউ আবোলতাবোল বকে না?'

'ধূমপান অর্থাৎ বিড়ি, সিগারেট, জর্দা প্রভৃতি অল্প পরিমাণে পান করা হয়। ফলে নেশার সৃষ্টি হয় না। কিন্তু যদি একসঙ্গে একশ সিগারেট বা এক কেজি জর্দা কাউকে খাইয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তার অবস্থা কী হবে ভাবতে পারিস।

আর জেনে রাখ, যারা নিয়মিত মদ খায়, তাদের কারও এক গ্লাস বা দুই গ্লাস মদ খেলে কোনো নেশা হবে না। কারণ তারা আসক্ত হয়ে পড়েছে। তাহলে কি বলবি যে, মদ খেলেও তো নেশা হয় না!' আহমাদের জবাব।

সাহিল চুপ মেরে গেল। আহমাদ বলতে শুরু করল, 'আফটার অল ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, মেডিকেল সায়েন্স একাধিক রোগের তালিকা দিচ্ছে ধূমপানের জন্য'।

'ধূমপানের ফলে যে রোগগুলো হয়, তা যদি সত্যি হয়, তাহলে অনেকে তো ধূমপান করে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। কই তাদের তো মৃত্যু হচ্ছে না?' সাহিল বলল।

আহমাদ বলল, 'প্রশ্নটা কেমন শিশুসুলভ হয়ে গেল না? এটা নিশ্চয় জানিস যে, ধূমপান হলো নীরব ঘাতক। ধূমপান ধীরে ধীরে বিষক্রিয়া ঘটায়। ধূমপান করলেই সঙ্গে সঙ্গে বা কয়েক দিনের মধ্যেই ধূমপায়ী মারা যায় না। তার কারণ হলো মরে যাওয়ার মতো যথেষ্ট পরিমাণ নিকোটিন কেউ একেবার গ্রহণ করে না। ধূমপানে থাকে নিকোটিন। বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ায় থাকে ৭ হাজার ক্ষতিকর রাসায়নিক। যার মধ্যে ১০০টি অত্যন্ত ক্ষতিকর। ৭০টি কার্সিনোজেনিক, অর্থাৎ ক্যান্সার ডেকে আনতে সিদ্ধহস্ত।[১৪]

ধূমপান করলেই মানুষ দুম করে মারা যায় না। তাই আমরা ভাবি কত জনই-বা মরল? কিন্তু, এই ধারণা ভুল। যারা ধূমপায়ী, তারা প্রত্যেকেই ধূমপানের কুফল ভোগ করে। আর

১৩. ডা. অমিয় কুমার হাটি, ধূমপান (প্রকাশক : অ্যাসোসিয়েশন অফ কনসার্নড টিচারস [ACT]), পৃ. ৮।

১৪.https://www.anandabazar.com/lifestyle/do-not-go-to-the-baby-within-four-hours-of-smoking-dgtl-1.807008.

www.al-itisam.com

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, এটি বৈজ্ঞানিক সত্য। এখন কেউ যদি তা অস্বীকার করে, তাহলে তো আর মিথ্যা হয়ে যায় না।

পরিসংখ্যান বলছে, 'যেসব দেশে ধূমপান মৌরসীপাট্টা বিছিয়েছে, সেখানে ৬৫ বছর বয়সের নিচের পুরুষদের ফুসফুসের ক্যান্সারে মৃত্যুর ৯০ শতাংশের জন্য সে দায়ী; ৭৫ শতাংশ দায়ী ব্রনকাইটিসে মৃত্যুর জন্য, ২৫ শতাংশ দায়ী হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুর জন্য। ব্রিটেনে হিসাব করে দেখা গেছে, ধূমপানের প্রত্যক্ষ বলি ৬৫ বছর বয়সের নিচে ২৫ হাজার লোক প্রতিবছরে মারা যান। ধূমপান না করলে ক্যান্সারের মোট মৃত্যুর হার ¼ অংশ কমে যেত।

ধূমপানই যে মৃত্যুর জন্য দায়ী, এর সব থেকে বড় প্রমাণ হলো, ধূমপান বন্ধ করলে ওই সব অসুখে মৃত্যুর হার কমে যায়।[১৫]

আর একটা কী যেন বললি, ধূমপান স্মার্টনেসের পরিচায়ক, তাই না? যদি তাই হয়, তাহলে তুই তো চাইবি যে, তোর ছেলে-মেয়েও যেন স্মার্ট হয়। তাহলে কী তাদেরকে ছোট থেকে সিগারেট খাওয়ার ট্রেনিং দিবি? কতজন পিতা-মাতা এমন রয়েছেন, যারা নিজ বাচ্চাকে এই শিক্ষা দেয়? যেমন : সততা, বিনয় ও নম্রতাসহ আরও অসংখ্য আদেশ-নিষেধের শিক্ষা দেয়। আর টেনশন দূরীভূত হয়, একথারও কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। উল্টো গবেষণা অন্য কথা বলে, 'ধূমপায়ীদের মতে, ধূমপানের ফলে মানসিক প্রশান্তি, ক্ষিপ্রতা ও তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। তবে, গবেষণায় দেখা গেছে, অধূমপায়ীর তুলনায় একজন ধূমপায়ী বেশি মানসিক চাপে ভুগে থাকেন। একদম নতুন ধূমপায়ীর ক্ষেত্রে প্রথমে বমি বমি ভাব, মাথা ঝিমঝিম, রক্তচাপ ও হার্টবিট বেড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটতে পারে। এছাড়াও ধূমপায়ীরা অপেক্ষাকৃত বেশি মানসিক চাপে ভোগে। কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে, ধূমপায়ীর মানসিক চাপ আস্তে আস্তে বাড়ে এবং ধূমপান পরিত্যাগ করার পর তা ক্রমশ হ্রাস পায়।[১৬] ধূমপান টেনশন তো মুক্ত করে না; বরং ধূমপায়ীর স্বাস্থ্যের অবনতি হলে বাড়ির সকলের টেনশন বৃদ্ধি করে'।

সাহিল আর কিছু না বলে পত্রিকাটি বেঞ্চে রেখে বাপীদাকে চায়ের বিল মিটিয়ে চলে গেল।

সুরজ আহমাদকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আমি জানতাম না যে, ধূমপান হারাম। ভাবতাম মাকরূহ, খেলে কোনো পাপ হবে না। কিন্তু, আজকে আমার সেই ভুল ধারণা ভেঙে গেল। আমি এখন ধূমপান ছাড়তে চাই; আমাকে কী করতে হবে পরামর্শ দে?'

আহমাদ বলল, 'এখন আমাকে উঠতে হবে, ধূমপান ছাড়ার অনেক কৌশল গুগলে সার্চ দিলে পেয়ে যাবি। তবে, আমি যেটা মনে করি, সেটি হলো, মহান আল্লাহর দরবারে দুই হাত তুলে এই বলে দু'আ করা, 'হে আমার রব! আমি এতদিন জানতাম ধূমপান মাকরূহ। কিন্তু আজকে যখন আমি জানতে পারলাম, ধূমপান হারাম, তখন আমি এই কাজ পরিত্যাগ করতে চাই। তুমি যখন আমাকে হারাম জানার তাওফীক্ব দিয়েছ, তখন তুমিই আমাকে সাহায্য করো। আমি আজ থেকে এই জিনিস আর কোনো দিন পান করতে চাই না। তুমি বড় দয়াময়, তুমি বড় ক্ষমাশীল, তুমি শ্রেষ্ঠ কৌশলকারী; তোমার কৌশলে আমাকে এই অন্ধকার জগৎ থেকে উদ্ধার করো'।

সুরজ কাফিলের দিকে চেয়ে বলল, 'তুই তো স্মোকিং করিস না!'

কাফিল বলল, 'আমি স্মোকিং করি না, কিন্তু আমি স্মোকিং-কে মাকরূহ মনে করতাম। তবে, আজকে আমারও ভুলের সংশোধন হলো'।

আহমাদ আমাদের দিকে চেয়ে বলল, 'মনে আছে, ইসলামে যখন মদ হারাম ঘোষণা হলো, তখন ছহাবীগণ কী করেছিলেন?'

আমি বললাম, 'আছে।'

সুরজ ও কাফিল বলল, 'কী ঘটনা?'

আহমাদ বলল, 'মদ যখন হারাম করা হলো, তখন ছাহাবীগণ মদের বড় বড় পাত্র ভেঙে দিলেন এবং কোনো কোনো পাত্র থেকে ঢেলে ফেলে দিলেন। আর তার ফলে মদীনার গলিতে মদ প্রবাহিত হলো।[১৭] অতঃপর সেই অভ্যাসগত নেশার জিনিস আর কেউ ভক্ষণ করলেন না।[১৮] কারণ, ছাহাবীগণ ছিলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর একান্ত অনুগত অনুসারী। তারা তাঁর আদেশ-নিষেধ নিঃসংকোচে মান্য করতেন। 'ক্বলু সামি'না ওয়া আত্ব'না' অর্থাৎ 'আমরা শুনলাম ও অনুসরণ করলাম'। এই ছিল ছাহাবীগণের আদর্শ'।

সুরজ তাঁর প্যান্টের পকেট থেকে এক বান্ডিল বিড়ির প্যাকেট বের করল, অতঃপর হাত দিয়ে দুমড়ে-মুচড়ে বলল, 'ক্বলূ সামি'না ওয়া আত্ব'না'।

---

১৫. ডা. অমিয় কুমার হাটি, ধূমপান (প্রকাশক : অ্যাসোসিয়েশন অফ কনসার্নড টিচারস [ACT]), পৃ. ২০।

১৬. www.wikipedia.com/ স্বাস্থ্যের উপর তামাকের প্রভাব।

১৭. বুখারী, হা/৪৬১৭, ৪৬২০।

১৮. আব্দুল হামীদ মাদানী, হাদীস ও সুন্নাহর মূল্যমান (প্রকাশনী : তাওহীদ প্রকাশনী [বর্ধমান]), পৃ. ৪০।

গ্রন্থ পরিচিতি-৯ : ছহীহুল বুখারী

-আল-ইতিছাম ডেস্ক

ভূমিকা : আল্লাহ তাআলা যে সকল মহান ব্যক্তিকে দিয়ে দ্বীনের ব্যাপক খেদমত করিয়ে নিয়েছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হলেন ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ)। তার রচিত 'ছহীহুল বুখারী' পবিত্র কুরআনের পরে সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ। এতো ছোট্ট পরিসরে এ গ্রন্থের মহিমা বর্ণনা করা মোটেও সম্ভব নয়। তারপরও পাঠকের সমীপে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ তুলে ধরা হলো-

নাম : الْجَامِعُ الْمُسْنَدُ الصَّحِيحُ الْمُخْتَصَرُ مِنْ أُمُورِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسُنَنِهِ وَأَيَّامِهِ 'আল-জামে'উল-মুসনাদুছ-ছহীহুল-মুখতাছারু মিন উমূরি রসূলিল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওয়া সুনানিহী ওয়া আইয়ামিহ'।

নাম বিশ্লেষণ : ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) যে নামটি দিয়েছেন, তার মধ্যে গভীর ইলমী তত্ত্ব লুকিয়ে আছে। এটা নিছকই একটা নাম নয়। বুখারীর নামের মধ্যে থাকা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-

(১) আল-জামে' : জামে' এমন গ্রন্থকে বলা হয়, যার মধ্যে মৌলিক ৮টি বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকে। সেগুলো হলো- আক্বীদা, তাফসীর, আহকাম, ফেতনা, কিয়ামত ও পরকাল, সীরাত, আদব, মানাকিব ইত্যাদি।

(২) আল-মুসনাদ : প্রতিটি মারফূ' মুত্তাছিল হাদীছকে মুসনাদ বলা হয়।

(৩) আছ-ছহীহ : ছহীহ বলতে বিশুদ্ধ হাদীছকে বুঝায়। যার সনদ ও মতনে কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই সেটাই ছহীহ হিসাবে গণ্য হয়।

এগুলো সবই পরিভাষা। এই পরিভাষাগুলো সম্পর্কে সম্যক অবগত হতে হলে উছূলে হাদীছের গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করতে হবে।

'ছহীহ বুখারী' সম্পর্কে ইমামদের অভিমতসমূহ : গ্রন্থ হিসাবে ছহীহ বুখারীর প্রশংসা বলে শেষ করা যাবে না। যেমন সুনানে নাসাঈর লেখক ইমাম নাসাঈ (রহিমাহুল্লাহ) (মৃ. ৩০৩ হি.) যিনি ইমাম বুখারীর ছাত্র; তার যামানা পর্যন্ত লিখিত গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে বলেছেন, فَمَا فِيْ هَذِهِ الْكُتُبِ أَجْوَدُ مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ الْبُخَارِيِّ 'এই সকল গ্রন্থসমূহের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারীর গ্রন্থটির চাইতে উত্তম কোনো গ্রন্থ নেই'।[১] ইমাম দারাকুত্বনী (রহিমাহুল্লাহ) (মৃ. ৩৮৫ হি.) বলেছেন, وَمَعَ هَذَا فَمَا فِي هَذِهِ الْكتب خير وَأفضل من كتاب مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الْبُخَارِيّ رَحمَه الله 'এরপরও এই গ্রন্থগুলোর মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী (রহিমাহুল্লাহ)-এর কিতাবের চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আর নেই'।[২] হানাফী আলেমদের মধ্যেও ছহীহ বুখারীর তাৎপর্যপূর্ণ মর্যাদা আছে। মোল্লা আলী কারী হানাফী (রহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, 'অতঃপর আলেমদের ঐকমত্য আছে যে, ছহীহাইন সকলের গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। আর এ দুটি গ্রন্থই সকল গ্রন্থের মাঝে সর্বাধিক বিশুদ্ধ'।[৩]

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'ছহীহ বুখারী ও মুসলিম সম্পর্কে সকল মুহাদ্দিছ একমত আছেন যে, এ দুটি গ্রন্থের সকল মুত্তাছিল ও মারফূ' হাদীছ নিশ্চিতরূপে ছহীহ। এ দুটি গ্রন্থই লেখকদ্বয় পর্যন্ত মুতাওয়াতিরভাবে পৌঁছেছে। যে এর সম্মান করে না, সে বিদ'আতী। সে মুসলিমের তরীকার বিরুদ্ধে চলে'।[৪]

ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ)-এর মর্যাদা : তার পুরো নাম 'আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী'। তিনি ১৬ বছর যাবৎ এ গ্রন্থটি রচনা করেন। এতে হাদীছ সংখ্যা রয়েছে ৭৫৬৩। হাফেয ইবনে হিব্বান (রহিমাহুল্লাহ) ইমাম বুখারীকে ছিক্বাহ (নির্ভরযোগ্য) রাবীদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।[৫] ছহীহ মুসলিমের লেখক ইমাম মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ) ইমাম বুখারী সম্পর্কে বলেছেন, 'তার সাথে স্রেফ হিংসা পোষণকারী ব্যক্তিই ঘৃণা রাখে। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, দুনিয়াতে তার ন্যায় কেউ নেই'।[৬] ইমাম ইবনে খুযায়মা (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'আমি আসমানের নিচে মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলের চাইতে বড় হাদীছের আলেম আর কাউকে দেখিনি'।[৭] ইমাম তিনি ১৯৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন ও ২৫৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

মহান আল্লাহ দ্বীনের এই মহান খাদেমকে জান্নাতবাসী করুন- আমীন!

১. তারীখে বাগদাদ, ১/৯।
২. মুহাম্মাদ ইবনে তাহের মাক্বদেসী, আতরাফুল গারায়েব ওয়াল আফরাদ, হা/১৫।
৩. মিরকাতুল মাফাতীহ, ১/৫৮।
৪. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১/১৩৪।
৫. কিতাবুস ছিক্বাত, ৯/১১৩, ১১৪।
৬. খলীলী, আল-ইরশাদ, ৩/৯৬১।
৭. মা'রিফাতু উলূমিল হাদীছ, হা/১৫৫।

আল-কুরআনে সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী ও পাখি

-আব্দুর রাযযাক*

আল্লাহ তাআলা বলেন, يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ 'ইয়াসিন। (শপথ) বিজ্ঞানময় কুরআনের' *(ইয়াসিন, ৩৬/১-২)*। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ 'আকাশ ও যমীনের মাঝে এমন কোনো গোপন বিষয় নেই, যা এই সুস্পষ্ট কিতাবে নেই' *(আল-নামল, ২৭/৭৫)*। আল্লাহ আরও বলেন, قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 'বলুন, এটা তিনি অবতীর্ণ করেছেন, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সকল রহস্য সম্পর্কে অবগত' *(আল-ফুরক্বান, ২৫/৬)*।

উক্ত আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায় যে, পৃথিবীতে যতই গোপন রহস্য থাকুক সকল বিষয় এই কুরআনে উল্লেখ আছে। শুধু কুরআন গবেষণা করে বুঝতে হবে। আর গবেষণা করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে গবেষণার মূলনীতি না মানার কারণে আমরা নাস্তিক না হয়ে যাই।

সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী ইত্যাদির অবস্থা :

আমরা অনেকে একটা কথা জানি, সেটা হলো, শুধু পৃথিবী তার নিজ কক্ষপথে ঘোরে। আর বাকি সব কিছু তার নিজের অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। যদিও এটা বিজ্ঞানীদের গবেষণা। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞানীরা আরও ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখেন যে, তাদের আগের ধারণা ভুল। কারণ শুধু পৃথিবীটা ঘোরে না; বরং তার সাথে সাথে সৌরজগতের সমস্ত কিছু নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘোরে। অথচ আল্লাহ তাআলা এই বিষয়ে ১৪৫০ বছর আগেই কুরআনে বলেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ 'তিনিই আল্লাহ যিনি রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। এগুলোর প্রত্যেকটিই নিজ নিজ কক্ষপথে ভাসছে' *(আল-আম্বিয়া, ২১/৩৩)*। তিনি আরও বলেন, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ 'সূর্য তার নিজস্ব গন্তব্যে বিচরণ করে। আর এটা সর্বজ্ঞানী, পরাক্রমশালী (আল্লাহ) নিয়ন্ত্রণ করেন' *(ইয়াসিন, ৩৬/৩৮)*। এ বিষয়ে আরও অনেক স্থানে আল্লাহ বলেছেন, وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى 'তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে করেছেন নিয়মের মধ্যে। প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে' *(লুক্বমান, ৩১/২৯; আর-রা'দ, ১৩/২)*।

উক্ত আয়াতগুলো থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, পৃথিবীর সাথে সাথে সবকিছু ঘোরে।

রাত, দিন সূর্য ও চন্দ্রের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ 'সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় যে, চাঁদের নাগাল পাবে আর রাতের পক্ষে সম্ভব নয় যে, দিনের আগে আগে চলবে; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে ভাসছে' *(ইয়াসিন, ৩৬/৪০)*। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ - وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ-وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ - وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

'তিনিই তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন। এতে তোমাদের জন্য শীত নিবারণসহ বহু উপকরণ রয়েছে এবং এতে তোমরা তোমাদের খাবার পেয়ে থাকো। আর সন্ধ্যায় যখন তোমরা তোমাদের পশুকে চারণভূমি থেকে নিয়ে আসো এবং সকালে আবার চারণভূমিতে নিয়ে যাও, তখন তোমরা তার সৌন্দর্য উপভোগ করো। আর পশুগুলো তোমাদের ভার বহন করে এমন এক দেশে নিয়ে যায়, যেখানে তোমরা ক্লান্তের পর ক্লান্ত না হয়ে পৌঁছতে পারতে না। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক স্নেহশীল, পরম দয়ালু। তোমাদের আরোহণের জন্য তিনি খচ্চর, ঘোড়া, ও গাধা সৃষ্টি করেছেন আর এমন কিছু সৃষ্টি করেছেন, যার ব্যাপারে তোমরা ধারণা করোনি' *(আন-নাহল, ১৬/৫-৮)*। এই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে 'এমন কিছু সৃষ্টি করবেন, যার ব্যাপারে তোমরা ধারণা করোনি' এখানে আল্লাহ তাআলা বোঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি অনেক ধরনের পশু সৃষ্টি করেছেন, যা আমরা গবেষণা করলে খুঁজে পাব বা আল্লাহ এমন সবকিছু সৃষ্টি করছেন বা করবেন, যার ধারণা মানুষের নেই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে উৎকর্ষ সাধণ হয়েছে বা ভবিষ্যতে আরও যে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা মানুষ দেখতে পাবে তার ইঙ্গিত আল্লাহ এই আয়াতে প্রদান করেছেন।

* অষ্টম শ্রেণি, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

আল্লাহ তাআলা বলেন, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ‘যমীনে বিচরণশীল এমন কোনো জীব নেই অথবা ডানার সাহায্যে উড়ে এমন কোনো পাখি নেই, যা তোমাদের মতো এক একটি জাতি বা শ্রেণি নয়। কিতাবে আমি কোনো কিছু লিখতে বাকি রাখিনি। অতঃপর তারা সকলে তাদের পতিপালকের নিকটে একত্রিত হবে’ *(আল-আনআম, ৬/৩৮)*।

উক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, আমাদের মতো পশুরও এক একটি জাতি বা শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। যার কারণে তারা মিলেমিশে চলাচল করতে পারে। আর আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, সকলকেই তাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে। আয়াতটি থেকে বোঝা যায় যে, সকল পশুকে ক্বিয়ামতের দিন একত্রিত করা হবে হিসাব-নিকাশের জন্য।

পাখি বিষয়ক :

আল্লাহ তাআলা বলেন, أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ‘তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের উপরের পাখিসমূহের প্রতি, যারা তাদের ডানা প্রসারিত করে আবার গুটিয়ে নেয়? দয়াময় আল্লাহই তাদের স্থির রাখেন। তিনি সবকিছুই দেখেন’ *(আল-মুলক, ৬৭/১৯)*।

আল্লাহ তাআলা বলেন, أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ‘তারা কি লক্ষ্য করে না আকাশের শূন্যভাগে যে পাখিগুলো উড়ছে তাদের দিকে? আল্লাহই তাদেরকে স্থির রাখেন। নিশ্চয়ই মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে’ *(আন-নাহল, ১৬/৭৯)*। এখানে যে অনুবাদ করা হয়েছে তাতে বোঝা যায় যে, আল্লাহ নিজ শক্তিতে পাখিকে ধরে রাখেন। কেননা এখানে আরবীর যে ক্রিয়াটি (فعل) আনা হয়েছে, তা হচ্ছে আমসাকা (اَمْسَكَ), যার মূল অর্থ হচ্ছে- স্থাপন করা বা কাউকে ধরে রাখা। আমরা যদি আকাশে পাখির দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখব যে, কখনোও কোনো পাখি অন্য কোনো পাখির সাথে ধাক্কা খায় না। এই বিষয়টি গবেষণা করে দেখা যায় যে, প্রত্যেকটা পাখি একটা নির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করে চলে। ছোট পাখিগুলোও অনেক সহজে দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে পারে। অধ্যাপক হ্যামবার্জার তার ‘পাওয়ার অ্যান্ড ফ্রেজাইলটি’ নামক গ্রন্থে এক ধরনের পাখির কথা উল্লেখ করেছেন। এই পাখি ছয় মাসে ১৫,৫০০ শত মাইলের বেশি পথ সফর করতে পারে। আর সর্বাধিক এক সপ্তাহের মাঝে তার যাত্রাস্থলে ফিরে আসে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
আত্ তাক্বওয়া ই স্টোর
খাঁটি ও নির্ভেজাল পণ্যের প্রচেষ্টায়।
ইন শা আল্লাহ্, আমাদের কাছে পাবেন,
- খাঁটি গাঁওয়া ঘি - ৫০০ গ্রাম- ৬২৫ টাকা
- প্রাকৃতিক চাকের মধু - ৫০০ গ্রাম- ৫০০ টাকা
- সুন্দরবনের মধু - ৫০০ গ্রাম ৪৫০- টাকা
- কালিজিরা মধু (ধনিয়া মিক্স) - ৫০০ গ্রাম- ৪৫০ টাকা
- লিচু ফুলের মধু- ৫০০ গ্রাম- ২৭৫ টাকা
- খাঁটি সরিষার তেল - ১ লিটার- ১৯০ টাকা
- চিনি ও হাইড্রোজ মুক্ত খেজুরের গুড় - ১ কেজি- ২৩০ টাকা
- আম (সিজনাল)
কুরিয়ার এর মাধ্যমে সারা দেশে পণ্য পাঠানো হয়।
ডাঙ্গিপাড়া (আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ সংলগ্ন), পবা, রাজশাহী।
অর্ডার করতে,
০১৩২১ ৪৪৭৫৭৫
০১৫৭৫ ২৪৫৮৭২
@attaqwastore

কবিতা

অপসংস্কৃতি

(চতুর্দশপদী কবিতা)

-মো. শফিকুল ইসলাম সুজন
চৌগাছা, যশোর।

মানব যাচ্ছে দেখ অদ্য নির্লজ্জতায়,
প্রেম নামক বিষের স্রোতে গা ভাসাই।
কত যুবক যাচ্ছে যে বেহায়াপনায়,
তার নির্দিষ্ট কোনো খোঁজ-খবর নাই।
কত যুবতী দেখ কুমারীত্ব হারায়,
দেখে মনে হয় কিছু যায় আসে নাই।
সমাজ অদ্য উদ্ভুত হচ্ছে পশ্চিমায়,
নির্লজ্জতা ভরে গেছে কানাই কানাই।
পেতে চাও যদি অদ্য এ থেকে রেহাই,
আত্মবিশ্বাস নিয়ে করো সত্যের রথ।
দেশ থেকে অপসংস্কৃতি তাড়াতে চাই,
ফিরে পেতে চাই যে মোরা স্বস্তির পথ।
ঘুমাতে চাই মোরা শান্তির পতাকায়,
কোনো অস্বস্তি যেন অদ্য না পায় ঠাঁই।

বেহুঁশ

-রায়হানুল ইসলাম

পৃথিবীর পিছু ছুটে ছুটে হায়!
হয়ে গেল বেলা শেষ,
শ্বেতকায় হলো মস্তক জুড়ে
ঘোর কালো এলো কেশ!
তবুও এখনো কাটেনি ঘোর
হায়রে বিভোর পথভোলা,
হবে কবে হুঁশ! হায় বেহুঁশ–
থেমে গেলে কি পথচলা?
সাদা রে দেখ কালো তুমি হায়!
কালো রে দেখ বেশ সাদা।
তাই পাপের পথে চললে নেচে–
এ পথ যে ভাই জম কাদা!
কাঁদবে সেদিন অঝোর ধারায়,
ভাসবে নয়ন জলে!
জাহান্নামের শিকল শোভিত
হবে এই সরু গলে!
আকাশের মতো লাঞ্ছনা নিয়ে
কেটে যাবে কতকাল।
কল্পনাতীত কষ্টের মাঝে–
ফুরাবে না মহাকাল!
আকুতি করে মৃত্যু কামনা–
জীবনের অবসান।
পাবে না কিছুতে কেঁদে কেঁদে যদি
আঁখি হয় অকুলান!

বিদায়!

-আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক
ফারেগ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
বানারাস, ভারত।

কোনো পূর্ণিমা সন্ধ্যায় রূপ সাগরের পারে,
ডাক এসে যাবে ওপারের পানে।
হাওয়ায় দোলা কত সুখের কত রঙে,
তন্দ্রাহরণী চাঁদের আলোয় চলে যাবে।
রঙিন স্বপ্ন মাখা মুগ্ধ চোখের ধরণী ছেড়ে,
সকল দুঃখ সুখের অবসানে উদাসী মন যাবে ওপারে।
স্বপ্ন পসরা ছেড়ে মায়ার ফুল ডালা ছিন্নে,
হারিয়ে যাবে কোনো সুপ্ত আওয়াজে।
যবে ভিড়বে এসে তরণী তোমার বিদায় ঘাটে,
উৎসব আঙিনা ছেড়ে হবে সম্ভাষণ ওপারে।

মৃত্যুর ডাক

-ফরহাদ বিন আব্দুল আলীম
শিক্ষক, ঘিওর সিনিয়র মাদরাসা, ঘিওর, মানিকগঞ্জ।

স্বদেশের তরে এসেছে প্রভাত ভোরে
দেখিলাম এক মালি,
হাজারো রকমের তুলিয়াছে ফুল
ভরিতেছে তার ডালি।
স্বদেশ নহে বিদেশেও সে
করে ভ্রমণ প্রাত,
ডাকিলে হেথায় যাইবে সেথায়
দূর হোক যত শত।
আল্লাহতে তাহার মন করে সে যাপন
হুকুম করিলে হয় না দেরি,
সময় হইলে শেষ, ধরিবে তাহার কেশ
নাহি দিবে ছাড়ি।
ধরিবে যাহারে বলিবে তাহারে
করিব তোমায় আদর!
সময় হয়েছে তোমার; দেরি করিব না আর
পরাইব মরণ চাদর।

বাংলাদেশ সংবাদ

২০২০ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৬৬৮৬

২০২০ সালে দেশে বিচ্ছিন্নভাবে ৪৮৯১টি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি। সংগঠনটি বলছে, এসব সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ৬৬৮৬ জন এবং আহত হয়েছেন ৮৬০০ জন। প্রতিবেদনে জানানো হয়, একই সময় দেশে রেলপথে ৩২৩টি দুর্ঘটনায় ৩১৮ জন নিহত হয়েছেন ও আহত হয়েছেন ৭৯ জন। নৌপথে ১৮৩টি দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ৩১৩ জন ও আহত হয়েছেন ৩৪২ জন এবং নিখোঁজ হয়েছেন ৩৭১ জন। সড়ক, রেল, নৌ-পথে সর্বমোট ৫৩৯৭টি দুর্ঘটনায় ৭৩১৭ জন নিহত এবং ৯০২১ জন আহত হয়েছেন। দেশের জাতীয়, আঞ্চলিক ও অনলাইন সংবাদপত্রসমূহে প্রচারিত সড়ক দুর্ঘটনার সংবাদ মনিটরিং করে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।

বায়ু দূষণে বাড়ছে গর্ভপাত

বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর গর্ভবতী নারীদের মৃত সন্তান প্রসব এবং গর্ভপাতের ঝুঁকি বৃদ্ধির সঙ্গে দূষিত বাতাসের সম্পর্ক থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্বাস্থ্যবিষয়ক গবেষণা সাময়িকী 'দ্য ল্যানসেট'। গবেষণায় বলা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ায় ২০০০ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত প্রতি বছরে আনুমানিক ৩ লাখ ৪৯ হাজার ৬৮১ জন নারীর গর্ভাবস্থার ক্ষতি হয়েছে। এর জন্য দায়ী বাতাসের পার্টিকুলেট ম্যাটার (পিএম) বা অতি সূক্ষ্ম বস্তুকণার উপস্থিতি। মানবদেহের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর উপাদান এই পিএম২.৫। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মান অনুযায়ী, প্রতি ঘনমিটার বাতাসে ১০ মাইক্রোগ্রাম পিএম২.৫ থাকলে তাকে সহনীয় বলা যেতে পারে। সেখানে দেশে প্রতি ঘনমিটারে পিএম২.৫ আছে ৬১ মাইক্রোগ্রাম। এর ফলে ফুসফুসে ক্যানসার ও কিডনি বিকলের মতো রোগও ব্যাপকভাবে ছড়াচ্ছে। গর্ভাবস্থার ক্ষতিতে পৃথিবীতে দক্ষিণ এশিয়াই সবচেয়ে বেশি মাশুল গুনছে। পৃথিবীতে এই অঞ্চলের বাতাসে সবচেয়ে বেশি পিএম২.৫ পাওয়া যায়। এই গবেষণার জন্য বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তানের ৩৪১৯৭ জন মায়ের মেডিকেল ডাটা সংগ্রহ করা হয়, যারা কমপক্ষে একবার গর্ভপাতের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে বাংলাদেশ থেকে নেওয়া হয় ৩৬৮৭ জনকে (১১ শতাংশ), ভারতের ২৬২৮২ জন (৭৭ শতাংশ) এবং পাকিস্তানের ৪২২৮ জন (১২.৪ শতাংশ)। গবেষকরা বলছেন, ২০১০-১৫ সাল পর্যন্ত ১৭৮ মিলিয়ন শিশুর জন্ম হয়েছে এই তিন দেশে। এর মধ্যে প্রায় ১ মিলিয়ন বা ১০ লাখ শিশু মৃত অবস্থায় পৃথিবীতে এসেছে।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

বিশ্বে করোনায় মৃত্যু ১৯ লাখ ছাড়ালো

সারাবিশ্বে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯ কোটি ৭৭ হাজার ৪৭১ জন। আর এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বিশ্বে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৯ লাখ ৩৪ হাজার ৮১৩ জনে। এর মধ্যে সুস্থ হয়েছে ৬ কোটি ৪৪ লাখ ৬৩ হাজার ৩৬৫ জন। করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের সংখ্যা ও প্রাণহানির পরিসংখ্যান রাখা ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ডওমিটার থেকে এই তথ্য জানা যায়। ওয়ার্ল্ডওমিটারের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত হয়ে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটিতে ৩ লাখ ৮১ হাজার ৪৮০ জন এখন পর্যন্ত মারা গেছেন। বিশ্বে সর্বোচ্চ আক্রান্তের সংখ্যাও এই দেশটিতে। এই পর্যন্ত ২ কোটি ২৬ লাখ ৯৯ হাজার ৯৩৮ জন এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের পর মৃত্যু বিবেচনায় করোনায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হচ্ছে ব্রাজিল। আক্রান্তের দিক থেকে তৃতীয় স্থানে থাকলেও মৃত্যু বিবেচনায় দেশটির অবস্থান দ্বিতীয়। লাতিন আমেরিকার দেশটিতে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে ৮০ লাখ ৭৫ হাজার ৯৯৮ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২ লাখ ২ হাজার ৬৫৭ জনের। আক্রান্তের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসা ভারত মৃত্যু বিবেচনায় আছে তৃতীয় স্থানে। এ পর্যন্ত দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ৪৫ লাখ ১ হাজার ৩৪৬ জন। আর মৃত্যু হয়েছে ১ লাখ ৫১ হাজার ৪৮ জনের।

মুসলিম চিকিৎসকের উদারতা : ২০০ রোগীর ৫ কোটি টাকা বকেয়া মওকুফ

মহামারির মধ্যেই মানবিকতার এক অনন্য নজির স্থাপন করলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক মুসলিম চিকিৎসক। উমার আতিক নামের পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত এই চিকিৎসক ক্যানসার রোগীদের বাঁচিয়ে তোলাই শুধু নয়, ২০০ জন রোগীর বকেয়া প্রায় ৬ লাখ ৫০ হাজার ডলার (বাংলাদেশী মুদ্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকারও বেশি) মওকুফ করে দিয়েছেন। জানা গেছে, ক্যানসার বিশেষজ্ঞ উমার আতিক দীর্ঘদিন ধরেই বহু রোগীকে আল্লাহর ইচ্ছায় সুস্থ করেছেন। অনেকের কাছেই টাকা পেতেন তিনি। এরপর সম্প্রতি নিজের ক্লিনিক বন্ধের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু হিসাব করতে যেয়ে দেখেন, রোগীদের কাছে তার বকেয়া টাকার পরিমাণ সাড়ে ৬ লাখ ডলারেরও বেশি। পরবর্তীতে সেই বকেয়া টাকা ফেরত চাওয়ার সময়ই বুঝতে পারেন, অনেকেই তাদের বিলের টাকা দিতে অপারগ। এরপরই এই

মানবিক সিদ্ধান্ত নেন আতিক। প্রায় ২০০ জন রোগীর বিল মওকুফ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তিনি। উল্টো যাদের বিল বকেয়া ছিল, তাদের ক্রিসমাসের একটি গ্রিটিংস কার্ড পাঠান। তাতে জানান যে, তার আরকানসাস ক্যানসার ক্লিনিকটি এবার বন্ধ হতে চলেছে। যে যে রোগীদের বকেয়া রয়েছে তা আর মেটানোর প্রয়োজন নেই। তার এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই প্রত্যেকেই তাকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন। খুশি ওই রোগীদের পরিবারের লোকজনও।

মুসলিম বিশ্ব

ফিলিস্তীনীদের ৭২৯টি ভবন গুঁড়িয়ে দিয়েছে ইসরাঈল

নির্মাণের অনুমতি না থাকার অজুহাতে গত বছর ৭২৯টি ফিলিস্তীনী ভবন গুঁড়িয়ে দিয়েছে ইসরাঈলী কর্তৃপক্ষ। মানবাধিকার বিষয়ক ইসরাঈলী সংস্থা বি'সলেম এমনই তথ্য জানিয়েছে। সংস্থাটির মতে, ইসরাঈল তাদের নীতিমালার অজুহাত দেখিয়ে ১০০৬ ফিলিস্তীনীকে উচ্ছেদ করেছে। ফিলিস্তীনীদের ২৭৩টি বাড়ি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। তারা বলছে, ইসরাঈল আবাসিক ৪৫৬টি কাঠামো ভেঙ্গে দিয়েছে। এছাড়াও ফিলিস্তীনীদের প্রয়োজনীয় মানবিক সুবিধা এবং পানি ও বিদ্যুতের লাইনও বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। বি'সলেম আরো বলছে, ইসরাঈলী দখলদার বাহিনী ২০২০ সালে সাত নাবালকসহ ২৭ জন ফিলিস্তীনীকে হত্যা করেছে। বি'সলেম পশ্চিম তীরে ফিলিস্তীনী হত্যার ১৬টি মামলার তদন্ত করে। তদন্তে দেখা যায়, নিহতদের মধ্যে কমপক্ষে ১১ জনকে বিনা বিচারে হত্যা করা হয়েছে। তারা কেউই নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য বা অন্যদের জীবননাশের হুমকির কারণ ছিল না বলেও সংস্থাটি জানিয়েছে। ফিলিস্তীনীদের বাড়িতে পাথর নিক্ষেপ করা থেকে শুরু করে কৃষক ও তাদের সম্পত্তিকে লক্ষ্য করে ৮০টির মতো গাছ ও অন্যান্য ফসলের ক্ষতি করেছে। যার ফলস্বরূপ তিন হাজারের বেশি গাছ নষ্ট হয়ে গেছে। ইসরাঈলী দখলদার হিনী ফিলিস্তীনী গ্রাম ও শহরগুলোতে কমপক্ষে তিন হাজারবার অভিযান চালিয়ে ২৪৮০টির মতো বাড়ি লন্ডভন্ড করেছে। বি'সলেম বলেছে, ২০২০ সালের মধ্যে দখলকৃত পশ্চিম তীরে ইসরাঈলীরা নিরাপত্তা বাহিনীর পাশাপাশি ৩৫৪৪টি চেকপয়েন্ট বসিয়েছে। ইসরাঈলী নিরাপত্তা বাহিনী কমপক্ষে ২৭৮৫ জন ফিলিস্তীনীকে বন্দী করেছে বলেও সংস্থাটি জানিয়েছে।

করোনাকালে আমিরাতে তিন হাজারেরও বেশি অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করলেন!

সংযুক্ত আরব আমিরাতে ইসলাম গ্রহণ করলেন তিন হাজারেরও বেশি অমুসলিম। মহামারি করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে বিশ্বে ধর্মচর্চা নিয়ে আগ্রহ বেড়েছে ঘরবন্দী মানুষের। এরই মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ আমিরাতে তিন হাজারেরও বেশি অমুসলিমদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের খবর পাওয়া গেল। এ বছর ৩১৮৪ জন ইসলাম গ্রহণ করেছেন বলে জানিয়েছেন দুবাইয়ের মুহাম্মাদ বিন রশিদ সেন্টার ফর ইসলামিক কালচারাল। সেন্টারটির ডিরেক্টর হিন্দ মুহাম্মাদ লুতাহ এক ঘোষণায় জানান, করোনা পরিস্থিতির কারণে অনলাইনে এসব মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। সেন্টারটির ডিরেক্টর আরও জানান, প্রতিষ্ঠানটি ইসলাম সম্পর্কে সঠিক বার্তা প্রদান অব্যাহত রাখবে এবং দুবাইয়ে বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং ভিন্ন বিশ্বাসীদের মধ্যে ইসলামের মহান নীতিগুলো ছড়িয়ে দেবে।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

৫০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে জোরে ঘুরছে পৃথিবী!

গত ৫০ বছরের তুলনায় পৃথিবী সময়ের চেয়ে দ্রুত গতিতে চলেছে। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবী ২৪ ঘণ্টার আগেই তার নিজের অক্ষের উপর ঘুরা সম্পন্ন করে ফেলছে। গত বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে এই পরিবর্তন এসেছে বলে জানানো হয়েছে। পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় তার অক্ষের ওপর একবার পাক খায়। তবে গত বছর জুন থেকে এখন অবধি পৃথিবীটি নিজের অক্ষের উপর দিয়ে দ্রুত গতিতে চলেছে। এ কারণে পৃথিবীর সমস্ত দেশের সময় বদলে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীদের নিজ নিজ জায়গায় থাকা অ্যাটোমিক ঘড়ির সময় পরিবর্তন করতে হবে। অর্থাৎ এবার বিজ্ঞানীদের তাদের ঘড়িতে নেতিবাচক (মাইনাস) লিপ সেকেন্ড যুক্ত করতে হবে। ১৯৭০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ২৭ লিপ সেকেন্ড যুক্ত করা হয়েছে। ব্রিটিশ ওয়েবসাইট ডেইলি মেইলে প্রকাশিত রিপোর্ট বলছে, বিগত বেশ কয়েক দশক পৃথিবী ২৪ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে তার অক্ষের ওপর ঘুরে। তবে গত বছরের জুন থেকে ২৪ ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যে ঘূর্ণন শেষ করছে। এই মুহূর্তে, পৃথিবী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ০.৫ মিলি সেকেন্ডের কম সময় নিয়ে ঘুরছে। যার ফলে আমাদের ২৪ ঘণ্টা থেকে ০.৫ মিলি সেকেন্ড কমে গেছে। ২৪ ঘণ্টায় ৮৬,৪০০ সেকেন্ড হয়। গত বছরের জুন থেকে এই ৮৬,৪০০ সেকেন্ড থেকে ০.৫ মিলিসেকেন্ড হ্রাস পেয়েছে। ১৯ জুলাই দিনটি ২৪ ঘণ্টার থেকে ১.৪৬০২ মিলি সেকেন্ড কম ছিল।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

কুরআন

প্রশ্ন (১) : পুরাতন, জীর্ণ-শীর্ণ, পড়ার অনুপযোগী কুরআন কী করতে হবে?

-জুয়েল বিন মনিরুল ইসলাম
পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : কুরআন মাজীদের কপি পুরাতন হয়ে গেলে মেরামত করে পড়ার উপযোগী করা সম্ভব হলে সেটাই করা ভালো। আল্লাহ বলেন, 'আর যে আল্লাহর নিদর্শনের সম্মান করে, তা মূলত তার অন্তরের তাক্বওয়ার পরিচায়ক' (আল-হাজ্জ, ২২/৩২)। আর যদি মেরামত করে পাঠ উপযোগী করা সম্ভব না হয়, তাহলে রাস্তাঘাট কিংবা ডাস্টবিনে না ফেলে পুড়িয়ে দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে। উছমান রাযিয়াল্লা-হু আনহু তার শাসনামলে কুরআন একত্রিত করার পর ভিন্ন ক্বিরাআতের কপিগুলো পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দিয়েছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৪৯৮৭; মিশকাত, হা/২২২১)।

প্রশ্ন (২) : কুরআন মুখস্থ করার পর ভুলে গেলে পাপ হবে কি?

-মাহফুজ বিন জহুরুল ইসলাম
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তর : কুরআন মুখস্থ করার পর চর্চা না করে ভুলে যাওয়া আদৌ ঠিক নয়। তবে পাপ হবে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কারও এরূপ বলা কী জঘন্য কথা! যে বলে, আমি কুরআনের অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি বরং সে যেন বলে, তাকে ভুলানো হয়েছে। সুতরাং তোমরা পুনঃপুনঃ কুরআন স্মরণ করবে। কেননা এটা মানুষের অন্তর হতে চতুষ্পদ জন্তু অপেক্ষাও অধিক পলায়নপর (ছহীহ বুখারী, হা/৫০৩২; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৯০; মিশকাত, হা/২১৮৮)। তাই কুরআনের হিফয ধরে রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। উল্লেখ্য যে, কুরআন মুখস্থ করার পর ভুলে যাওয়া সবচেয়ে বড় পাপ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ (আবূ দাঊদ, হা/৪৬১; মিশকাত, হা/৭২০)।

হাদীছ

প্রশ্ন (৩) : যারা ছহীহ হাদীছকে দুর্বল বা জাল হিসাবে প্রচার করে তাদের শাস্তি কী?

-চঞ্চল চৌধুরী
নারায়ণগঞ্জ সদর।

উত্তর : ছহীহ হাদীছকে দুর্বল বা জাল হিসাবে প্রচার করার অর্থই হলো, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি মিথ্যারোপ করা। সুতরাং যারা এমন প্রচারের কাজে নিমজ্জিত তাদের স্থান জাহান্নাম। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয় (ছহীহ মুসলিম, হা/৩)। তবে যদি তদন্ত করার সময় বুঝের কম-বেশির কারণে এমনটি হয়ে যায় তাহলে সে গুনাহগার হবে না।

প্রশ্ন (৪) : ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত হাদীছের কোনো রাবীকে কাযযাব বা মিথ্যুক বললে তার শাস্তি কী?

-চঞ্চল চৌধুরী
নারায়ণগঞ্জ সদর।

উত্তর : ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত হাদীছের কোনো রাবীকে কাযযাব বা মিথ্যুক বললে মূলত তা সংশ্লিষ্ট হাদীছের রাবীসহ ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লা-হ-এর মতো একজন সম্মানিত মুহাদ্দিছকে অপমান করা হবে। কেননা তিনি প্রত্যেকটি হাদীছের সনদ, মতন, রাবী ইত্যাদির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে আল্লাহর তরফ থেকে নিশ্চয়তা লাভ করার পরে সেটাকে তার কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ মর্মে তিনি বলেন, আমি আমার এই কিতাব মসজিদুল হারামে বসে সংকলন করেছি এবং আমি সেখানে কোনো হাদীছ প্রবেশ করাইনি যতক্ষণ না আমি ইস্তিখারার দু'রাকআত নফল ছালাত আদায় করেছি এবং হাদীছটি বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা লাভ করেছি (ফাতহুল বারীর 'ভূমিকা' খণ্ড, কায়রো : দারুর রাইয়ান ২য় সংস্করণ ১৪০৭/১৯৮৭, পৃ. ৫১৩-১৪)। তবে প্রথম যুগের বেশ কিছু মুহাদ্দিছ ছহীহ বুখারীর কতিপয় হাদীছ সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। তাদের মধ্যে সর্বাধিক ইমাম দারাকুত্বনী (৩০৬-৩৮৫ হি.) ছহীহ বুখারীর ৭৮টি এবং বুখারী ও মুসলিমের মিলিতভাবে ৩২টি হাদীছের উপর সমালোচনা করেছেন। এসব সমালোচনার উত্তরে বিভিন্ন গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে। ছহীহ বুখারীর ভাষ্যকারগণের প্রত্যেকেই সংক্ষেপে বা বিস্তারিতভাবে এসব সমালোচনার জবাব দিয়েছেন। তবে সর্বশেষ ভাষ্যকার হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২ হি.) ফাতহুল বারীর ভূমিকা 'হাদীয়ুস সারী'-তে এসব সমালোচনার একটি একটি করে বিস্তারিতভাবে জবাব দিয়েছেন (হাদীয়ুস সারী মুক্বাদ্দামা ফাতহুল বারী, ৮ম অনুচ্ছেদ, পৃ. ৩৬৪-৪০২)।

আলোচনার শেষে উপসংহারে তিনি বলেন, সমালোচিত প্রত্যেকটি হাদীছই দোষযুক্ত নয়। বরং অধিকাংশের জওয়াব পরিষ্কার ও দোষমুক্ত। কোনো কোনোটির জওয়াব গ্রহণযোগ্য এবং খুবই সামান্য কিছু রয়েছে, যা না বুঝে তাঁর উপর চাপানো হয়েছে। আমি প্রত্যেকটি হাদীছের শেষে এগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করেছি' (মুক্বাদ্দামা, পৃ. ৪০২)।

তিরমিযীর ভাষ্যকার শায়খ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের বলেন, 'ছহীহ বুখারীর যেসব হাদীছ সমালোচিত হয়েছে তার অর্থ হলো সেগুলো ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ-এর শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধতার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেনি। তবে হাদীছটি স্বীয় অবস্থানে ছহীহ। তিনি বলেন, মুহাক্কিক্ব ওলামায়ে হাদীছ-এর নিকটে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের প্রতিটি হাদীছই ছহীহ। এ দু'টি গ্রন্থের কোনো একটি হাদীছ দুর্বলতা বা ত্রুটিযুক্ত নয়। ইমাম দারাকুত্বনীসহ মুহাদ্দিছগণের কেউ কেউ যে সমালোচনা করেছেন তার অর্থ হলো তাঁদের নিকট সমালোচিত হাদীছসমূহ ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছতে পারেনি। তবে সাধারণভাবে হাদীছগুলোর বিশুদ্ধতা নিয়ে কেউই মতভেদ করেননি (আল-বা'এছুল হাছীছ, তাহক্বীক্ব : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের, পৃ. ৩৩-৩৪)।

শায়খ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ ও উছূলে হাদীছের আলোকে ছহীহ বুখারীর ১৫টি হাদীছের সমালোচনা করেছেন তাঁর 'সিলসিলা যঈফা' গ্রন্থে। উক্ত সমালোচনা হাদীছবিরোধী বা হাদীছে সন্দেহবাদীদের মতো নয়, বরং একজন সূক্ষ্মদর্শী মুহাদ্দিছ বিদ্বান হিসাবে। যেমন ইতোপূর্বে অনেক মুহাদ্দিছ করেছেন। যদি এতে তিনি ভুল করে থাকেন তাহলেও নেকী পাবেন। আর ঠিক করে থাকলে দ্বিগুণ নেকী পাবেন। তবে তিনি যেসব হাদীছকে যঈফ বলেছেন, সে ব্যাপারে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ-এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। কেননা দুর্বল রাবীদের বর্ণনা গ্রহণ করার ব্যাপারে তাঁর কতগুলো স্পষ্ট নীতি ছিল। যেমন : (১) দুর্বল রাবীদের সকল বর্ণনাই দুর্বল নয়। (২) উক্ত বিষয়ে অন্য কোনো হাদীছ না পাওয়া এবং হাদীছটি বিধানগত ও আক্বীদা বিষয়ক না হওয়া। বরং হৃদয় গলানো ও ফযীলত বিষয়ে হওয়া। (৩) সনদে বা মতনের কোনো ত্রুটি দূর করার জন্য বা কোনো বক্তব্যের অধিক ব্যাখ্যা দানের জন্য কিংবা শ্রুত বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য সহযোগী হিসাবে (من المتابعات) কোনো হাদীছ আনা' (ড. মুহাম্মাদ হামদী আবু আবদাহ, জর্ডান বিশ্ববিদ্যালয়ে শরীআ অনুষদ কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলনে পেশকৃত গবেষণাপত্র, পৃ. ৩৪)।

আলবানী ও দারাকুত্বনী রাহিমাহুমাল্লাহ বুখারী গ্রন্থের যে সকল হাদীছের উপর মন্তব্য করেছেন তা ঠিক নয় জানতে দেখুন- (মিন্নাতুল বারী, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক, পৃ. ১৮২-২৩১) অতএব, ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত হাদীছের কোনো রাবীকে কাযযাব বা মিথ্যুক বলা মূলত তার প্রতি মিথ্যারোপ করা, যা যুলুমের অন্তর্ভুক্ত মহাপাপ এবং তা স্পষ্ট হারাম। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'এক মুসলিম অপর মুসলিমের (দ্বীনী) ভাই। মুসলিম ব্যক্তি অপর মুসলিমের উপর অবিচার করবে না, তাকে অপদস্থ করবে না এবং অবজ্ঞা করবে না। আল্লাহভীতি এখানে! এ কথা বলে তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজের বক্ষের দিকে তিনবার ইঙ্গিত করে বললেন, 'একজন মানুষের জন্য এতটুকু অন্যায়ই যথেষ্ট যে, সে নিজের মুসলিম ভাইকে হেয় জ্ঞান করবে। মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের রক্ত, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান হারাম (ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৬৪; ছহীহ আত-তারগীব, হা/২৯৫৮; মিশকাত, হা/৪৯৫৯)।

ঈমান-আক্বীদা

প্রশ্ন (৫) : 'আমার পরে যদি কেউ নবী হতো, তাহলে সে হতো উমার'-এ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ?

-রোকনুযযামান
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তর : হ্যাঁ, হাদীছটি ছহীহ। এ মর্মে উক্ববা ইবনু আমের রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার পরে কেউ নবী হলে অবশ্যই উমার ইবনুল খাত্ত্বাবই নবী হতো' (তিরমিযী, হা/৩৬৮৬)।

প্রশ্ন (৬) : বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠানে নেতা-নেত্রীর ছবি টাঙানোসহ সরাকরি বিভিন্ন দিবস, অনুষ্ঠান ও নিয়ম-কানুন মানতে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বাধ্য করা হচ্ছে? এমতাবস্থায় সেখানে চাকরি করা বা ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া করানো যাবে কি?

-ফরীদুল ইসলাম
মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : বিষয়টি অতীব স্পর্শকাতর। কুরআন ও হাদীছে বিষয়গুলোকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং মানুষের জন্য জরুরী কর্তব্য হলো, সে তার শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী এই সকল বিষয় হতে বাঁচার চেষ্টা করবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় করো' (আত-তাগাবুন, ৬৪/১৬)।

প্রশ্ন (৭) : মাযহাব অর্থ কী? মাযহাব মানা কি ফরয? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই?

-এবিএম ফাহিম
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

উত্তর : 'মাযহাব' আরবী শব্দ। এর অর্থ চলার পথ। শরীআতে 'মাযহাব' একটিই। সেটা হলো আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-**এর** পথ, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথ (আল-আনআম ৬/১৫৩; আহমাদ, নাসাঈ, মিশকাত, হা/১৬৬ ও ১৬৫, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)। এছাড়া দ্বিতীয় কোনো মাযহাব নেই। যে সমস্ত মাযহাব মুসলিম সমাজে প্রচলিত আছে তার সবই স্বর্ণযুগের বহু পরে সৃষ্ট। যেমন- শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী রহিমাহুল্লাহ তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা'র মধ্যে লিখেছেন, ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে কোনো মুসলমান নির্দিষ্টভাবে কোনো একজন বিদ্বানের মাযহাবের তাক্বলীদের উপরে সংঘবদ্ধ ছিল না (হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা, ১/১৫২-৫৩, 'চতুর্থ শতাব্দী ও তার পরের লোকদের অবস্থা বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)। সুতরাং সমাজে প্রচলিত এসব মাযহাব মানা ফরয নয়। এমনকি মাযহাব না মানলে কেউ কাফেরও হবে না, বরং এ সমস্ত মাযহাব মানলেই মানুষের মাঝে সংকীর্ণতার সৃষ্টি হয়। মুসলিম মাত্রই স্বাধীনভাবে কেবল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর আমল করবে। এছাড়া কোনো মাযহাব বা তন্ত্রের অনুসরণ করতে পারে না। যেমন ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বের কোনো মানুষ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না।

প্রশ্ন (৮) : আমার এলাকায় পীরের প্রাদুর্ভাব এত বেশি যে, দুই ঈদ ও জুমআর দিন তাদের সম্পর্কে প্রশংসামূলক বাক্য বলে খুৎবা শুরু করতে হয়। তারা পীরের পায়ে সিজদা করে এবং মসজিদ বাদ দিয়ে পীরের আস্তানায় আযান দিয়ে ৫ ওয়াক্ত ছালাত পড়ে। এদের পিছনে কি ছালাত হবে?

-আব্দুর রউফ মন্ডল
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তর : এ জাতীয় কর্মকাণ্ডে অভ্যস্ত ব্যক্তিরা শিরকে নিমজ্জিত। কেননা সাধারণভাবে কোনো ব্যক্তির গুণ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার এতখানি প্রশংসাও করা যায় না যাতে তার ব্যক্তিত্বকেই অসাধারণভাবে বড় করে তোলা হয় এবং সে আল্লাহর সমকক্ষতার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। মূলত এইরূপ প্রশংসাই মানুষকে তাদের পূজার কঠিন পাপে নিমজ্জিত করে। সে জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিকে বলেছেন, 'যখন অধিক প্রশংসাকারীদেরকে দেখবে, তখন তাদের মুখের উপর ধূলি নিক্ষেপ করো' (ছহীহ মুসলিম, হা/৩০০২)। দ্বিতীয়ত, সিজদা হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য (আন-নাজম, ৫৩/৬২)। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করা বৈধ নয়। বরং তা স্পষ্ট শিরক। কারণ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো লোকের প্রতি সিজদা করার কোনো সুযোগ নেই (তিরমিযী, হা/১১৫৯; ইবনু মাজাহ, হা/১৮৫৩)। তাই যারা শিরকের মতো এমন জঘন্য পাপে লিপ্ত তাদের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে না। কারণ এ ধরনের শিরকের সাথে জড়িত থাকলে ঈমান, আমল ও ইসলাম কিছুই অবশিষ্ট থাকে না (আল-মায়েদা, ৫/৭২)।

প্রশ্ন (৯) : একজন ইমাম যদি আল্লাহর কাছে দু'আ করে বলে যে, রাসূল ﷺ-এর অসীলায় আমাদের ছালাত কবুল করে নিন। তাহলে কি তা জায়েয হবে?

-মোহাম্মদ সায়েম
গাইবান্ধা সদর।

উত্তর : না, এভাবে দু'আ করা জায়েয হবে না। কেনন আল্লাহর নিকট দু'আ করার জন্য কোনো অসীলা বা মাধ্যেমে প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ 'আর যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তখন তাদেরকে বলে দাও যখনই কোনো আহ্বানকারী আহ্বান করে, তখনই আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই' (আল-বাক্বারা, ২/১৮৬)। আবূ মূসা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা রাসূল ﷺ-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। অতঃপর উপরে উঠার সময় লোকজন উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর দিতে শুরু করলে তিনি বলেন, তোমরা চুপে চুপে তাকবীর দাও। কেননা তোমরা বধির কিংবা অনুপস্থিত সত্তার নিকট প্রার্থনা করছ না। বরং তোমরা প্রার্থনা করছ অধিক শ্রবণকারীর নিকট যিনি তোমাদের সাথেই আছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/২৭০৪)। অতএব দু'আ করতে হবে কেবল মহান আল্লাহর নিকট, অন্য কারও নিকট নয় (তিরমিযী, হা/২৫১৬; মিশকাত, হা/৫০০২ সনদ ছহীহ)।

প্রশ্ন (১০) : বিনোদনের উদ্দেশ্যে জাদু শেখা বা প্রদর্শন করা যাবে কি?

-বাকী বিল্লাহ খান পলাশ
হাবেলী গোপালপুর, ফরিদপুর।

উত্তর : না, বিনোদনের উদ্দেশ্যে জাদু শেখা যাবে না। কেননা জাদু চর্চা করা কুফরী এবং তা শয়তানের আমল। মহান আল্লাহ বলেন, 'সুলায়মান কুফরী করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত' (আল-বাক্বারা, ২/১০২)।

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা ধ্বংসাত্মক পাপ থেকে বেঁচে থাকো, তাহলো আল্লাহর সাথে শরীক করা ও জাদু করা' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৭৬৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৯; মিশকাত, হা/৫২)। তবে জাদুকৃত ব্যক্তি হতে জাদুর প্রভাব দূর করার নিয়্যতে প্রতিরোধক জাদু বৈধ। মহান আল্লাহ বলেন, 'যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করো, তবে ঠিক ততখানি প্রতিশোধ গ্রহণ করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে; তবে তোমরা ধৈর্যধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য ওটাও তো উত্তম' (আন-নাহল, ১৬/১২৬; ছহীহ বুখারী, 'জাদুর চিকিৎসা করা যাবে কি-না?' অধ্যায়, সিলসিলা ছহীহা, হা/২৭৬০)।

প্রশ্ন (১১) : জুমআর খুৎবা দেওয়ার আগে খত্বীবের ছবি মসজিদের গেটে লাগানো যাবে কি?

-সৈয়দ আকরাম হোসেন
বাড়ি নাম্বার ৩৩, রোড নাম্বার ১, ব্লক এ, বনশ্রী রামপুরা ঢাকা।

উত্তর : না, মসজিদের গেটে হোক বা অন্য যেকোনো স্থানে হোক কোথাও কোনো প্রকারের ছবি লাগানো যাবে না। কারণ যে ঘরে ছবি কিংবা কুকুর থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৪৯; ছহীহ মুসলিম, হা/৫৬৩৬)। মা আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-র গদিতে প্রাণীর ছবি থাকায় রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘরে প্রবেশ না করে দরজায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন, ঘরে প্রবেশ করেনি। আর বলেছেন, ছবি অঙ্কনকারীদের কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে' (ছহীহ বুখারী, হা/২১০৫-৫১৮১, ৫৯৬১; ছহীহ মুসলিম, হা/২১০৭; আহমাদ, হা/২৬৯০)।

প্রশ্ন (১২) : কথা শেষে 'ভালো থাকেন' বলা শিরক হবে কি?

-শোয়াইব
কাতলাসেন, ময়মনসিংহ।

উত্তর : কথা শেষে বা বিদায়ের সময় 'ভালো থাকেন' বাক্যটি বিনিময়ের মাধ্যমে শিরকে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা মানুষ নিজে নিজেই ভালো বা মন্দ থাকতে পারে না। বরং ভালো-মন্দের একমাত্র মালিক মহান আল্লাহ। উত্তম হবে সালাম দিয়ে বিদায় নেওয়া। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ কোনো মজলিসে যাবে তখন সালাম দিবে। যখন সেখান উঠে আসতে চাইবে তখনও সালাম দিবে। এর প্রথমবারের সালাম দ্বিতীয়বারের সালামের চেয়ে বেশি অগ্রাধিকারযোগ্য নয়' (আবূ দাঊদ, হা/৫২০৮; মিশকাত, হা/৪৬৬০)। তবে এভাবে বলা যায় যে, 'আল্লাহ আপনাকে ভালো রাখুন'।

প্রশ্ন (১৩) : মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যতীত অন্যান্য নবী-রাসূলগণের নাম শুনে বলতে হয় 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম'। কিন্তু তাঁর নাম শুনলে বলতে হয় 'ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'। এর কোনো কারণ আছে কি?

-শোয়াইব
কাতলাসেন, ময়মনসিংহ।

উত্তর : না, এর বিশেষ কোনো কারণ পাওয়া যায় না। তবে মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি দরূদ পাঠের বিশেষ ফযীলত ও মর্যাদার কথা বর্ণিত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী নবীগণের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়নি। আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশবার রহমত নাযিল করবেন। তার দশটি গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে আর আল্লাহর নৈকট্যের জন্য দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হবে (নাসাঈ, হা/১২৯৭; মিশকাত, হা/৯২২)। উল্লেখ্য যে, অন্যান্য নবী-রাসূলগণের ক্ষেত্রে শুধু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বলতে হয় একথা ঠিক। তবে তাদের কারো কারো ক্ষেত্রে 'ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'ও ব্যবহার হয়েছে (ছহীহ বুখারী, হা/৭৮)।

প্রশ্ন (১৪) : ছাহাবী ও নবী-রাসূলগণের নামের পূর্বে 'হযরত' লেখা যাবে কি? কখন থেকে এর ব্যবহার চালু হয়?

-শোয়াইব
কাতলাসেন, ময়মনসিংহ।

উত্তর : কখন থেকে এর ব্যবহার শুরু হয় তা জানা যায় না। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে নবী-রাসূলসহ বিভিন্ন ব্যক্তির নামের শুরুতে 'হযরত' লেখার যে প্রচলন রয়েছে, তা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত নয়। অনুরূপভাবে কুরআন ও হাদীছে যে সমস্ত নামে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সম্বোধন করা হয়েছে, 'হযরত' শব্দটিও তার অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এতে ছাহাবীগণ যে শব্দের মাধ্যমে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সম্বোধন করেছেন তা পরিহার করা হয়েছে। এছাড়া শব্দটিতে যথেষ্ট আপত্তি রয়েছে এবং অর্থের সাথেও অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। কেননা 'হযরত' শব্দটি নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর 'হাযির/নাযির' হওয়ার আক্বীদা থেকে উদ্ভূত। এক্ষেত্রে অনেকের আক্বীদা হলো, আমাদের নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাযির-নাযির বা মীলাদ মাহফিলে উপস্থিত হতে পারেন- আর এমন আক্বীদা থেকেই রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে সরাসরি 'হযরত' ব্যবহার করে থাকে। তাই এ শব্দগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে এবং তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

পবিত্রতা

প্রশ্ন (১৫) : ওযূর পরে লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওযূ ভঙ্গ হবে কি?

-যুবায়ের
চিলাহাটি, ডোমার, নীলফামারী।

উত্তর : স্বাভাবিক অবস্থায় লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওযূ ভাঙবে না (ছহীহ ইবনে হিব্বান, হা/১১২৬; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩৪১৭)। তবে উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করলে সর্বাবস্থায় ওযূ ভেঙে যাবে (আবূ দাঊদ, হা/১৮২; তিরমিযী, হা/৮২)।

প্রশ্ন (১৬) : বিড়াল খাবারে মুখ দিলে সে খাবার খাওয়া যাবে কি?

-সাফি ইসলাম
সোনাতলা, বগুড়া।

উত্তর : হ্যাঁ, যাবে। কেননা বিড়ালের উচ্ছিষ্ট অপবিত্র নয়; বরং তা পবিত্র। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিড়াল নাপাক নয়। এটা তোমাদের আশেপাশে ঘনঘন বিচরণকারী বা বিচরণকারিণী (আবূ দাঊদ, হা/৭৫, সনদ হাসান ছহীহ; ইবনু মাজাহ, হা/৩৬৭; নাসাঈ, হা/২৬৮; আহমাদ, হা/২৩১৯১; মিশকাত, হা/৪৮২)। তবে তার মুখে অপবিত্র লেগে থাকলে তা না খাওয়া উত্তম।

ইবাদত→মসজিদ-মুছাল্লা

প্রশ্ন (১৭) : মাঠের একপাশে মসজিদ এবং অপর পাশে মাদরাসা। জুমআর দিনে কি মহিলারা ঐ মাদরাসায় অবস্থান করে মসজিদের জুমআর অনুসরণ করে ছালাত আদায় করতে পারে?

-আবূ আব্দুল্লাহ
ফুলপুর, ময়মনসিংহ।

উত্তর : হ্যাঁ, পারে। কেননা কেউ যদি মসজিদের বাইরে কোনো ঘরে বা হুজরায় ইমামের ইক্বতিদা করে ছালাত আদায় করে, তাহলে তার ছালাত আদায় হয়ে যাবে। এ মর্মে ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ 'ইমাম বা মুক্তাদির মাঝে দেওয়াল বা সুতরা থাকলে' শিরোনামে অধ্যায় রচনা করে বলেন, হাসান বছরী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তোমার এবং ইমামের মধ্যে একটি নদী থাকলেও ইমামের ইক্বতিদা করাতে কোনো সমস্যা নাই। আবূ মিরজাম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, যদি ইমামের তাকবীর শোনা যায়, তাহলে ইমাম ও মুক্তাদির মধ্যে রাস্তা বা দেওয়াল থাকলেও ইক্বতিদা করা যায়। তারপর ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ হাদীছ উল্লেখ করে বলেন, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তাতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজ কামরায় রাতের ছালাত আদায় করেছেন। আর ছাহাবীগণ দেয়ালের অন্য পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর ইক্বতিদা করে তার সঙ্গে ছালাত আদায় করেছেন। (ছহীহ বুখারী, হা/৭২৯)।

প্রশ্ন (১৮) : কাউকে মসজিদ কমিটির সদস্য করার জন্য কী কী যোগ্যতা লাগবে?

-জামিল
কাতলাসেন, ময়মনসিংহ।

উত্তর : মসজিদ আবাদকারীদের গুণাবলি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, পরকালকে বিশ্বাস করে, ছালাত আদায় করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না- তারাই আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে' (আত-তওবা, ৯/১৮)। অতএব মসজিদ কমিটির সদস্যদের উপরিউক্ত পাঁচটি গুণ থাকা আবশ্যক। এছাড়া কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত অন্যান্য গুণাবলি থাকা আবশ্যক। যেমন শিরক ও বিদআতের অনুসারী না হওয়া এবং আমানতদার হওয়া।

প্রশ্ন (১৯) : কী কী কারণে মসজিদ স্থানান্তর করা যায়?

-এবি এম ফাহিম
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

উত্তর : মসজিদ স্থানান্তর করার কারণগুলোর মধ্যে- ১. মসজিদে মুছল্লীদের জায়গা সংকুলান না হলে ২. পার্শ্বে মসজিদ সম্প্রসারণের সুযোগ না থাকলে ৩. মসজিদে যাওয়ার মতো উপযুক্ত রাস্তা না থাকলে ৪. দাতার পক্ষ হতে মসজিদ ওয়াক্বফ করার বিষয়টি স্পষ্ট না হলে ৫. মসজিদ বা মসজিদের আসবাবপত্র নিরাপদে না থাকলে ৬. কোনো এলাকার সকল মানুষ এলাকা ছেড়ে চলে গেলে। সাথে সাথে মসজিদের আসবাবপত্র বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ নতুন মসজিদে ব্যয় করাও শরীআতসম্মত। মসজিদের মুতাওয়াল্লী বা কমিটি উক্ত মসজিদের স্থান বিক্রয় করে তার অর্থ দিয়ে অন্য স্থানে জমি ক্রয় করে অথবা কেউ দান করলে সেখানে নতুন মসজিদ নির্মাণ করতে পারেন। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে কূফার শাসক ছিলেন ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু। একদা মসজিদ হতে বায়তুল মালের অর্থ চুরি হলে সে ঘটনা উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে জানানো হয়, তখন তিনি মসজিদ স্থানান্তর করার নির্দেশ দেন এবং মসজিদ স্থানান্তর করা হয়। পরে পরিত্যক্ত মসজিদের স্থানটি খেজুর বিক্রেতাদের স্থানে পরিণত হয়' (ইবনু তায়মিয়্যা, মাজমূ' ফাতাওয়া, ৩১/২১৬-২১৭)।

উল্লেখ্য 'ওয়াক্বফের সম্পত্তি বিক্রি করা যাবে না এবং কাউকে হেবা করাও যাবে না' মর্মে বর্ণিত হাদীছটির ব্যাপারে কতিপয়

আলেম বলে থাকেন যে, যেহেতু মসজিদের সম্পত্তি ওয়াক্বফকৃত, তাই তাকে পরিবর্তন করা যাবে না। ইমাম ইবনু তায়মিয়্যা রহিমাহুল্লাহ এ কথার উত্তরে বলেন, ওয়াক্বফের সম্পত্তি বিক্রি করে তার চেয়ে উন্নতমানের সম্পত্তি ক্রয় করলে ওয়াক্বফকে নষ্ট করা হয় না বা পরিবর্তন করাও হয় না। যেমনটি উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু করেছেন। তাছাড়া একটি ঘোড়া যা জিহাদের জন্য ওয়াক্বফ করা হয়েছে, সেটি বৃদ্ধাবস্থায় বিক্রি করে তার চেয়ে উন্নতমানের ঘোড়া ক্রয় করে জিহাদের জন্য রেখে দেওয়াতে ওয়াক্বফের কোনো পরিবর্তন হয় না; বরং আরও ভালো হয় (ইবনু তায়মিয়্যা, মাজমূ' ফাতাওয়া, ৩১/২১৪)।

প্রশ্ন (২০) : ইমাম নিয়োগ দেওয়ার জন্য কী কী শর্ত বা যোগ্যতা জরুরী?

-শোয়াইব
কাতলাসেন, ময়মনসিংহ।

উত্তর : ইমামতির জন্য প্রথমত যোগ্যতা হলো, ক্বিরাআতে পারদর্শী হওয়া- চাই সে বয়স্ক হোক, বালক হোক বা কিশোর হোক (ছহীহ বুখারী, হা/৪৩০২; মিশকাত, হা/১১২৬)। দ্বিতীয়ত, ইলমে হাদীছে পারদর্শী হওয়া ও সুন্নাতের পাবন্দী হওয়া। তৃতীয়ত, তুলনামূলক বয়স বেশি হওয়া। আবূ মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মানুষের ইমামতি করবে সেই ব্যক্তি যে কুরআন ভালো পড়ে। যদি কুরআন পড়ায় সকলে সমান হয়, তবে যে সুন্নাহ বেশি জানে। যদি সুন্নাহতেও সকলে সমান হয়, তবে যে হিজরত করেছে সে। যদি হিজরতেও সকলে সমান হয়, তবে যে বয়সে বেশি' (ছহীহ মুসলিম, হা/৬৭৩; মিশকাত, হা/১১১৭)। আমর ইবনু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ...যখন ছালাতের সময় উপস্থিত হবে, তখন তোমাদের মধ্য হতে যেন কেউ আযান দেয় এবং তোমাদের ইমামতি যেন সেই ব্যক্তি করে, যে কুরআন অধিক জানে। তখন লোকেরা দেখল, আমার চেয়ে অধিক কুরআন জানার আর কেউ নেই। কেননা আমি পথিকদের নিকট হতে পূর্বেই তা মুখস্থ করে নিয়েছিলাম। তখন তারা আমাকেই তাদের আগে বাড়িয়ে দিল অথচ তখন আমি ছয় কিংবা সাত বৎসরের বালক মাত্র... (ছহীহ বুখারী, হা/৪৩০২; মিশকাত, হা/১১২৬)।

ইবাদত→ছালাত

প্রশ্ন (২১) : যোহর ছালাতের পূর্বে চার রাকআত সুন্নাতের প্রতি রাকআতেই কি সূরা ফাতেহার সাথে অন্য সূরা মিলাতে হবে?

-আবূ আব্দুল্লাহ
ফুলপুর, ময়মনসিংহ।

উত্তর : যোহরের পূর্বের চার রাকআতের শুধু প্রথম দুই রাকআতে মিলালেই চলবে। আবূ ক্বাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহর এবং আছরের ছালাতের প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতেহা এবং অন্য দুটি সূরা আর শেষের দুই রাকআতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। আর কোনো কোনো সময় তিনি আমাদেরকে শুনিয়ে ক্বিরাআত করতেন। আর তিনি যোহরের প্রথম রাকআত দীর্ঘ করতেন (নাসাঈ, হা/৯৮০)। তবে প্রত্যেক রাকআতেও সূরা ফাতেহার সাথে অন্য সূরা মিলাতে পারে। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহর কিংবা আছরের (রাবীর সন্দেহ) প্রথম দুই রাকআতের প্রতি রাকআতে ১৫ আয়াত পরিমাণ পাঠ করতেন এবং শেষের দুই রাকআতে অর্ধেক পরিমাণ পাঠ করতেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৪৫২)। এতে প্রমাণিত হয়, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো পরের দুই রাকআতেও অন্য মিলিয়েছেন।

প্রশ্ন (২২) : ইসলামের দৃষ্টিতে সূর্যগ্রহণের কারণ কী?

-আক্বীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : সূর্যগ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের ভয় দেখান এবং নিজ ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটান। আবূ মাসঊদ আল-আনছারী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্য থেকে দুইটি নিদর্শন। এ দুইটির মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মাঝে ভীতির সঞ্চার করেন। কোনো মানুষের মৃত্যুর কারণে এ দুটোর গ্রহণ ঘটে না। কাজেই যখন গ্রহণ দেখবে, তখন তোমরা এ পরিস্থিতি মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ছালাত আদায় করবে এবং দু'আ করতে থাকবে' (ছহীহ মুসলিম, হা/৯১১; ছহীহ বুখারী, হা/১০৪১; মিশকাত, হা/১৪৮৪)। আবূ মূসা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একবার সূর্যগ্রহণ হলো, তখন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা করছিলেন। এরপর তিনি মসজিদে আসেন। এর আগে আমি তাঁকে যেমন করতে দেখেছি, তার চেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে ক্বিয়াম, রুকু ও সিজদা সহকারে ছালাত আদায় করলেন। আর তিনি বললেন, এগুলো হলো আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত নিদর্শন; এগুলো কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে ঘটে না। বরং আল্লাহ তাআলা এর দ্বারা তাঁর বান্দাদের মাঝে ভীতির সঞ্চার করেন। কাজেই যখন তোমরা এর কিছু দেখতে পাবে, তখন ভীতবিহ্বল অবস্থায় আল্লাহর যিকির, দু'আ ও ইস্তিগফারে মগ্ন হবে' (ছহীহ বুখারী, হা/১০৫৯; ছহীহ মুসলিম, হা/৯১২)।

প্রশ্ন (২৩) : চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের ছালাত আদায়ের পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করবেন?

-জুয়েল বিন মনিরুল ইসলাম
পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের ছালাত দুই রাকআত। যা দীর্ঘ কিরাআত, রুকূ ও সিজদা সহকারে আদায় করতে হয়। তবে এ ছালাতদ্বয়ের প্রত্যেক রাকআতে দুই বা ততোধিক রুকূ ও দুইটি সিজদা রয়েছে। তথা দুই রাকআত ছালাতে মোট রুকূ হবে চারটি বা ছয়টি এবং সিজদা হবে চারটি। এ ছালাত জামআতে আদায় করা সুন্নাত (মিশকাত, হা/১৪৮৫)। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সময় একবার সূর্যগ্রহণ হলো, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লোকদের নিয়ে ছালাত আদায় করলেন। তিনি দীর্ঘ সময় ক্বিয়াম করেন, অতঃপর দীর্ঘক্ষণ রুকূ করেন। তারপর পুনরায় তিনি উঠে দাঁড়ান এবং দীর্ঘ সময় ক্বিয়াম করেন। অবশ্য তা প্রথম ক্বিয়ামের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। আবার তিনি রুকূ করেন এবং সে রুকূও দীর্ঘ করেন। তবে তা প্রথম রুকূর চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। অতঃপর তিনি সিজদা করেন এবং দীর্ঘক্ষণ সিজদা করেন। অতঃপর তিনি প্রথম রাকআতে যা করেছিলেন তার অনুরূপ দ্বিতীয় রাকআতে করেন... (ছহীহ বুখারী, হা/১০৪৪)। তবে প্রতি রাকআতে ৮, ১০ রুকূর হাদীছগুলো দুর্বল।

প্রশ্ন (২৪) : মহিলাদের জামাআতে মহিলারা ইমামতি করতে পারবে কি?

-আবুল বাশার
গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তর : হ্যাঁ, মহিলাদের জামাআতে মহিলারা ইমামতি করতে পারে। সে ক্ষেত্রে মহিলা ইমাম সামনে না দাঁড়িয়ে কাতারের মাঝে দাঁড়াবে (বায়হাক্বী সুনানুল কুবরা, হা/৫৯০, ৫৯১; দারাকুত্বনী, হা/১৫২৫)। তবে মহিলারা জুমআর ছালাতে ইমামতি করতে পারবে না। কারণ জুমআর ছালাত তাদের উপর ফরয নয়। ঈদের ছালাতে মহিলারা মহিলাদের ইমামতি করতে পারবে না, বরং পুরুষদের সাথে খোলা ময়দানে গিয়ে ঈদের ছালাত আদায় করবে (ছহীহ মুসলিম, হা/৮৯০)। উল্লেখ্য যে, পুরুষের উপস্থিতিতে মহিলা ইমামতি করতে পারবে না। কেননা আবূ বকর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘সে জাতি কখনো সফলকাম হবে না, যারা তাদের শাসনভার স্ত্রীলোকের হাতে অর্পণ করে’(ছহীহ বুখারী, হা/৭০৯৯; মিশকাত, হা/৩৬৯৫)।

প্রশ্ন (২৫) : কিছু গেঞ্জি/শার্ট/পাঞ্জাবি এমন যে, কিছু অংশ গলা পর্যন্ত বের হয়ে থাকে। এমন পোশাকে ছালাত হবে কি?

-শোয়াইব
কাতলাসেন, ময়মনসিংহ।

উত্তর : গেঞ্জি, শার্ট বা পাঞ্জাবি পরিধানরত অবস্থায় গলদেশের কিছু অংশ বেরিয়ে থাকলেও তাতে ছালাত হয়ে যাবে। তবে এমন কোনো কাপড় পরে ছালাত আদায় করা যাবে না, যা পরিধান করলে কাঁধ উন্মুক্ত থাকে। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘কাঁধ উন্মুক্ত রেখে এক কাপড়ে তোমাদের কেউ যেন ছালাত আদায় না করে’ (ছহীহ বুখারী, হা/৩৫৯)। আর তিনি নিজেও এক কাপড়ে ছালাত আদায় করার সময় তা শরীরে এমনভাবে জড়িয়ে নিতেন যে, কাপড়ের দুই দিক তাঁর দুই কাঁধের উপর থাকত (ছহীহ বুখারী, হা/৩৫৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৫১৭; মিশকাত, হা/৭৫৪)।

প্রশ্ন (২৬) : অফিসিয়াল ট্রেনিং-এ আমাকে মাঝে মাঝে দেশের বাইরে যেতে হয়। ট্রেনিং সেন্টারে ছালাতের কোনো পরিবেশ থাকে না। এমতাবস্থায় আমি কি যোহর, আছর, মাগরিব ও এশার ছালাত একসাথে রাতে আদায় করতে পারি?

-মুহাম্মদ নাঈম
বনশ্রী, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত চার ওয়াক্ত ছালাতকে রাতে একসাথে আদায় বা জমা করা যাবে না। বরং ট্রেনিং সেন্টারের পার্শ্ববর্তী কোনো মসজিদ কিংবা যেকোনো পবিত্র স্থানে নির্ধারিত সময়ে ছালাত আদায় করতে হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘নির্ধারিত সময়ে ছালাত ক্বায়েম করা মুমিনের জন্য অবশ্য কর্তব্য’ (আন-নিসা, ৪/১০৩)। তবে মুসাফির হিসাবে যোহর কিংবা আছর ওয়াক্তের মধ্যে যোহর-আছরকে একসাথে এবং মাগরিব কিংবা এশার ওয়াক্তের মধ্যে মাগরিব-এশাকে একসাথে জমা করতে পারে। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সফরে গেলে যোহর ও আছরের ছালাত একসাথে আদায় করতেন। (ঠিক এমনিভাবে) মাগরিব ও এশার ছালাত একসাথে আদায় করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/১১০৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৭০৫; মিশকাত, হা/১৩৩৯)।

ইবাদত→যিকির ও দু'আ,

প্রশ্ন (২৭) : দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির জন্য কী কী আমল করা যায়?

-আব্দুল্লাহ
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির জন্য শরীআতে নির্ধারিত কোনো দু'আ বা আমল বর্ণিত হয়নি। তবে শরীর, কর্ণ ও চোখের সুস্থতার ব্যাপারে নিম্নোক্ত দু'আটি পড়া যেতে পারে। তা হলো,

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমার দেহ সুস্থ রাখো। হে আল্লাহ! আমার শ্রবণশক্তিতে সুস্থতা দান করো। হে আল্লাহ! আমার দৃষ্টিশক্তিতে সুস্থতা দান করো। আপনি ছাড়া কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই'। উক্ত দু'আ সম্পর্কে আব্দুর রহমান ইবনু আবূ বকর বলেন, আমি আমার পিতাকে বললাম, আব্বা! আমি আপনাকে প্রতিদিন ভোরে ও সন্ধ্যায় তিনবার করে এ দু'আটি বলতে শুনি। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ বাক্যগুলো দ্বারা দু'আ করতে শুনেছি। তাই আমিও তাঁর নিয়ম অনুসরণ করতে ভালোবাসি (আবূ দাঊদ, হা/৫০৯০)। পাশাপাশি ভাল মানের সুরমা চোখে লাগালে চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি হতে পারে। রাসূল ﷺ বলেন, তোমাদের জন্য উত্তম সুরমা হচ্ছে ইছমিদ, তা চোখের জ্যোতি বাড়ায় এবং চোখের পাতায় লোম গজায় (আবূ দাঊদ, হা/৩৮৭৮; মিশকাত, হা/৪৪৭২)।

উল্লেখ্য যে 'সবুজ ঘাসের দিকে বা সুন্দরী নারীর দিকে তাকালে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়' এই মর্মে বর্ণিত সকল হাদীছ জাল (সিলসিলা ছহীহা, হা/১৩৩; হিলয়া, ৩/২০১)। অনুরূপভাবে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির জন্য فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ আয়াতটি পড়ে চোখে ফুক দেওয়ার কোনো প্রমাণ নেই।

প্রশ্ন (২৮) : ছালাত শেষে একবার সূরা ফাতিহা, ৩ বার সূরা আল-ইখলাছ এবং ১১ বার দরূদ পড়ার শারঈ কোনো ভিত্তি আছে কি?

-বাকী বিল্লাহ খান পলাশ
হাবেলী গোপালপুর, ফরিদপুর।

উত্তর : না, এর কোনো শারঈ ভিত্তি নেই। বরং ছালাত শেষে 'আল্লাহু আকবার' (১ বার)। 'আসতাগফিরুল্লাহ' (তিন বার) (ছহীহ বুখারী, হা/৮৪২; ছহীহ মুসলিম, হা/৫৮৩; মিশকাত হা/৯৫৯)। 'আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম' (১ বার) (ছহীহ মুসলিম, হা/৫৯২; মিশকাত হা/৯৬০)। তাছাড়া ছালাত শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠ করা যায় (নাসাঈ, সিলসিলা ছহীহা, হা/৯৭২)। এছাড়াও ছালাতের শেষে আরও অনেক মাসনূন দু'আ রয়েছে।

ইবাদত→যাকাত-ছাদাক্বা

প্রশ্ন (২৯) : জোর করে দান গ্রহণ করা বা নেওয়া যাবে কি?

-জাহিদ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : দান করার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ উৎসাহ প্রদান করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা কখনোই যথার্থ নেকী অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু আল্লাহর পথে ব্যয় না করবে' (আলে ইমরান, ৩/৯২)। আবূ তালহা রাযিয়াল্লা-হু আনহু তার প্রিয় 'বাইরুহা' বাগানটি আল্লাহর পথে দান করলেন, তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তার ঘনিষ্ট আত্মীয় ও চাচাতো ভাইদের মাঝে বিতরণ করতে বললেন। ফলে তিনি তাই করেছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৪৬১)। হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে আদম সন্তান! তুমি ব্যয় করো, আমি (কিয়ামতের দিন) তোমার সহযোগিতা করব (ছহীহ বুখারী, হা/৫৩৫২)। উল্লিখিত আয়াত ও হাদীছের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দান অবশ্যই করতে হবে। তবে তা জোর জবরদস্তি করে নয় বরং উৎসাহ দানের মাধ্যমে নিতে হবে এবং তা যেন যুলুম না হয়।

মৃত্যু-কবর-জানাযা

প্রশ্ন (৩০) : মহিলারা কি লাশের খাটিয়া বহন করতে পারবে?

-মাহাবুব
নিলসাগর, নিলফামারী।

উত্তর : পুরুষ থাকাকালীন মহিলাদের খাটিয়া বহন করা জায়েয হবে না। কেননা মহিলাদের খাটিয়া বহন করা বা মাটি দেওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেননা লাশের খাটিয়া বহন করলে স্বাভাবিকভাবেই তাদেরকে কবরস্থানে যেতে হবে। অথচ তাদের জানাযার পশ্চাদানুগমণ করা উচিত নয়। উম্মু আত্বিয়্যা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, আমাদেরকে জানাযার পশ্চাদানুগমণ করতে নিষেধ করা হয়েছে, তবে কঠোরভাবে নিষেধ করা হতো না (ছহীহ বুখারী, হা/১২৭৮; ছহীহ মুসলিম, হা/৯৩৮)।

প্রশ্ন (৩১) : তওবা করার শর্ত কী? মৃত্যু ঘনিয়ে আসার সময় তওবা করলে তা কবুল হবে কি?

-আলিফ বিন জাহাঙ্গির কবীর ও খোরশেদ মাসুদার রহমান
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তর : তওবা কবুলের জন্য তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে (১) একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যেই তওবা হতে হবে।

(২) কৃত গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে। (৩) পুনরায় সে গুনাহে জড়িত না হওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে। আর যদি পাপটি বান্দার সাথে যুক্ত হয়, তাহলে তা বান্দার নিকট ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। যেমন : সম্পদ হলে ফেরত দিতে হবে, সামর্থ্য না হলে ক্ষমা নিতে হবে ইত্যাদি (নববী, রিয়াযুছ ছালেহীন, 'তওবা' অনুচ্ছেদ)। তওবার জন্য পাঠ করতে হবে رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ (মিশকাত, হা/২৩৫২)। অথবা 'আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ুম ওয়া আতূবু ইলাইহহি' (তিরমিযী, হা/৩৫৭৭; আবূ দাঊদ, হা/১৫১৭; মিশকাত, হা/২৩৫৩)। মৃত্যু ঘনিয়ে আসার সময় তওবা করলেও তা কবুল হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাহর তওবা কবুল করেন, বান্দাহর রূহ কণ্ঠনালীতে আসা পর্যন্ত' (তিরমিযী হা/৩৫৩৭; ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৩; মিশকাত, হা/২৩৪৩)। তবে এমন ব্যক্তির তওবা কবুল হবে না যে মন্দ কাজ করতেই থাকে এবং মৃত্যুর প্রাক্কালে তওবা করে (আন-নিসা, ৪/১৮)।

প্রশ্ন (৩২) : মৃত ব্যক্তির অবাঞ্ছিত লোম কাটতে হবে কি?

-মুসলেম আলী
কুশখালী, সাতক্ষীরা।

উত্তর : মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে আমাদের সামাজে বহু বিদআত প্রচলিত আছে। যেমন: মাইয়্যেতের নখ কাটা, গুপ্তাঙ্গের লোম পরিষ্কার করা, পেটে চাপ দিয়ে ময়লা বের করা, দাঁত খেলাল করা ইত্যাদি। এগুলো করার ব্যাপারে নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিংবা ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাছাড়া নখ কাটা, গোঁফ ছাটা ইত্যাদি জীবিত মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মানুষ মারা গেলে সে হুকুম পালন করার দায়িত্ব আর থাকে না। সর্বোপরি যেহেতু তা নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিংবা ছাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত নয়, তাই অবশ্যই তা পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (৩৩) : বিচার দিবসে সকল প্রকার নিয়ামতের বিষয়ে আল্লাহ কি বান্দাকে জিজ্ঞেস করবেন?

-আরিফ বিন আলী
ফেনী সদর।

উত্তর : বিচার দিবসে সকল প্রকার নিয়ামতের বিষয়ে আল্লাহ বান্দাকে জিজ্ঞেস করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'অবশ্যই সেই কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে নেয়ামত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে' (তাকাছুর, ১০২/৮)। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, বান্দাকে কিয়ামতের দিন খেজুর ও পানি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে (তিরমিযী, হা/৩২৬৬, ৩৩৫৬; আহমাদ, হা/১৪৩৪; তাখরিজু মশকিলী আসার, হা/৪৬৭)। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন বান্দার নিকট সর্বপ্রথম যে নেয়ামত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে সে প্রসঙ্গে তাকে বলা হবে, আমি তোমার শরীর কি সুস্থ রাখিনি এবং সুশীতল পানির মাধ্যমে তোমাকে তৃপ্ত করিনি? (তিরমিযী, হা/৩৩৫৮)।

পারিবারিক বিধান

প্রশ্ন (৩৪) : দাদার পূর্বেই আমার পিতা মারা গেছেন। দাদার সমস্ত সম্পদ দুই ভাগে ভাগ করে এক ভাগ চাচাকে ও আরেক ভাগ আমার মাকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ফুফুরা উক্ত সম্পদ দিতে নারায। দাদার সম্পদ আমাদের বা আমার মায়ের ব্যবহার করা বৈধ হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : না, তা ব্যবহার করা বৈধ হবে না। কেননা পিতার আগে সন্তান মারা গেলে নাতী-পুতিরা সেই সম্পদের উত্তরাধিকারী হয় না। বরং বর্তমানে ঐ সম্পদের প্রকৃত ওয়ারিছ হলেন, মৃত ব্যক্তির জীবিত দুই উত্তরাধিকারী (তথা প্রশ্নকারীর চাচা ও ফুফু)। সুতরাং ফুফুকে বঞ্চিত করে উক্ত সম্পদ ভোগ করলে তা হারাম হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না' (আল-বাক্বারা, ২/১৮৮; আন-নিসা, ৪/২৯)। তাছাড়া আল্লাহর বণ্টনে বিরোধিতা করলে তার পরিণাম হবে চিরস্থায়ী জাহান্নাম (আন-নিসা, ৪/১৪)। তবে দাদা চাইলে তার নাতীদের জন্য কিছু অংশ দান করে যেতে পারতেন (আল-বাক্বারা, ২/১৮০)। বিবরণ অনুযায়ী যেহেতু তিনি কোনো কিছু দান করে যাননি, তাই তারা কোনো সম্পদ পাবে না। তবে চাচা ও ফুফুরা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার স্বার্থে ইচ্ছা হলে তাদেরকে কিছু সম্পদ দান করতে পারে।

প্রশ্ন (৩৫) : মাহরামের অন্তর্ভুক্ত কারা?

-মামুন
মিঞাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : ইসলামী শরীআতে যাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ তারাই মাহরামের অন্তর্ভুক্ত। মহিলাদের জন্য মাহরামের অন্তর্ভুক্ত পুরুষগণ হলো : পিতা, চাচা, মামা, দাদা, নানা, ভাই, ভাতিজা, ভাগিনা, নাতি (ছেলের ছেলে), নাতি (মেয়ের ছেলে), শশুর, যৌন কামনাহীন পুরুষ এবং নারীর গোপনাঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ শিশু (আন-নূর, ২৪/৩১)।

www.al-itisam.com

আর পুরুষদের জন্য মাহরামের অন্তর্ভুক্ত মহিলারা হলো : মা, মেয়ে, বোন, ফুফু, খালা, ভাতিজী, ভাগ্নি, দুধ মা, দুধ বোন, শাশুড়ী, ছেলের স্ত্রী, সহোদরা দুই বোনকে একত্রে, স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত মেয়ে (যারা অভিভাবকত্বে রয়েছে) (আন-নিসা, ৪/২৩)। উল্লেখ্য যে, মহিলাদের জন্য ফুপা-খালু এবং পুরুষদের জন্য চাচি-মামি মাহরামের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই তাদের সাথেও পর্দা করতে হবে।

প্রশ্ন (৩৬) : স্বামী প্রতিনিয়ত পরকীয়ায় লিপ্ত থাকে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর করণীয় কী?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : প্রথমত, পরকীয়ায় লিপ্ত হওয়া স্পষ্টত যেনা। যার ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর পক্ষ হতে কঠিন শাস্তির নির্ধারিত রয়েছে (ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৯০; মিশকাত, হা/২৫৫৮)। দ্বিতীয়ত, এটা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মাঝে মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতা বা খিয়ানত, যাকে আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন (আল-আনফাল, ৮/২৭)। তৃতীয়ত, এর মাধ্যমে অন্যের হক্ব নষ্ট হয়, যা হারাম (ছহীহ বুখারী, হা/২৪৪৯; মুসনাদে আহমাদ, হা/১০৮৫১০)। চতুর্থত, পরকীয়ায় লিপ্ত ব্যক্তি তার এই অন্যায় কাজের মাধ্যমে দুনিয়ায় ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে, তাই তার একমাত্র শাস্তি হলো হত্যা করা (আল-মায়েদা, ৫/৩৩)। তাই এ জঘন্য পাপ কাজ থেকে স্বামীকে ফিরিয়ে আনার জন্য স্ত্রীর উচিত হবে ভালো আচরণের মাধ্যমে তাকে বুঝানো, উপদেশ দেওয়া ও বাধা প্রদান করা। কারণ এটি একটি অন্যায় কাজ আর অন্যায়ের প্রতিবাদ করা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব (ছহীহ মুসলিম, হা/৪৯; মিশকাত, হা/৫১৩৭)। তবে তাতেও কাজ না হলে 'খোলা' করার মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হতে পারে।

প্রশ্ন (৩৭) : মেয়ে 'খোলা' করার এক মাস পরে আবার ঐ স্বামীর সাথে ঘর-সংসার করতে চাইলে করণীয় কী?

-রাজিব হোসেন
শ্রীপুর, গাজীপুর।

উত্তর : মেয়ে যদি কোনো দায়িত্বশীলের মাধ্যমে 'খোলা' করে থাকে তাহলে স্বামী নতুন বিবাহের মাধ্যমে নতুন মোহর ধার্য করে তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে (ফিক্বহুস সুন্নাহ, ২/৩২৪; তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/২৮৩-৮৪; ফাতাওয়া নাযীরিইয়্যাহ, ৩/৫৮)। কিন্তু যদি কোনো দায়িত্বশীলের মাধ্যমে 'খোলা' না হয়ে থাকে তাহলে তা খোলা বলে গণ্য হবে না। বরং সে উক্ত স্বামীরই স্ত্রী হিসাবে আছে। তাই তারা এমনিতেই স্বামী-স্ত্রী হিসাবে সংসার করতে পারবে। এতে শারঈ কোনো বাধা নেই।

প্রশ্ন (৩৮) : ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহের জন্য নির্দিষ্ট কোনো বয়স আছে কি?

-হারুন
নীলফামারী সদর।

উত্তর : না, ইসলামে বিবাহের জন্য কোনো বয়স নির্ধারণ করা হয়নি। বরং সন্তান বালেগ হলেই বিবাহের উপযুক্ত হয়ে যায়। আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দু'টো কন্যাকে তাদের বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করবে, সে ব্যক্তি ও আমি ক্বিয়ামতের দিন এভাবে একসাথে থাকব; একথা বলে তিনি তার নিজের আঙ্গুলগুলো একত্রিত করলেন' ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৩১; তিরমিযী, হা/১৯১৪; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হা/১৯৭০; ছহীহ আল-আদাবুল মুফরাদ, হা/৬৯০; মিশকাত, হা/৪৯৫০)। তবে অভিভাবক তার সুবিধা অনুযায়ী ছেলে-মেয়ের বিবাহ দিতে পারে। তাছাড়া নাবালেগ অবস্থাতেও বিবাহ জায়েয। যেমন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-কে যখন বিবাহ করেছিলেন তখন তার বয়স ছিল মাত্র ৬/৭ বছর। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ৬/৭ বছর বয়সে বিবাহ করেছিলেন এবং ৯ বছর বয়সে সংসার শুরু করেছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৫১৩৪; ছহীহ আবূ দাঊদ, হা/৪৯৩৩)।

প্রশ্ন (৩৯) : বিভিন্ন নাটক-নাটিকা ও সিনেমায় অভিনয়ের সময় ছেলে-মেয়েদেরকে বিবাহ দেওয়া হয়। এ বিবাহ কি কার্যকর হবে?

-শাকিল বাবু
লালপুর, নাটোর।

উত্তর : বিবাহের যে সকল শর্ত রয়েছে, যেমন- মেয়ের অভিভাবকের অনুমতি, দুজন সাক্ষীর উপস্থিতি ও মোহরানা নির্ধারিত হওয়া ইত্যাদি... যদি পাওয়া যায় তাহলে নাটক-নাটিকা ও সিনেমার অভিনয়সহ সকল অবস্থায় বিবাহ কার্যকর হয়ে যাবে। কেননা বিবাহের ক্ষেত্রে ঠাট্টা-বিদ্রুপ বা অভিনয় চলবে না। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনটি কাজ এমন যা বাস্তবে বা ঠাট্টাচ্ছলে করলেও তা বাস্তবিকই ধর্তব্য। তা হলো বিবাহ, তালাক ও স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা (আবূ দাঊদ, হা/২১৯৪, সনদ হাসান; ইবনু মাজাহ, হা/২০৩৯, সনদ হাসান; তিরমিযী, হা/১১৮৪)। যেহেতু এই তিনটি বিষয়ে কোনো প্রকার অভিনয় বা ঠাট্টা চলে না সেহেতু বিবাহের সকল শর্ত যদি অভিনয়ের বিবাহে বিদ্যমান থাকে, তাহলে বিবাহ কার্যকর হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, নাটক-সিনেমার

নামে যে নগ্নতা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও নোংরামি সমাজে চলছে এগুলো কখনোই ইসলাম সর্মথন করে না। বরং এগুলোর মাধ্যমে যুবসমাজের চারিত্রক ও নৈতিক অবক্ষয় ঘটছে। ফলে সমাজে যেনা-ব্যভিচার বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে নগ্নতা, অশ্লীলতা, অবৈধ ও অশ্লীল কথা-বার্তা ইত্যাদি না থাকলে সামাজিক উপকারার্থে ইসলামী নাটক-নাটিকা বা সংলাপ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন (৪০) : সাময়িকভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করলে পাপ হবে কি?

-শরীফুল ইসলাম
ডাকবাংলা, ঝিনাইদহ।

উত্তর : সাময়িকভাবে হোক কিংবা স্থায়ীভাবে হোক খাদ্য প্রদানের ভয়ে কিংবা সুখী সংসারের উদ্দেশ্যে জন্ম বিরতিকরণ পদ্ধতি গ্রহণ করা বা গর্ভের সন্তান ধারণের পর তা নষ্ট করা হারাম (ইসরা, ৩১; আনআম, ১৫১; ছহীহ বুখারী, হা/৪৭৬১; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৬)। তবে শারীরিক কোনো সমস্যা থাকলে অথবা উল্লিখিত বিষয়গুলো উদ্দেশ্য না হলে, সাময়িকভাবে আযল কিংবা জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। জাবের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আযল করতাম তখন কুরআন অবতীর্ণ হচ্ছিল। ইমাম মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ) বৃদ্ধি করে বলেছেন, আমাদের আযল করার সংবাদ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট পৌঁছল কিন্তু তিনি আমাদের নিষেধ করেননি (ছহীহ বুখারী, হা/৫২০৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৪০; মিশকাত, হা/৩১৮৪)।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (৪১) : বিড়ি বা তামাক কারখানায় কাজ করলে ছালাত হবে কি?

-আলিফ বিন জাহাঙ্গির কবীর
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তর : এ অবস্থায় ছালাত কবুল হবে না। কেননা বিড়ি বা তামাক নেশাদার বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘প্রত্যেক নেশাদার বস্তুই হারাম’ (আবূ দাঊদ, হা/৩৬৮৭; মিশকাত, হা/৩৬৫২)। অতএব তামাক উৎপাদন করা, এর ব্যবসা করা, এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা সবই হারাম। কেননা সেখানে কাজের বিনিময়ে যে পয়সা বা বেতন দেওয়া হয় তা ঐ হারাম বস্তুর মূল্য বা লভ্যাংশ থেকেই দেওয়া হয়। অথচ তা স্পষ্ট হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘মহান আল্লাহ যখন কোনো জিনিসকে হারাম করেন তখন তার মূল্যকেও হারাম করেন’ (আবূ দাঊদ, হা/৩৪৮৮; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হা/২৩৫৯)। তাছাড়া সেখানে চাকরি করলে মূলত ঐ হারাম বা পাপ কাজেই সহযোগিতা করা হয়, যা করতে আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন (আল-মায়েদা, ৫/২)। সুতরাং বিড়ি বা তামাকের কারখানায় কাজের বিনিময়ে যা উপার্জন করা হয় তা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ছালাত কবুল হবে না। কেননা আল্লাহ পবিত্র; পবিত্র ছাড়া তিনি কোনো কিছু গ্রহণ করেন না (ছহীহ মুসলিম, হা/১০১৫; মিশকাত, হা/২৭৬০)।

প্রশ্ন (৪২) : শুধু জুমআর ছালাত আদায় করে এমন ব্যক্তির জবাই করা প্রাণীর গোশত খাওয়া যাবে কি?

-মনিরুল ইসলাম
পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তর : এমন ব্যক্তির জবাই করা প্রাণীর গোশত খাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বেচ্ছায় ছালাত পরিত্যাগকারীকে কাফের হিসাবে উল্লেখ করেছেন (ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/১৪৬৩)। যদিও অলসতা করে ছালাত পরিত্যাগকারী কাফের কি না এই ব্যাপারে বিদ্বানদের মতভেদ রয়েছে। তাই এমন ব্যক্তির যবেহ করা প্রাণির গোশত খাওয়া হতে বেঁচে থাকা উত্তম।

প্রশ্ন (৪৩) : সরকারী মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ, ফ্রিজ, ওয়াইফাই ব্যবহারের অনুমতি নেই। কিন্তু জরুরী প্রয়োজনে যদি শিক্ষার্থীদের তা ব্যবহারের দরকার হয় তাহলে কি তারা তা ব্যবহার করতে পারে?

-সুমাইয়া ইয়াসমিন
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : প্রতিষ্ঠানের সম্পদ হিসাবে এগুলোর যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণ করা দায়িত্বশীলদের প্রতি বড় আমানত। সুতরাং দায়িত্বশীলদের বিনা অনুমতিতে তা ব্যবহার করলে খিয়ানত করা হবে। উবাদা ইবনুস সামিত (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনায়নের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিয়ে গনীমতের উটের পাশে নামায পড়লেন। তারপর তিনি উটের দেহ থেকে একটি পশম নিয়ে তা তাঁর দু’ আঙ্গুলের মাঝে রেখে বলেনঃ হে লোকসকল! অবশ্য এটা তোমাদের গনীমতের মাল। সুতা এবং সুঁই, আর যা পরিমাণে তার চেয়ে বেশী এবং যা তার চেয়ে কম, সবই তোমরা গনীমতের মালের মধ্যে জমা দাও। কেননা গনীমতের মাল চুরি করার ফলে কিয়ামতের দিন তা চোরের জন্য অপমান ও গ্লানি এবং জাহান্নামের শাস্তির কারণ হবে (ইবনু মাজাহ, হা/২৮৫০)। সুতরাং কর্তৃপক্ষের অনুমতি

ব্যতীত বিশেষ প্রয়োজনে যদি কেউ সেগুলো ব্যবহার করে তাহলে যে বিল আসবে তা দায়িত্বশীলদের কাছে প্রদান করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতকে তার হক্বদারের নিকট পৌঁছে দাও' (সূরা আন-নিসা, ৪/৫৮)।

হালাল-হারাম→প্রসাধনী-সৌন্দর্য

প্রশ্ন (৪৪) : অল্প বয়সে রোগ-ব্যাধির কারণে চুল সাদা হয়ে গেলে তাতে কালো কলপ লাগানো যাবে কি?

-শোয়াইব
কাতলাসেন, ময়মনসিংহ।

উত্তর : না, যাবে না। কেননা কলপ বা কালো খেযাব ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। জাবের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা সাদা চুল কালো করা থেকে বেঁচে থাকো (ছহীহ মুসলিম, হা/২১০২; মিশকাত, হা/৪৪২৪)। তিনি আরও বলেছেন, 'শেষ যামানায় এমন কিছু লোক হবে যারা কবুতরের বক্ষের ন্যায় কালো রঙের খেযাব দিয়ে চুল কালো করবে। তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না' (আবূ দাঊদ, হা/৪২১২; নাসাঈ, হা/৫০৭৫; মিশকাত, হা/৪৪৫২, সনদ ছহীহ)। তাই উল্লিখিত অবস্থায় কলপ বা কালো খেযাব লাগানো উচিত হবে না। বরং মেহেদী রঙয়ের খেযাব লাগানো উত্তম। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'মেহেদীর রং হলো সর্বোত্তম খেযাব'(আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৫১)। উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব জন্মগতভাবেই মাথায় সাদা চুলের অধিকারী ছিলেন (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪৯)। এজন্য তার নাম ছিল শায়বাহ বা সাদাচুলের অধিকারী। সুতরাং জেনেটিক কারণে সাদা চুলের অধিকারী হওয়া দোষের কিছু নয়; বরং সামাজিকভাবে বিষয়টি সহজভাবে নেওয়াই কর্তব্য। আরও জানা আবশ্যক যে, আরবদের মধ্যে আব্দুল মুত্ত্বালিবই সর্বপ্রথম কালো কলপ ব্যবহার করেন। আর সাধারণভাবে প্রথম কালো কলপ ব্যবহার করে ফেরাউন (ফাতহুল বারী, ১০/৪৩৫, হা/৫৮৯৯-এর ব্যাখ্যা দ্র.)।

আদব-আখলাক

প্রশ্ন (৪৫) : আমার পিতা-মাতা আমার নাম রেখেছিল 'হায়াত'। স্কুলে এবং NID Card-এ নাম আছে 'আবু হায়াত'। ইসলামিক দৃষ্টিতে 'হায়াত' বা 'আবু হায়াত' নামটি রাখা যাবে কি?

-আবু হায়াত
শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : এই নাম রাখা যাবে না। কেননা এই নামের অর্থ সুন্দর নয়। তাই এই নাম পরিবর্তন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যদি কারো নাম সুন্দর অর্থপূর্ণ না হতো তাহলে তা পরিবর্তন করে দিতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৬১৯০, ৬১৯১)।

প্রশ্ন (৪৬) : অভিভাবক অর্থপূর্ণ সুন্দর নাম রাখেননি। সুতরাং বড় হয়ে কি নাম পরিবর্তন করা যাবে?

-ইউসুফ
সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : অর্থপূর্ণ সুন্দর নাম না রাখা হলে যে কোন সময় তা পরিবর্তন করে অর্থপূর্ণ সুন্দর নাম রাখা যায়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মন্দ নাম পরিবর্তন করে দিতেন (তিরমিযী, হা/২৮৩৯; সিলসিলা ছহীহাহ, হা/২০৭, ২০৮; ছহীহুল জামি' হা/৪৯৯৪; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হা/১৯৮০; মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, হা/২৫৮৯৬; মিশকাত, হা/৪৭৭৪)। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিবি 'জুওয়াইরিয়া'-এর নাম ছিল 'বাররাহ'। তিনি তার নাম পরিবর্তন করে 'জুওয়াইরিয়া' রেখেছিলেন এজন্য যে 'বাররাহ-এর নিকট হতে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বের হয়ে গেলেন' এরূপ বলাটা তিনি অপছন্দ করতেন (ছহীহ মুসলিম, হা/২১৪০; সিলসিলা ছহীহাহ, হা/ ২১১; তাহক্বীক মিশকাত, হা/৪৭৫৭)। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর কন্যাকে আসিয়া (নাফরমানকারী) বলা হত। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার নাম পরিবর্তন করে রাখেন 'জামীলা' (সুন্দরী) (ছহীহ মুসলিম, হা/৩১৩৯; তাহক্বীক মিশকাত, হা/৪৭৫৮; বিস্তারিত আলোচনা দ্র : শারহুন নাবাবী, ১৪ তম খণ্ড, হা/২১৩৯; তুহফাতুল আহওয়াযী, ৭ম খণ্ড, হা/২৮৩৮; আওনুল মা'বুদ, ৮ম খণ্ড, হা/৪৯৪৪)।

ইতিহাস-যুদ্ধ-জিহাদ

প্রশ্ন (৪৭) : সালমান ফারেসী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে জানাবেন।

-জুয়েল বিন মনিরুল ইসলাম
পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : সালমান ফারেসী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একজন বিশ্বস্ত সহচর ও প্রিয়ভাজন ছাহাবী ছিলেন। তিনি এক ইয়াহূদীর কৃতদাস ছিলেন। তিনি নবুঅতের সত্যতা যাচাই করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। আবূ বুরায়দা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় হিজরতের পর একবার সালমান ফারসী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) একটি পাত্রে কিছু কাঁচা খেজুর নিয়ে এলেন এবং তিনি তা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে রাখলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে সালমান! এগুলো কিসের খেজুর?

(অর্থাৎ হাদিয়া না ছাদাক্বা)। তিনি বললেন, এগুলো আপনার ও আপনার সাথীদের জন্য ছাদাক্বা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এগুলো তুলে নাও; আমরা ছাদাক্বা খাই না। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি তা তুলে নিলেন। পরের দিন তিনি অনুরূপ কিছু খেজুর নিয়ে আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে পেশ করলেন। তখন তিনি বললেন, এগুলো কিসের খেজুর? সালমান বললেন, আপনার জন্য হাদিয়া। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ছাহাবীদের বললেন, তোমরা হাত প্রসারিত করো (হাদিয়া গ্রহণ করো)। এরপর সালমান রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পৃষ্ঠদেশ মোহরে নবুঅত দেখতে পেলেন, অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করলেন (মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩০৪৭)।

উল্লেখ্য যে, সালমান ফারেসী রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রিয়নবী ﷺ-কে 'ছাদাক্বা ও হাদিয়া' উপস্থাপনের মাধ্যমে পরীক্ষা করেছিলেন এবং মোহরে নবুঅত দেখে নিশ্চিত হয়েছিলেন। কারণ পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে এ সংবাদ ছিল যে, শেষ নবী ও রাসূল যিনি হবেন তিনি ছাদাক্বা গ্রহণ করবেন না এবং তাঁর পৃষ্ঠদেশে থাকবে মোহরে নবুঅত। আর তিনি তা পরীক্ষা করেই ইসলাম গ্রহণ করলেন।

অনলাইন জগৎ

প্রশ্ন (৪৮) : অনলাইনে কাজ করে উপার্জিত অর্থ হালাল হবে কি?

-জাহিদ হাসান
বোয়ালিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : অনলাইনের কাজে যদি কোনো প্রতারণা না থাকে এবং কোনো প্রকার হারাম না থাকে তাহলে তা মানুষের সহযোগিতা হিসাবে জায়েয। কেননা ভালো কাজে সহযোগিতা করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন, وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ 'তোমরা সৎকর্ম ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সাহায্য করো; পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সাহায্য করো না' (আল-মায়েদাহ, ৫/২)। উবাদা ইবনু সামিত রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেন, 'ক্ষতি করো না এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না' (ইবনু মাজাহ, হা/২৩৪০; মুসনাদে আহমাদ, হা/২২২৭২, সিলসিলা ছহীহা, হা/২৫০, ইরওয়াউল গালীল, হা/৮৯৬)। নো'মান ইবনে বাশীর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 'অবশ্যই হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দুটির মাঝখানে রয়েছে কিছু সন্দেহপূর্ণ বস্তু, যা অনেক লোকেই জানে না। অতএব, যে ব্যক্তি এই সন্দেহপূর্ণ বিষয়সমূহ হতে দূরে থাকবে, সে তার দ্বীন ও মর্যাদা রক্ষা করবে এবং যে সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে পতিত হবে সে হারামে পতিত হবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৪১৭৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৯)। অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র সম্পদ ব্যতীত কবুল করেন না' (ছহীহ মুসলিম, হা/১০১৫; তিরমিযী, হা/২৯৮৯; মিশকাত, হা/২৭৬০)।

অন্যান্য

প্রশ্ন (৪৯) : বিভিন্ন মক্তবে ছাত্র-ছাত্রীরা কুরআন ধরলে মিষ্টি বিতরণ বা খানা-পিনার আয়োজন করা হয়। এটা কি জায়েয?

-আক্বীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : যখন দাতার উপর যুলুম বা চাপ সৃষ্টি হবে না এবং সামাজিক কোনো বাধ্যবাধকতার অন্তর্ভুক্ত হবে না তখন খুশি হয়ে হাদিয়া হিসাবে দিতে পারে। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদিয়া গ্রহণ করতেন এবং তার প্রতিদানও দিতেন (ছহীহ বুখারী, হা/২৫৮৫; মিশকাত, হা/১৮২৬)।

প্রশ্ন (৫০) : বর্তমানে কি দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয়ের প্রথা চালু আছে?

-জুয়েল বিন মনিরুল ইসলাম
পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : সমাজে দাস-দাসী নেই। তবে দাস-দাসী প্রথা বৈধ আছে। এখনও অমুসলিম-মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ হলে ও তারা মুসলিমদের হাতে বন্দী হলে দাস-দাসী হিসাবে গণ্য হবে। কেননা দাস-দাসী প্রথা রহিত নয়। তবে স্বাধীন মানুষকে ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম (ছহীহ বুখারী, হা/২২২৭; মিশকাত, হা/২৯৮৪)। কেননা আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন যে তিন লোকের বিরুদ্ধে বাদী হবেন তার মধ্যে একজন হল ঐ ব্যক্তি যে স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য খেয়েছে (ছহীহ বুখারী, হা/২২২৭; ইবনু মাজাহ, হা/২৪৪২; মুসনাদে আহমাদ, হা/৮৬৯২; মিশকাত, হা/২৯৮৪)।

মাসিক আল-ইতিছামে প্রশ্ন জমাদানের জন্য যোগাযোগ করুন

মোবাইল : ০১৭০৯-৭৯৬৪৩৮
ইমেইল : monthlyalitisam@gmail.com
ওয়েব : al-itisam.com
ডাক যোগাযোগ : সম্পাদক, মাসিক আল-ইতিছাম
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী; তুবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।

بسم الله الرحمن الرحيم

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন

কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন:

আল জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ (রাজশাহী, নারায়ণগঞ্জ, দিনাজপুর)

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Al Jamiah As Salafiya General Fund

Account No: 20501130204367701

Account Name: Al Jamiah As Salafiya Zakat Fund

Account No: 20501130204367417

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রম

বায়তুল হামদ জামে মসজিদ- ঢাকা, রজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও গাইবান্ধা।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Baitul Hamd Jame Masjid Complex Fund

Account No: 20501130204367316

দাওয়াহ কার্যক্রম

মাসিক আল-ইতিছাম, আল-ইতিছাম টিভি, আল-ইতিছাম গবেষণাগার, আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, দাঈ নিয়োগ।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Al Itisam Dawah Fund

Account No: 20501130204367802

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রম

দুস্থ, ইয়াতীম শিক্ষার্থী প্রতিপালন।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Nibras Yatim Kollan Fund

Account No: 20501130204367600

ত্রাণ কার্যক্রম

দুর্যোগ কবলিত অঞ্চলে ত্রাণ সহায়তা ও শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Nibras Tran Tahbil Fund

Account No: 20501130204367903

বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ | সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন

Monthly Al-Itisam الاعتصام 5th Year, 4th Part, February 2021, Price : 25.00

بسم الله الرحمن الرحيم

৫ম বার্ষিক

সালাফী কনফারেন্স ২০২১

তারিখ : ৪ ও ৫ মার্চ, রোজ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার

স্থান : বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

সময় : ১ম দিন বাদ আছর হতে শুরু।

সভাপতি : **শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ**

চেয়ারম্যান : নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন

প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ ও রাজশাহী।

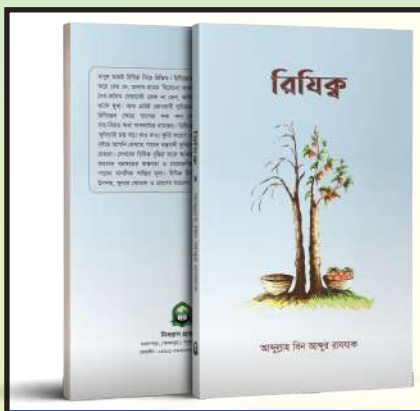

নিবরাস প্রকাশনী কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত

রিযিক্ব

লেখক : আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

প্রকাশনায় : নিবরাস প্রকাশনী ■ পৃষ্ঠা : ৯৬ ■ মূল্য : ৭০ টাকা

মানুষ মাত্রই রিযিক্ব নিয়ে চিন্তিত। রিযিক্বের চিন্তা মানুষকে এতটাই বিবেকহীন করে দেয় যে, হালাল-হারাম বিবেচনা করার মতো ফুরসতটুকুও সে পায় না। বৈধ-অবৈধ যেভাবেই হোক না কেন, অধিক থেকে অধিক উপার্জনের চেষ্টাই থাকে মুখ্য। আর এটাই ভোগবাদী দুনিয়ার সবচেয়ে নির্মম বাস্তবতা। যেখানে রিযিক্বের ক্ষেত্রে ভাগ্যের কথা বলা সেকেলে। যেখানে হালাল-হারামের বাছ-বিচার করা পাগলামির নামান্তর। রিযিক্বে বরকতের উপলব্ধি যেখানে গৌণ। 'দুনিয়াটা মস্ত বড়! খাও দাও! ফূর্তি করো!' এই বাক্যই যে জীবনের মূলমন্ত্র। এই বইয়ে আপনি দেখতে পাবেন বস্তুবাদী দুনিয়ার মূল্যহীন ও ধোঁকায় পরিপূর্ণ নিষ্ঠুর চেহারা। দেখবেন রিযিক্ব বৃদ্ধির সাথে আধ্যাত্মিকতার কী গভীর সম্পর্ক! অনুভব করবেন বরকতের বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তা। ধন-সম্পদের বিপরীতে খুঁজে পাবেন মানসিক শান্তির মূল্য। রিযিক্ব নিয়ে চিন্তিত প্রতিটি মানুষের চিন্তার উপশম, ক্ষুদার খোরক ও রোগের আরোগ্য রয়েছে বইটিতে।

যোগাযোগ : নিবরাস প্রকাশনী

রাজশাহী শাখা : এমাদ আলী প্লাজা, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী। মোবা : ০১৩০১-৩৯৬৮৩৬;

বাংলাবাজার শাখা : গিয়াস গার্ডেন মার্কেট, নর্থব্রুক হল রোড, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা। মোবা : ০১৪০৭-০২১৮৫০